বইঘর নিবেদন

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

নাইট গেম

আনিছুর রহমান

শুভম

বইঘর নিবেদিত

প্রাপ্ত বয়স্কদের রমাঞ্চক উপন্যাস

নাইট গেম

আনিছুর রহমান

শুধু যৌন খেলাই নয় সাথে স্নায়ুরুদ্ধকর ঘটনা নিয়ে রাতের খেলা।

নিক গয়েন্দা বিভাগের গুরুত্বপুর্ণ কাজ করে চলেছে। রাইন নদীর বজরায় ওর বন্ধুর কাছ থেকে গুরুত্বপুর্ণ খবর পাওয়ার আশায় ছুটে চলেছে। নিকের চোখের সামনে বজরা বিস্ফোরন হলো। নদী থেকে আহত হেলগাকে উদ্ধার করলো তারপর মন দেওয়া নেওয়া শেষে উদ্দাম গতিতে পরস্পরের দেহের স্বাধ নেওয়া শুরু হলো। একদিন নিক জানলো হেলগা তারই শত্রু পক্ষ ভালবাসা সবটাই তার অভিনয়। শুভক্ষ

অভিনব উপায়ে হেলগা খুন হলো নিকের কাছে। ড্রেইসিগ্ আর বেন মোসাফ লিসাকে নিয়ে নতুন খেলা শুরু হলো। লিসা নিকের একান্ত আপন জন। লিসা আর নিক ডেইসিগ্ আর মুসাফে সোনা ভর্তি বজরাটা নদীতে ভাসিয়ে দিল। খুন করল সমস্ত শত্রুকে। শুভক্ষ

এবার লিসাকে নিয়ে শুরু হলো নিকের খেলা।

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রোমাঞ্চক উপন্যাস

নাইট গেম

রূপান্তর :

www.boighar.com

আনিছুর রহমান

চয়ন প্রকাশনা

চয়ন
প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ

মিজানুর রহমান
চয়ন প্রকাশনী
১৯/২০, রূপচান লেন
সুত্রাপুর, ঢাকা – ১১০০

[সর্বস্বত্ব লেখক]

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর – ১৯৮৮

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ মিজানুর রহমান

মুদ্রণে আসমা প্রিন্টিং প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন,
নিরপুর, ঢাকা—১৭০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

আব্দুস সালাম
চয়ন প্রকাশনী
১৯/২০, রূপচান লেন,
সুত্রাপুর, ঢাকা—১১০০

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

"লেখক"

পরিবেশনায় ঃ

ঢাকা ঃ	ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১০ নং ডি, আই, টি, এভিনিউ মতিঝিল—ঢাকা
চট্টগ্রাম ঃ	চট্টগ্রাম সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম
রাজশাহী ঃ	ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো স্টেশন বাজার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী
নাটোর ঃ	পুথিমেলা
কুষ্টিয়া ঃ	কথাকলি ও সংবাদ বিতরণী
বগুড়া ঃ	মুসলিম বুক ডিপো

কথায় বলে কাজের লোকেরা নাকি চুপচাপ বসে থাকতে পারে না—আমার স্বভাবটাও সেইরকমের ; চুপচাপ বসে থাকা "আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" অবশ্য কোনো চীনা কম্যুনিষ্ট বা কোনো বদমাশ লোককে ধরার জন্য আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে বসে থাকতে হয়েছে ; কিন্তু এখন যে ভাবে চুপচাপ ধর্ণা দিয়ে বসে আছি তা আমার ধাতে লেখা নেই।

রাইন নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহরটা বেশ সুন্দর ; সবুজ গাছ-গাছালিতে ঘেরা। পাহাড়ের এলাকাটাও বেশ সবুজ—পাহাড়ের উপর ফোটা বেগুণী, গোলাপী, সোনালী রঙের ফুলগুলো পাহাড় বেয়ে নদীর ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে। রাস্তাগুলো আঁকা-বাঁকা-প্রত্যেকটা বাঁকেই রহস্য লুকিয়ে আছে। ছোট বইয়ের দোকানগুলো এবং বড় বড় খিলানওয়ালা বাড়ীগুলো হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। নদীর দু'ধারের প্রাসাদগুলো সত্যিই অপূর্ব —চোখ চেয়ে দেখার মত। রাস্তায় যে সব দহোপজীবিনীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা বেশ চাবুক চেহারার—তুড়ি মারলেই কাছে আসবে। কিন্তু এখন ঐদিকে নজর দেবার সময় নেই—সামনের দৃশ্যটাকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

সামনের বড় বড় বাড়ীগুলো হাঁ করে চেয়ে দেখার মত। কিন্তু মিস কার্টার তুমি এসব দেখতে পারছ না, এসব উপভোগ করতে পারছ না, কারণ তোমাকে একটা বজরার জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তুমি যে গাড়ীটা ভাড়া করেছিল সেটা আবার মাঝপথে বিগড়ে গেছে তোমাকে বেশ খানিকটা পথ হয়ত হাঁটতে হবে

তোমার গা দিয়ে টপ টপ ঘাম পড়ছে। তোমাকে কতক্ষণ যে অধৈর্য্য হয়ে বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই ; তুমি যদি ঠিকমত তোমার কাজটা না করো তবে তোমার বস্ আবার চটে লাল হবে। যত্তো সব।

জার্মান ভাষাটা মোটামুটি আমার আয়ত্বে। একটা মোটর আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আরোহীকে বললাম সে যেন আমার বিগড়ে যাওয়া গাড়ীটার জন্য কোনো মেকানিককে পাঠিয়ে দেয়। আমার চোখের সামনে রহিন নদী বয়ে চলেছে ; উত্তর দিকে গীর্জার চূড়োগুলো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কোবলেঞ্জ শহর—ওখানেই আমাকে বজরাটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এইরকম বজরা প্রমোদভ্রমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন আমার চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাই গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলাম যাতে ভিতরে কিছুটা ব[illegible]াস ঢোকে। আজ সকাল বেলাতেই লুসার্ণে যে রকম মজার মধ্যে ছিলাম—সেটাই ফের ভাবতে লাগলাম।

[illegible]লে [illegible]ার্টি একটা [illegible]জ করার পরই আমি স্থইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। ওখানে আমার বন্ধু চার্লি ট্রেভওয়েল আছে। লুসার্ণের ঠিক [illegible]রে চার্লির একটা সরাইখানা আ[illegible]। আমরা পুরানো বন্ধুরা ওখানে মিলে গল্প-গুজব করি। ওখানেই চার্লি অ্যান মেরীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। অ্যান মেরী একটা জন্তর বটে। একটু বেঁটে, চুল বব্ ছাট, চোখ দুটো যেন সব সময় নাচছে। বরফের ওপর মেরী যখন 'স্কী' দৌড়য় তখন

সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে ; কিন্তু বিছানায় ? আঃ, ভাবলেই জিভে জল আসে—মাখনের মত নরম একতাল মাংস। গত রাতের কথা বলি, আমি অ্যান মেরী পাশে শুয়ে আছি। অ্যান মেরী ঘুমের মধ্যে শিউরে উঠল। ও হাত বাড়াতেই শক্ত মাংস পিণ্ড ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে জেগে উঠল। পরক্ষণেই হেসে ফেলে আমার ওটাতে চাপ দিয়ে বলে উঠল যাও, ভাগো। 'যাবার আগে ওটা করায় সময় আমরা ঠিক পাবো না।'

তাই বলছি দেরী না করে এখনই বরং এক বার [illegible]।

অ্যান মেরী আর আপত্তি করল না। অ্যান মেরীর কোমল দেহটা জড়িয়ে ধরে চিৎ করে শোয়ালাম। মেরীর স্তন যুগল বেশ বড় বড়। ফর্সা ভরাট। স্তনের নিপল দুটো খাড়া হয়ে আছে। নিপল জোড় গোল খয়েরী বৃন্দ দুটিও অপূর্ব [illegible] মুখটা নামিয়ে আনলাম জোল স্তনের [illegible]র [illegible] মৃত চুমু। [illegible] [illegible]টা [illegible] নেমে [illegible] [illegible] [illegible] চাকে। দুই উরুর [illegible] এসে থাম[illegible] [illegible] হাতের আঙুলগুলো থেকে [illegible]র [illegible] [illegible] [illegible]র [illegible] [illegible] শিউরে উঠল অ্যান মেরী [illegible] আবেশ[illegible] দুটো আরো ছড়িয়ে দিল [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] স্বরে [illegible] [illegible] সোনা [illegible]ক। আর [illegible] [illegible]আমায়

দেহটা উঠে গেলো অ্যান মেরীর নরম দেহটার ওপর. দিয়ে দিল ওটাকে যথা স্থানে।

আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল পুরুষাঙ্গটা অ্যান মেরীর গোপনাঙ্গে ব-দ্বীপটায়।

এক্স-এর প্রত্যেকটা এজেন্টের মতই আমাকে হেড্ কোয়ার্টার এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং 'হক্'কে জানাতে হয় আমি কোথায় আছি। এটা এক্স-এর গোপন একটা কায়দা যার ফলে 'হক্' যখন খুশী যে কোন এজেন্টের সঙ্গে যে কোন জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে; সময়ও কম নষ্ট হয়। এ ব্যাপারটা আমি অনেকদিন আগে থাকতেই জানি। লুসার্ণের সরাইখানায় আমি যখন অ্যান-মেরীর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছি তখন আবার ব্যাপারটা টের পেলাম। ভোর ছ'টার সময় ফোনটা বেজে উঠল। অ্যান-মেরীর হাত দুটো তখন আমার বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা আর বুকের নরম মাংসপিণ্ড দুটো আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

ফোনে হকের ভরাট গলা "গম্ গম্ করে উঠল," অ্যামালগ্যামেটেড সংবাদসংস্থার বার্ত্তা বিভাগ থেকে বলছি। ফোনের এই লাইনটায় যে কেউ আড়ি পেতে কথাবার্ত্তা শুনতে পারে। হক্ তাই সাংকেতিক ভাবে কথা বলল। "নিক্ বলছ নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি, আপনার কথা শুনে আমার বেশ ভাল লাগছে।"

"তুমি একা নও, তোমার পাশে কেউ নিশ্চয়ই শুয়ে আছে," হক্ সঙ্গে সঙ্গে বলল, বুড়ো ভামটা আমাকে বেশ ভাল ভাবেই চেনে। "মেয়েটা তোমার কত কাছে? সে জিজ্ঞেস করল।"

"খুব কাছে।"

এখান থেকেই রিমলেস্ চশমার ভিতরে হকের ধূসর রঙের চোখ দুটো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখ দুটো

কল্পনা করছে আমি আর মেরী কতো কাছাকাছি শুয়ে আছি।

"এতো কাছে সে আমার কথা শুনতে পারবে" ? হক্ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ,কিন্তু মেয়েটা তো এখন ঘুমোচ্ছে।"

"তবুও আমি চাইনা আমাদের খবর ফাঁস হয়ে যাক।" হক্ রেখে-ঢেকে বলতে লাগল।" আমাদের একজন ফটোগ্রাফার, টেড্ ডেনিসনের কাছে কিছু দামী খবর আছে। তুমি তো টেডের সঙ্গে একটা নাটকে অভিনয় করছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ, আমি টেড্ কে চিনি" উত্তর দিলাম আমি। ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে টেড ডেনিসন্-এর অন্যতম সেরা একজন এজেন্ট। বেশ কিছুদিন আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা কাজ করেছিলাম। গোপন খবর দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে টেড খুব চৌকশ।

"তুমি রহিন নদীর উপর বজরাতে টেডের দেখা পাবে। বজরাটা বেলা তিনটে ত্রিশে কোবলেঞ্জ এ থামবে, হক্ একঘেয়ে ভাবে বলে যেতে লাগল। "টেডের কাছে খুব দামী খবর আছে। তুমি যদি কোবলেঞ্জ-এ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পার তবে পরের ঘাটে বজরায় উঠো। তার মানে পাঁচটার সময় 'মেঞ্জ' ঘাটে।"

Boighar.com

হক্ ফোন ছেড়ে দিল। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যানমেরীর শরীরের তলা থেকে বেরিয়ে এলাম। মেরী একটু নড়লও না! মেয়েটা এই রকমই—এই চারদিন একসঙ্গে কাটিয়ে বুঝে পেরেছি মেয়েটা যখন মদ খাবে তখন খেয়েই যাবে, যখন কাউকে দেহ

দেবে তখন দিয়েই যাবে আর যখন ঘুমোবে তখন ঘুমিয়েই কাটাবে। মেয়েটা রেখে-ঢেকে কিছু করতে জানে না। যা করবে তা একেবারে চরমে না পৌঁছলে থামবে না। আমি জামা প্যান্ট পরলাম। এক টুকরো কাগজে লিখলাম, "বস্ ডেকে পাঠিয়েছে, তাই চলে গেলাম।" তারপর লুসার্নের ভোরের ঠাণ্ডা আলোর মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্লেন ধরে সোজা এই সুন্দর রাইন নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম।

সীজার, নেপোলিয়ান, চার্লিমেইন প্রভৃতি ইতিহাসের বীর-পুরুষেরা একসময় যে শহরে পদচারণা করেছিলেন সেই শহরেই আমি এখন আছি ; কিন্তু একটা বিগ্‌ড়ে যাওয়া ভাড়া করা 'ওপেল' গাড়ীতে বসে। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া [illegible]নো মোটরকে থামাতে যাব বলে ঠিক করছি তখনই দেখতে [illegible]াম একটা ভক্সওয়াগন ব্রেকডাউন ভ্যান এসে আমার গাড়ীর পাশে থাম[illegible] বিগড়ে যাওয়া গাড়ী [illegible]ন নেবার জন্য [illegible]াট্ট গোল আণ্ডাকৃতি ভক্সওয়াগনের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে [illegible] ছোকরা [illegible] চেহারার মুখটা গোল মাথায় কালো [illegible]তে অমায়িক [illegible]সে [illegible] খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাড়ীটি [illegible]ক্ষা করতে লাগল —আমার বেশ ভালই লাগল ; কিন্তু ভীষণ আস্তে আস্তে পরীক্ষা করতে লাগল—অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম-আমি। আমার জামা-প্যান্টের ছাঁট-কাটা দেখে সে বুঝতে পারল যে আমি জার্মান নই। আমি বললাম যে আমি আমেরিকান ; কিন্তু তাদের ভাষা আমি খুব

একটা খারাপ বলি না—কিছু বোঝাবার জন্য তাকে খুব একটা কষ্ট করতে হ'বেনা। গণ্ডগোলটা সে খুঁজে পেল—কার্বুরেটরটা বিগড়েছে। কার্বুরেটরটা যখন সে সবে সারাতে আরম্ভ করেছে তখনই রাইন নদীর উপর দিয়ে বজরাটা এগিয়ে গেল—আমি বজরাটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

মেকানিক যখন গাড়ী সারানো শেষ করল তখন বজরাটা চোখের বাইরে চলে গেছে। মেকানিকের মজুরী মিটিয়ে আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। তারপর প্রচণ্ড জোরে গাড়ী ছোটালাম। সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলো, বিরাট বিরাট প্রাসাদগুলো হু হু করে পার হয়ে এগিয়ে চললাম।

রাস্তাটি আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে প্রায় রাইন নদীর সঙ্গে এসে মিশেছে—বজরাটা দূরে দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা যেখানে চওড়া হয়ে নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে মিশেছে সেখানেই বজরাটার মুখোমুখি হলাম। গাড়ীর গতি কমিয়ে আনলাম। বজরাটা আস্তে আস্তে চলেছে। যাক্ কোবলেঞ্জ এ ঠিক সময়ে বজরাটাকে ধরা যাবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ডেনিসনের কথা ভাবলাম ব্যাটা বজরায় বসে ফুর্ত্তি করছে; আর আমাকে এদিকে রোদে পুড়ে তাকে ধরার জন্য কি পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে। আমি বজরাটার দিকে তাকালাম—লম্বা বজরাটা নদীর মাঝখানে ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে। বজরাটার মাঝখানে ছোট একটা কেবিন-বাকিটা খোলা; ভ্রমন-বিলাসীরা রেলিংয়ের ধারে দাড়িয়ে প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য দেখছে। ঠিক এই সময়েই ঘটনাটা

ঘটল। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটল—কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা জীবনে আগে কখনো দেখছি কিনা। প্রথম ছোট একটা আওয়াজ কানে এল তারপরই প্রচণ্ড জোরে একটা বিস্ফোরণ বয়লারটা ভীষণ শব্দ করে ছিটকে উপরে উঠে গেল। বিস্ফোরনের শব্দে কিন্তু আমি কেঁপে উঠলাম না—কিন্তু যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হাত-পার জোর কমে গেল। কেবিনটা আকাশের দিকে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে নীচে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তারপর বজরাটার সমস্ত অংশই টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের দেহ ডুবড়ির মত উপরের দিকে উঠে নীচে পড়তে লাগল।

আমি প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চাপলাম। গাড়ীটা তীব্র আর্তনাদ করে কেঁপে উঠে নদীর ধারে থেমে গেল। আকাশ থেকে বজরাটার টুকরো টুকরো অংশ এখনও বৃষ্টির মত নদীর উপর নেমে আসছে। আমি গাড়ী থেকে নেমে এলাম—বজরাটার আর কোনো চিহ্ন নেই, বিস্ফোরনের শব্দের পর জায়গাটা অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু অল্প-স্বল্প গোঙানী আর জলের ছোঁয়া লেগে আগুন নেভার ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে; এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। হাফ প্যান্ট ছাড়া বাকী সব পোষাক খুলে ফেললাম; পিস্তলটা কাঁধের কাছে আটকানো পাতলা ধারালো ছোরাটা জামা-প্যান্টের ভাঁজে রেখে নদীতে ঝাঁপ দিলাম; সাঁতার কেটে দুর্ঘটনার স্থানে এগোতে লাগলাম। জানি কেউ বেঁচে নেই; তবু যদি কেউ থাকে—এই আশায় আমি এগিয়ে চললাম। নদীর

ধারের বাড়ীগুলো থেকে এতক্ষণে হাসপাতালে আর পুলিশে ফোন চলে গেছে। দেখতে পেলাম ছোট একটা জাহাজ নদীর মাঝখান থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে।

বজরাটার বিভিন্ন অংশের ফাটা, চেরা, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঠ আমার পাশ দিয়ে ভেসে গেল। দোমড়ানো, মোচড়ানো কাটা-ছেঁড়া মানুষের দেহগুলোও পাশ দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। এই সময়ই নজরে পড়ল একটা হাত জলের উপর উঁচু হয়ে আছে—সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মাথাটা ধরলাম। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম—কোন খুঁত নেই;

মাথায় সোনালী চুল—নীল আয়নার মত স্বপ্নালু চোখ। মেয়েটার পিছন দিকে গিয়ে একটা হাত দিয়ে তার ঘাড়টা বেড় দিয়ে ধরলাম, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে তীরের দিকে এগোতে লাগলাম। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে দেহটা নরম করল, দেহের ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে মাথা জলের উপর এলিয়ে দিল। আমি আবার মেয়েটার চোখের দিকে তাকালাম—ভয়ে চোখদুটো বড়ো হয়ে গেছে।

নদীতে বেশ স্রোত আছে। মুখটা উঁচু করে দেখলাম নদীর পাড়ে গাড়ীটা থেকে আমাদের দূরত্ব এখনও একশ' গজ। একটু পরে মেয়েটাকে নিয়ে পাড়ে উঠলাম। খয়েরী রঙের সুতীর ছাপা জামাটা তার ভেজা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে—পুরো শরীরটাই ভেজা জামার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে; বড়, উঁচু

বুকটা উদ্ধতভাবে ফুলে রয়েছে। মুখের গড়ন জার্মান মেয়েদের মত ; গালের হড়গুলো চওড়া, সুন্দর ; রঙ টকটকে ফর্সা, নাকটা বাঁশীর মত টিঁকালো। নীল চোখ দুটো এখনো অন্য জগতে রয়েছে ; মনে হচ্ছে এই বুঝি জ্ঞান ফিরে আসবে। দুর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছে ; নদীর পাড়ে জড়ো হওয়া লোক-জনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মেয়েটার পরিপূর্ণ বুকটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠা নামা করছে। পাড় থেকে ছোট ছোট নৌকা নদীর মধ্যে যাচ্ছে যদি কেউ বেঁচে থাকে তাকে উদ্ধার করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই হবেনা, এরকম বীভৎস বিরস্ফোরণের পর আর কারও বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই। এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে কিভাবে কেবিনটা আকাশে উঠল—যেন কেপ কেনেডি থেকে কোনো রকেট ছোঁড়া হয়েছে।

মেয়েটা নড়ে উঠল, আমি হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে উঠে বসতে সাহায্য করলাম। ভিজে জামার ভিতর দিয়ে মেয়েটার শরীরের প্রতিটা ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যৌবনের প্রতিটি রেখা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। চোখের অস্বচ্ছ চাউনিটা সরে গেল কিছু যেন মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল ভীষণ ভয় পেয়েছে মেয়েটা। আমি তার দিকে হাত বাড়ালাম। মেয়েটা আমার দু'হাতের মধ্যে এলিয়ে পড়ল ; নরম ভেজা শরীরটা ফোঁপানির সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

"ভয়ের কিছু নেই সোনা," আমি নীচু স্বরে বললাম। "সব

ঠিক হয়ে যাবে।"

একটু পরেই সে সোজা হয়ে বসল, ফোঁপানি কমে গেছে। একটু সরে বসে সে তার নীল চোখ দুটো দিয়ে আমার মুখে কি যেন খুঁজতে লাগল।

"তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ" সে বলল।

"তুমি নিজেই তীরে পৌঁছাতে পারতে" আমি বললাম। সত্যিই সে পারত বোধ হয়।

তুমি ঐ বজরাতে ছিলে? মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

"না, সোনামনি," আমি বললাম, "যখন বিস্ফোরণটা হল তখন আমি নদীর ধার দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি কোবলেঞ্জ এ বজরায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। বিস্ফোরণটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি নদীতে ঝাঁপ দিই; তারপর তোমাকে নিয়ে পাড়ে উঠি।"

সে চারদিকে দেখল নদীর দিকে তাকাতেই তার চোখে ভয় ফুটে উঠল, তারপর নদীর পাড়ে ঢালু তীর ভূমিটা দেখল। দমকা বাতাস বইতেই সে শীতে কেঁপে উঠল; বুকের বোঁটা দুটো পর্যন্ত জামা ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে একটু নড়ে বসল যাতে আমার দৃষ্টি তার বুকের উপর পড়ে; তার নীল চোখ দুটো অল্প একটু জ্বলে উঠল।

"আমার নাম হেলগা," সে বলল। "হেলগা রুতেন।"

"আমার নাম নিক্ কার্টার," আমি বললাম।

"তোমাকে দেখে তো জার্মান বলে মনে হচ্ছে না," সে অবাক

হয়ে বলল, "কিন্তু তুমি তো খুব সুন্দর জার্মান ভাষা বল।"

"আমি আমেরিকান, বজরাতে তোমার আর কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল ?"

"না আমি একাই ছিলাম," সে বলল। "বিকেলটা বেশ সুন্দর ছিল। ভাবলাম, যাই নদীতে একটু বেড়িয়ে আসি।"

হেলগার চোখ দুটো আমাকে জরিপ করছে। আমার কাঁধ আর বুকের উপর ঘোরাফেরা করছে। আমার উচ্চতা ছ'ফুট। হেলগার চোখে প্রশংসা ফুটে উঠল—আমার চেহারাটা মন্দ নয়, বেশ ভালই বলতে হবে। হেলগা আর মাঝ নদীর দিকে তাকাচ্ছে না ; দৃষ্টিটা অন্যদিকে সরিয়ে রাখছে। চোখ দুটো পরিস্কার' উজ্জ্বল গলার স্বর মিষ্টি, ভিজে জামার জন্য শীতে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠলো।

"তুমি বলছিলে তোমার একটা গাড়ী আছে এখানে," সে জিজ্ঞেস করল। আমি মাথা নেড়ে নদীর পাড়ের দিকে তাকালাম।

"এখানে কাছেই আমার কাকার বাড়ী আছে," সে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে আমি যখন কাকার সুন্দর বাড়ী-টার প্রশংসা করছিলাম তখনই ব্যাপারটা ঘটল। আমি জানি কোথায় চাবি থাকে। আমরা সেখানে গিয়ে ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে গা-টা মুছতে পারি।

"তাহলে তো বেশ ভালই হয়। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। টাল সামলাতে না পেরে সে আমার বুকের উপর এসে পড়ল। তার নরম বুকটা আমার

শরীরে লাগল। আঃ, মেয়েটা একটা জিনিস বটে। এরকম জিনিস পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি গাড়ীর কাছে এলাম আমার জামা-প্যাণ্টা পিছনের সীটে রাখলাম তারপর শেষবার মত নদীর দিকে তাকালাম—উদ্ধারকারীরা নদীর জলে তোলপাড় করছে। হঠাৎই টেড্‌ডেনিসনের কথা মনে পড়ল। এমনও হতে পারে টেড বেঁচে আছে—কিন্তু সেটা কোন মতেই সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছে হেলগা-ই একমাত্র বেঁচেছে। একটা ফোন পেলে হাসপাতাল আর থানাগুলো খোঁজ করব—যদি টেডের কোন খবর পাওয়া যায়। বেচারা টেড, সারা জীবনটাই বিপদ আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাটাবার কথা। শেষ পর্য্যন্ত কিনা বজরার বয়লারের বিস্ফোরণে প্রাণটা গেল।

দুই

হেলগা ঠাণ্ডায় কাঁপছে। সে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করা সামনের একটা প্রাসাদের চূড়োর দিকে আঙ্গুল দেখাল।

"এখন বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাও, তারপর ছোট্টি রাস্তাটা ধর।"

"মায়াবী গলি" আমি বললাম। "বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো রাস্তাটার।'

'এটা একটা প্রাইভেট রাস্তা," হেলগা বলে চলল।" এই রাস্তাটা আমার কাকার প্রাসাদের দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রাসাদের জমিটা নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। জাহাজ থেকে প্রসাদে আসার কাকার নিজস্ব একটা বন্দোবস্ত আছে সেখানে--সপ্তাহান্তে বেড়াতে আসার সময় কাকা ঐ জায়গাটা ব্যবহার করো আমার কাকা একজন শিল্পপতি।"

'মায়াবী গলি' ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাঁক ঘুরতেই ঘন জঙ্গলে ঘেরা সবুজ লন চোখে পড়ল। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। হেলগা ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে - যত উপরে উঠছি আমারও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। সামনে

তাকালাম—গোছানো সেতুটা পাতা আছে, সেতুটা পার হলেই শুকনো পরিখা-ঘেরা বিরাট প্রাসাদ। হেলগা আমাকে সেতুটার উপর, দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিতে বলল। সেতুটা পার হয়েই বিরাট, উঁচু কাঠের দরজার সামনে থামলাম। হেলগা গাড়ী থেকে নেমে এসে উঁচু পাথরের দেওয়ালটার একজায়গায় কি যেন খুঁজল। এই দেওয়ালটাই প্রাসাদটাকে ঘিরে রেখেছে। একটু পরেই হেলগা কয়েকটা বড়, ভারী লোহার চাবির রিং নিয়ে ফিরে এল। একটা চারি তালার মধ্যে ঢুকিয়ে মোচড় দিল। বিরাট, মজবুত দরজাটা

আস্তে আস্তে খুলে গেল, আমি গাড়ী থেকে নেমে হেলগাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলাম।

দরজাটা পুরো খুলে যেতে আমরা গাড়ীর মধ্যে ফিরে এলাম। হেলগা বলল,'' সোজা উঠোনের মধ্যে গাড়ী নিয়ে চলো, তারপর চল ভিজে জামা-প্যান্ট ছেড়ে ফেলি।''

আমি ওপেলটা বিরাট পাথরের উঠোনের মধ্যে নিয়ে এলাম। এই উঠোনেই একসময় সৈন্যরা তাদের দলনায় করা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত।

"তোমার কাকার এই বাড়ীতে কোনো ফোন আছে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চই আছে।" হেলগা বলল। মাথা ঝাঁকিয়ে ভেজা চুলগুলো থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে লাগল সে।" প্রাসাদের সমস্ত জায়গাতে ফোন রয়েছে।

"তাহলে তো ভালই হ'ল, আমি বললাম। আমি তোমায় বলেছিলাম না ব্যবসার ব্যাপারে এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বজরায়

দেখা করতে যাচ্ছিলাম। এখন খোঁজ করে দেখতে হবে কি হ'ল তার।"

প্রাসাদটা ঘিরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—একটা গা ছমছম ভাব, চোখ তুলে ফোকর বিশিষ্ট চূড়ো লাগানো পাথরের উঁচু দেওয়ালটা দেখলাম।

"কোনো চাকর-বাকর নেই?" আমি হেলগাকে জিজ্ঞেস করলাম। কাকা সপ্তাহের শেষে যখন এখানে আসে তখন চাকর-বাকরদের খবর দেওয়া হয়," সে বলল। বাগানে একজন মালী আছে আর মদ রাখার কুঠুরীটা দেখা শোনার জন্য একজন লোক আছে, এছাড়া এখন আর কেউ নেই। চলো, তোমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিই—তুমি ওখানে জামা-প্যান্ট ছেড়ে গা মুছে নাও।"

বড় হলঘরটার ভিতর দিয়ে হেলগা আমাকে নিয়ে চলল। দেখলাম ছাদ থেকে, পাথরের দেওয়াল থেকে মধ্যযুগের চিত্র-বিচিত্র করা পতাকা ঝুলছে, হলঘরে দুটো বিরাট ওক কাঠের টেবিল রয়েছে এক কোনে বড় অগ্নিকুণ্ড। হেলগা যে ঘরে আমাকে নিয়ে এল সেটা দেখে আমার চোখ ছানাবড়া। চাঁদোয়া লাগানো ঢাউস একটা বিছানা, নরম উঁচু গদি, বিছানার চার-পাশে ঝালর দিয়ে ঘেরা। মেঝের সঙ্গে আটকানো কিংখাবে মোড়া কাঠের চেয়ার। হেলগা ঘরের এক কোনে আলনা থেকে আমার দিকে একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল।

"এই ঘরে অতিথিরা থাকে। আমি নিজেও এই ঘরে থেকেছি, আমি বারান্দায় গিয়ে জামা-প্যান্ট বদলে নিচ্ছি, পাঁচ মিনিটের

মধ্যে হয়ে যাবে।"

আমি হেলগার চলে যাওয়ার দিকে তাকালাম। ভেজা জামা আর আটো সাঁটো প্যান্টটা শরীরের সঙ্গে লেগে আছে ; গোল, পুষ্ট পেছনটা ভিজে পোশাকের ভিতর দিয়ে পরিষ্কায় দেখা যাচ্ছে। বেশ ভাল করে গা মুছলাম, তারপর জ্যাকেটটা বাদে সব কিছু গায়ে দিয়ে ঢাউস বিছানায় চিৎ হয়ে শুলাম। মনে হচ্ছে আমি যেন বিংশ শতাব্দীতে নেই। এই সময়ই হেলগা আটো-সাঁটো জীন আর ছোট্ট একটা ব্লাউজ পরে ঘরে ঢুকল—আমি ভীষণ চমকে গেলাম। উরে বাবা, কি জিনিস একখানা। সোনালী চুলগুলো থাক থাক করে চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়েছে ; কিছুক্ষণ আগে যে ভীষণ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তার চিহ্নমাত্র হেলগার চোখে নেই ; নীল চোখদুটো চকচক করছে।

"তুমি ফোনের খোঁজ করছিলে না, আমি একদম ভুলে গেছি, হেলগা বলল "বিছানার নিচে ফোন আছে। আমি নীচে বড় ঘরটায় আছি তোমার ফোন হয়ে গেলে নীচে এসো।" পিছন দুলিয়ে হেলগা চলে গেল। না, সময়টা আমার ভালই যাচ্ছে। বিছানার নীচে ফোনের দিকে হাত বাড়ালাম আমি।

আমি অনেক সময় ধরে বিভিন্ন হাসপাতাল, বিভিন্ন থানায় খোঁজ করলাম, কোথাও টেডের খবর পেলাম না। যখন হতাশ হয়ে ফোন নামিয়ে রেখেছি তখনই খবরটা পেলাম। ঢেউ ডেনিসনের মৃতদেহ জল থেকে তুলে আনা হয়েছে—সনাক্তকরণও শেষ হয়ে গেছে। হেলগা ছাড়া আর মাত্র চারজন বেঁচেছে তাদের

মধ্যে একজন ব্যাটাছেলে, দুইজন মেয়েছেলে আর একটা বাচ্চা। আমি তাড়াতাড়ি ওভারসীজ্ লাইনে হকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ঘটনা খুলে বললাম। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর হকের ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ গলা শোনা গেল।

"এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়," সে বলল। এইটুকু বলেই হক চুপ করল বুঝতে পারলাম হক কি বলতে চাচ্ছে।

"আপনি এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ আমি জিজ্ঞেস করলাম। "যদি প্রমানের কথা বল তবে আমি নিরুপায়," হক উত্তর দিল। "যদি তুমি বল আমি নিশ্চিত কিনা, তাহলে বলছি এব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।"

হকের কথা শুনতে শুনতে দুর্ঘটনার ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পরপর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হয়েছিল, একটা আস্তে তারপরেরটা ভীষণ জোরে, বয়লারটা চৌচিড় হয়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক, দুটে, শব্দই হয়েছিল তারমানে প্রথমে আস্তে যে শব্দটা হয়েছিল সেটাই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণ। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

"টেডকে খতম করার জন্য অতগুলো লোকের প্রাণ নষ্ট করল ওরা?" আমি ওদের বীভৎসতার কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলাম।

"ওরা চেয়েছিল টেড্ যাতে তোমাকে কোন খবর দিতে না পারে," হক বলল। "তাছাড়া কয়েক'শ লোকের প্রাণ ওদের কাছে কিছু নয়। নিক, তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি তো

এতে অভ্যস্ত।''

বস্ ঠিকই বলেছে। আমার ভয় পাওয়া উচিত নয়। এরকম নির্বিচারে মেরে ফেলা আমি আগে বহুবার দেখেছি। এদের কাছে প্রাণের একটুও দাম নেই। ভয় বলতে যা বোঝায় তা ঠিক পাইনি কিন্তু আমি হতচকিত হয়ে গেছি। প্রচণ্ড রাগে সর্বশরীর আমার জ্বলতে লাগল।

''তার মানে টেড্ যে খবর যোগাড় করেছিল,'' আমি বললাম ''তা খুব মূল্যবান। তারা টেড্কে কোনো সুযোগ দিতে চায়নি।'' ''তার মানে হল টেডের খবরটা আমাদের কাছে খুবই জরুরী,'' হক বলল। ''কাল বার্লিনে আমি তোমার সঙ্গে আমাদের আস্তানায় দেখা করছি। ওখানকার সব কিছু তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে। আজ রাতের প্লেন ধরে সকালে ওখানে পৌছাব। এ ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমাকে সেখানে বলব।''

আমি ফোন নামিয়ে রাখলাম। রাগটা ক্রমশঃ বাড়ছে সত্যি কথা বলতে কি, টেডের কথা আমি ভাবছি না। টেড্ আর আমার এ হচ্ছে পেশা। সব সময়ই মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের পাঞ্জা কষতে হয়। টেড্কে মারার যদি ওদের মতলব থাকত তবে ওরা সোজা পথটাই ধরল। টেডের সঙ্গে কয়েক'শ নিরীহ লোকের প্রাণ গেল। আমি শত্রুদের উদ্দেশে বললাম—তোমরা এই জঘন্য কাজটা করে আমাকে এর মধ্যে জড়ালে। এর জন্যে তোমাদের চরম মূল্য দিতে হ'বে।

বিছানা থেকে উঠে ভারী দরজাটা খুলে ভেজা, স্যাঁৎসেঁতে

রান্না ঘরটা বিশাল। তামার স্টেনলেস স্টীলের বড় বড় কেতলি লম্বা হুকের সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে। এক দিকের দেওয়ালের পুরোটা নানা রকমের বাসন-পত্রে ভর্ত্তি। আর একটা দেওয়ালের ধারে রয়েছে পাথরের বিরাট একটা উনুন। এক ধারে একটা রেফ্রিজারেটার রয়েছে। হেলগা রেফ্রজারেটার ভিতর থেকে খানিকটা গরুর মাংস বার করে বড় একটা ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে হেলগা নানা ধরনের বাসনপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল, বিরাট উনুনটায় বেশ জোরে আগুন জ্বলে উঠল। হেলগা রান্না করতে করতে আমায় বলল সে পশ্চিম বার্লিনের একটা অফিসে সেক্রেটারীর কাজ, করে হ্যানোভারে তার জন্ম; সে বেশ আরামের মধ্যে জীবনটা কাটাতে চায়।

তিন

রান্না যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হলঘরের বাইরে সে আমাকে ছোট একটি 'বার-এ নিয়ে এল। দুজনের জন্য দুগ্লাস মদ ঢালতে বলল। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে সে প্রাসাদটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে হেলগার নরম শরীরটা আমার গায়ে লাগছে; আমার শরীর গরম হয়ে উঠছে। প্রাসাদের দোতালার এবং তিনতালার প্রধান অংশে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর আছে। সিঁড়ি এবং দেওয়ালের গড়নটা মধ্যযুগীয়। দোতালায় একটা বড় ঘরে আমার নজর পড়ল—ঘরের মধ্যে আলমারিতে এবং ডেস্কের উপর থাক্ থাক্ বই সাজান রয়েছে। হেলগা বলল এটা তার কাকার পড়াশুনা করার ঘর। হেলগা প্রাসাদের বিভিন্ন ঘর দেখাচ্ছে আর নানা রকম টুকটাক কথা বলে চলেছে। হেলগা কিন্তু দোতালার বাঁদিকের তিনটে ঘর আমাকে দেখাল না কন্যা বলে আমাকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা ভালভাবে বন্ধ করা করছে। ঘর তিনটে কিন্তু আমার নজর এড়াল না। নীচে নেমে আমি হেলগাকে বললাম, যে আমি মদের কুঠুরীটা দেখতে চাই। হেলগা একটু দ্বিধা করল, তারপর সঙ্গে

সঙ্গে হেসে বলল, "ও হ্যাঁ চলো।"

পাথরের সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। কুঠুরীটায় বড় গোল কাঠের পিপে সারিবদ্ধভাবে গোল গর্ত্তের মধ্যে সাজানো রয়েছে। প্রত্যেকটা পিপের গায়ে তারিখ এবং মদের নাম লেখা রয়েছে। মদের কুঠুরীটা বেশ বড়। উপরে উঠতে উঠতে একটা জিনিস আমার মনে ধাক্কা দিল। কুঠুরীটায় কি যেন একটা গোলমাল আছে; গোলমালটা কোথায় বুঝতে পারলাম না। আমার মনটাই এইভাবে তৈরী; কোন কিছু গোলমাল দেখলেই নিজে থেকেই সজাগ হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে মদের কুঠুরীটা দেখতে স্বাভাবিক। তবুও কোথায় যেন একটু কিন্তু আছে। রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখলাম হেলগার রান্না শেষ।

হেলগা বলল, "জানো নিক্, তুমিই আমার একমাত্র পরিচিত আমেরিকান। আগে অনেক আমেরিকান টুরিষ্টকে আমি দেখেছি। তারা তেমন কিছু অসাধারণ নয়। কিন্তু তুমি অসাধারণ সুন্দর দেখতে।

আমি হাসলাম। মিথ্যা বিনয় আমার চরিত্রে লেখা নেই। হেলগা তার হাত দুটো মাথার পিছনে দিয়ে বুকটা উঁচু করল। খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল, "আমাকে দেখতে ভাল নয়?"

"তুমি শুধু দেখতে ভাল নও, সোনা; তুমি স্বর্গের অপ্সরী," আমি তাকে বললাম। হেলগা হেসে নীচু হয়ে প্লেটে খাবার সাজাতে লাগল।

"একটু পরেই তোমায় খেতে দিচ্ছি," সে বলল, "দুটো গ্লাসে অল্প মদ ঢালো; আমি এর মধ্যে টেবিল সাজিয়ে পোষাক পাল্টে আসছি।"

দ্বিতীয় দফা মদ খাওয়ার পর লম্বা টেবিলটার একধারে আমরা খেতে বসলাম। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে, বড় অগ্নিকুণ্ডটায় আগুন জ্বলছে। হেলগা কালো ভেলভেটের বোতাম লাগানো জামা পরেছে। বোতামের গর্ত্তগুলো সারিবদ্ধভাবে কোমর অবধি নেমে এসেছে। বোতামের গর্ত্তগুলো বেশচওড়া, গর্ত্তের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হেলগার জামার নীচে আর কোন পোষাক নেই। 'ভি' কাটের জামাটা কোনোরকমে হেলগার উদ্ধত বুকটা ঢেকে রেখেছে। কিন্তু ঐ রকম জিনিসকে কোনো জামা দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। হেলগা দু-বোতল চমৎকার দেশী মদ বার করল। তার কাকা নিজের আটর ক্ষেতের উৎপন্ন বেশীর ভাগ মদই বিক্রী করে দেয়, অল্প স্বল্প মদ নিজের খাওয়ার জন্য রেখে দেয়। খাওয়াটা বেশ চমৎকার হ'লে; তারপর কয়েক চুমুক মদ— দুজ'নের শরীরের মধ্যে একটা চনমনে ভাব। হেলগা আরও খানিকটা ব্রাণ্ডি ভিতরে চালান করে দিল। অগ্নিকুণ্ডের সামনে সোফায় দু'জনে বসে আছি। রাতের ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে বাড়ছে; প্রাসাদটা শীতে যেন জমে আছে; কিন্তু সামনের অগ্নিকুণ্ড থেকে ছড়িয়ে পড়া উষ্ণতা শরীরকে গরম রাখছে।

হেলগা জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা বিছানায় শোবার ব্যাপারে এখনও নাকি কুঁৎখুঁতে, এটা সত্যি?"

হেলগা বলল, "আমি শুনেছি, আমেরিকান মেয়েদের কোনো ছেলের সঙ্গে বিছানায় শুতে গেলে কোনো না কোনো অজুহাত দিতে হয় ; যেমন আমি তোমায় ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না—এইসব আর কি। ছেলেরা ও চায় মেয়েরা এরকম কিছু বলুক ; না হলে তারা মনে করে মেয়েটা একটা বেশ্যা।"

আমি হাসলাম হেলগা মা বলেছে তার বেশ কিছুটা সত্যি। হেলগা বলে যেতে লাগল কোনো মেয়ে যদি এরকম না করে তা'হলে কি সে বেশ্যা হয়ে যায় ?"

"না," আমি বললাম। "আমি অবশ্য আর পাঁচজন আমেরিকানের মত নই।"

"তা আমি জানি," হেলগার চোখ আমার মুখের উপর আটকে আছে। "না, তুমি আর পাঁচজন সাধারণ আমেরিকানের মত নও। তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমি অন্য কোনো লোকের মধ্যে পাইনি। তুমি খুব মিষ্টি হতে পার আবার ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।"

"তুমি তো আমেরিকান মেয়েদের অজুহাতের কথা বললে। তার মানে জার্মান মেয়েদের ঐসব ব্যাপারে কোনো অজুহাতের দরকার নেই ?"

"সে রকম কোনো অজুহাতের দরকার নেই," হেলগা আমার দিকে ফিরে বলল। কালো ভেলভেটের জামা ভেদ করে বুকটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। "আমরা এতক্ষণ অনেক আজে-বাজে কথা বললাম। এখন আমাদের দেহের ক্ষুধা এবং দেহের

প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হওয়ার দরকার। লুকোচুরি খেলে কোনো লাভ নেই। আমরা লোভকে লোভ বলে জানি, দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলে জানি, দেহের খিদেকে দেহের খিদে বলে জানি। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাচব না—এইসব ফালতু কথা বলে লাভ নেই।"

"তোমার তুলনা হয় না,' আমি বললাম। হেলগার চোখ দুটোয় কেমন যেন ঘোর লাগছে। আমার শরীর বেয়ে চোখ দুটো উঠছে নামছে। সামান্য ফাঁক করা ঠোঁট দুটো ভেজা, জিভটা মুখের ভিতর ঢুকছে আর বার হচ্ছে। হেলগা কি চায় বুঝতে পারলাম ; আমার শিরার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে চলল। আমি হাত বাড়িয়ে হেলগার ঘাড়ের পিছনটা ধরে আস্তে আস্তে তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম।

"যখন তোমার কোন ইচ্ছে হয়, হেলগা, তখন তুমি কি বল ?" আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম। হেলগার ঠোঁঠদুটো আর ও ফাঁক হয়ে গেছে ; আমার কাছে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে আমার গলা ধরল।

"আমি বলি—আমি তোমাকে চাই," সে খুব অস্পষ্ট স্বরে বলল। "আমিও তোমাকে চাই।"

হেলগা তার ঠোঁটদুটো আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল—নরম, ভেজা, কামনার, মসৃণ ঠোঁট। হেলগা মুখ ফাঁক করে জিভটা আমার জিভের সঙ্গে লাগালো। আমি আমার ডান হাতটা হেলগার জামার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম ; জামাটা সঙ্গে

সঙ্গে খুলে গেল। আমার হাতের তালুতে হেলগার বুকের নরম স্পর্শ পেলাম।

হেলগা ঠোঁট দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথাটা পিছন দিকে হেলাল, তার শরীরটা কেঁপে সোজা হয়ে উঠল—পা দুটো সামনে এগিয়ে এল। তার বুকের স্তন্তদুটো পাকা টুসটুসে, নরম, ধবধবে সাদা ; শীর্ষ দুটো সামান্য কালো রঙের ; আঙ্গুল ছোঁয়াতেই শক্ত উচু হয়ে উঠল। হেলগার সমস্ত পোশাকটাই খুলে গেল, সে পুরো-পুরি পোশাকের বাইরে চলে এল—ছোট্ট একটা বিকিনি ছাড়া তার শরীরে আর কিছু নেই। আমি নীচু হয়ে তার নরম উষ্ণ বুকের উপর মুখ নামিয়ে নিয়ে এলাম; হেলগা আর থাকতে না পেরে পা দুটো উঁচু করল। সামনে এগিয়ে এসে বুকটা আমার মুখের উপর ঠেলে দিল। তার হাত দুটো আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল। সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, মুখ দিয়ে আনন্দের দুর্বোধ্য শব্দ করছে; হাত দুটো দিয়ে সে একবার আমাকে চেপে ধরছে আর একবার ছেড়ে দিচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে জামা প্যান্ট খুলতে লাগলাম। হেলগা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, তার হাত দুটো আমার শরীর বেয়ে একবার উপরে উঠছে, পরক্ষণেই নীচে নামছে ; মুখটা আমার তলপেট চেপে রেখেছে। আমি ওর বুকের সম্পদ দুটো নিয়ে আস্তে আস্তে মোচড় দিলাম। হেলগা মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করল। আমি জিভটা তার বুক থেকে শুরু করে নীচের দিকে নামাতে লাগলাম, হেলগার সারা শরীর কাঁপতে লাগল,

চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে সে।

হেলগার পিছনটা বেশ ভারী চওড়া। আমি আমার শরীর দিয়ে হেলগার আবেদনে সাড়া দিলাম। হেলগার শরীরটা মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে গেল। তারপর তার শরীরটা একবার উঁচুতে উঠতে লাগল। আমার পিঠটা সে দু'পা দিয়ে আটকিয়ে ধরল। আমি যেন আকাশে উড়ে যাচ্ছে হেলগা ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, মুখ দিয়ে তৃপ্তির নানা রকম শব্দ করতে লাগল, গলার ভিতর দিয়ে চাপা আওয়াজ বের হতে লাগল। আমার হাতের নীচে তার বুকের স্পন্দ দুটো কাঁপছে আর ফুলে উঠছে। সে ঠোঁট দিয়ে আমাকে চুমু খাচ্ছে না, কাঁধ থেকে শুরু করে বুক অবধি চাটছে। তার শরীরের দোলানি আমাকে পাগল করে তুলল; আমিও আমার শরীর দিয়ে তাকে সুখ দিতে লাগলাম। চওড়া ভারী সোফাটা কেঁপে উঠল। তারপর হঠাৎ করে সে প্রচণ্ড জোরে আমাকে চেপে ধরল, পিঠে নখ বসে গেল; হেলগার শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। তার শরীরের ভিতর থেকে একটা কথা বেরিয়ে এল, "ওহ ভগবান।" হেলগা আস্তে আস্তে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, পা দুটো তখনও পিঠটা আটকে ধরে আছে; বুকটা ফুলে উঠছে। সে আমার একটা হাত নিয়ে বুকের এক অংশের উপর রাখল; তার নরম তলপেটটার কাঁপুনি আস্তে আস্তে থেমে গেল।

Boighar

আমি তার পাশে শুয়ে পড়লাম। যা ঘটে গেল তাতে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হ'ল। আমি যে চরম তৃপ্তি পেয়েছি সে

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; এবার যে আরাম আর উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছি তার কোনো তুলনা নেই—তবুও মনে হ'ল আমি যেন অতৃপ্ত রয়েছি। কি জানি, আমার মনে হ'ল হেলগাকে তৃপ্তির চরমে পৌঁছে দেবার কারণ আমি নই, বরং হেলগা-ই তার তৃপ্তির জন্য আমাকে ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয়বার হেলগার সঙ্গে মিলিত হয়ে দেখব আবার এই অদ্ভুত অনুভূতি হয় কিনা। অবশ্য কোন মেয়ের সঙ্গে প্রথমবার মিলিত হলে সঠিক তৃপ্তি পাওয়া যায়না—এর জন্য একটু সময় দরকার। কোনো মেয়ের কাছ থেকে পুরোপুরি আরাম পেতে গেলে জানতে হবে মেয়েটা কোন মুহূর্তে কিভাবে তার শরীর দিয়ে সাড়া দেবে। হেলগা নড়েচড়ে উঠে বসল, হাত দুটো মাথার উপর তুলল ; তার উঁচু, পরিপূর্ণ বুকের সৌন্দর্য দুটো বিনীত ভাবে নীচের দিকে নেমে এল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আমার ঘরে শুতে যাচ্ছি।"

"একা ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, একা।" সে নিস্পৃহভাবে স্বাভাবিক গলায় বলল।" কেউ পাশে থাকলে আমার ঘুম হয় না। "শুভরাত্রি, নিক্।"

সে আমার সামনে এগিয়ে এল ; ব্লাউজের একটা দিক মুখে চেপে ধরল, তারপর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল—ঘন ছায়ায় সাদা অশরীরীর মত। আমি ঘরের আগুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ; তারপরে যে ঘরে জামা-প্যান্ট ছেড়ে গা মুছে ছিলাম সেই ঘরের দিকে চললাম।

ঢাউস বিছানাটায় হেলগার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙ্গল। বিরাট প্রাসাদে, কবর খানার মত নিস্তব্ধতা। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল—মনে হ'ল সারা শরীরে ব্যথা। বিছানায় উঠে বসে কান পেতে শুনলাম—না কোনো শব্দ নেই, চারদিক নিস্তব্ধ। হয়ত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। তারপর আর কিছু ঘটেনি—বাকি সময়টা বেশ গাঢ় ঘুম হ'ল।

বিছানা থেকে উঠে হাফ্-প্যান্ট পরে গাড়ী থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ভর্ত্তি ব্যাগটা আনতে বের হলাম। দেখলাম ঘরের দরজাটা খোলা; আমি ভিতরে উঁকি মারলাম। হেলগা ঘুমোচ্ছে। চাদরটা কোমর অবধি নেমে এসেছে; বুকের চুড়ো-দুটো সাদা ধবধব করছে, সোনালী চুলের রাশি বালিশের উপর গোল হয়ে আছে। উপভোগ করার মত জিনিস বটে—আমি আবার ভাবলাম; যে কোনো লোকের আকাঙ্খার বস্তু।

দাড়ি কামিয়ে আমি আবার হেলগার ঘরের দিকে চললাম··· জাগাতে হবে ওকে। এই সময়েই বারান্দায় পালকটা পেলাম-লম্বা, বাদামী রঙের, কাল ফুট ফুট দাগ আছে। এই রকম পালক আগেও দেখেছি—কিন্তু কোথায়, কবে চিন্তা করতে লাগ-লাম। হেলগা এই সময় এসে হাজির হল—পরনে সূতির সেই ছাপা জামা। আমি পালকটা তাকে দেখালাম।

"সব রকমের পাখী এখানে আসে," সে বলল। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল তার মসৃণ গরম ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁট দুটোর উপর। তার হাত দুটো আমার কোমর বেয়ে

নীচে নামছে। "আমার ইচ্ছে এই ভাবে আমরা অনেকদিন থাকি," সে নীচু গলায় বলল। আমি পালকটা ফেলে দিয়ে তাকে কাছে টানলাম।

"আমারও তাই ইচ্ছে করছে," আমি বললাম। হেলগা হেসে সরে গেল; হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরল। হাত ধরাধরি করে আমরা উঠোনে রাখা ওপেলটার কাছে গেলাম। গাড়ীটা নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার সময় খেয়াল করলাম হেলগার মুখে হাসি লেগে রয়েছে- তৃপ্তির হাসি। এই হেলগা রুতেন একটা অসাধারণ জিনিস আমি আবার মনে মনে বললাম। পশ্চিম বার্লিনের দিকে গাড়ী চালাতে চালাতে আমি গত রাতের কথা ভাবতে লাগলাম। এই বারই প্রথম আমি অতিথি হিসাবে একটা প্রাসাদে রাত কাটালাম। হেলগা সব সময়ই কাকার কথা বলছিল- কিন্তু লোকটা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, একবার ভাবলাম নামটা জিজ্ঞেস করি। পরে মতটা পাল্টে নিলাম। সময়টা বেশ ভালই কাটল- শুধুশুধু কাকার নাম ধাম জিজ্ঞেস করে কি লাভ? আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে হক্ আমার সঙ্গে দেখা করছে। ভগবান জানে কোন্ কাজের ভার পড়বে। আমরা ঠিক সময়েই 'হেল্মস্তেদ্'-এ পৌঁছলাম। পশ্চিম জার্মানী থেকে অটোভান দিয়ে আসা সমস্ত গাড়ী এখানে পরীক্ষা করা হয়। আমার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। হেলগার কাছে পশ্চিম বার্লিনে থাকার পরিচয় পত্র আছে। অটোভান দিয়ে হেল্মস্তেদ থেকে পশ্চিম জার্মানী যেতে একশ'চার

মাইল উঁচু-নীচু রাস্তা পার হতে হবে। ছোট গাড়ীটার যত-টুকু ক্ষমতা তত জোরে চালালাম। যখন পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছ-লাম তখন গাড়ীর সমস্ত শরীরটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। এইখানে পূর্ব জার্মানীর পুলিশরা আর এক দফা আমাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল। পশ্চিম বার্লিনে ঢোকার পর হেলগা তার বাড়ীটা দেখাল—টেম্পলহফ্ বিমান বন্দর থেমে হেলগার বাড়ী বেশী দূরে নয়। গাড়ী থেকে নেমে সে আমার দিকে এল। ব্যাগ থেকে একটা চাবির রিং বার করল; একটা চাবি খুলে আমার হাতে দিল।

"তুমি যদি পশ্চিম বার্লিনে থাক," হেলগা বলল, নীল চোখ নিস্পৃহ, "তাহলে আমার ঘরে চলে এসো; হোটেলের চেয়ে কমই খরচা হবে।"

"যদি আমি থাকি, তাহ'লে ধরে রাখতে পার আমি আসছি, চাবিটা বুক পকেটে রাখতে রাখতে বললাম। পিছন ফিরে সে হাঁটতে লাগল, তার পিছনটা প্রতি পদক্ষেপে দুলছে। সাতাশ নম্বর আম ষ্ট্রিটে সে ঢুকল। আমি ওপেলটার ইঞ্জিন চালু কর-লাম—কুফুরস্তেদাম স্ট্রীটের দিকে গাড়ী ছোটালাম, পশ্চিম বার্লিনে এক্স-এর হেড কোয়ার্টার ওখানেই।

চার

আমার ভাড়া করা গাড়ীটার আর বিশেষ কোনো সামর্থ্য নেই ; ইঞ্জিনে ঘর্‌ ঘর শব্দ হচ্ছে। পশ্চিম বার্লিনের পঞ্চম সড়ক ধরে কুফুর্স্তেনদাম স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চললাম। হেলগার চিন্তা মাথায় আর আসছে না। এখন আমি পুরোপুরি এজেন্ট নাম্বার থ্রী। বহুদিনের অভ্যেসের জন্য হোক বা যান্ত্রিক অভ্যাস বশতঃই হোক, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল আমাকে—পিছনে বিপদ আসছে। আমি সামনের আয়নায় চোখ ফেললাম কারা যেন আমাকে অনুসরণ করছে। সামনে জমাট বাধা গাড়ীর সারি। প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে আমি একটু সময় বার করে আয়না দিয়ে দেখলাম—আমার তিনটে গাড়ীর পিছনেই 'ল্যান্সিয়া'টা আসছে। ইস্পাত রঙের, মজবুত, ১৯৫০ সালের মডেল। অতি সহজেই একশ' মাইল বেগে ছুটতে পারে। এখানকার তৈরী গাড়ী এই ১৯৫০ সালের মডেলের গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। আমি কয়েকটা বাঁক পার হলাম। আমার সন্দেহ ঠিক—ল্যান্সিয়টা পিছন পিছন আসছে, সুন্দর ভাবে অনুসরণ করছে, কয়েকটা গাড়ীর পিছনে—যাতে কেউ সন্দেহ না করে। ওরা জানেনা আমার খুব সহজেই সন্দেহ হয়—আমার

মনটা স্বভাবতঃই সন্দেহ প্রবন।

আমি অবাক হলাম—ওরা কিভাবে এত তাড়াতাড়ি আমার পিছু নিল। একটু চিন্তা করেই বুঝতে পারলাম ওরা বেশ কয়েক জায়গাতেই আমাকে দেখে থাকতে পারে।—যখন পূর্ব জার্মানীতে ঢুকছিলাম, কিংবা পশ্চিম জার্মানীর চেক পয়েন্টে, কিংবা ফ্রাঙ্ক-ফুর্টে যখন 'ওপেল'টা ভাড়া করছিলাম। এখন অবাক হবার আর কিছু নেই। লোকগুলোর ক্ষমতা আছে বটে। বিভিন্ন জায়গায় জাল বিছিয়েছে ভাল; লোকগুলো যে ভীষণ নিষ্ঠুর আর চৌকশ তার পরিচয় তো আগেই পেয়েছি। এরা এখন আমার পিছু নিয়েছে আমার পিছন পিছন এসে পশ্চিম বার্লিনে 'এক্স'-এর হেডকোয়াটারটা কোথায় তা' জেনে নেবে। আমি রেগে তাদের উদ্দেশে বললাম - বন্ধুগণ, ঐ কাজটি আমি কিছুতেই করছি না; এক্স-এর সঙ্গে দেখা হোক আর না হোক।

চক্রাকারে এগিয়ে যাওয়া গাড়ীর সারির মধ্যে ছোট ওপেলটা ঢুকিয়ে দিলাম; দুবার পাক খেলাম তারপর সরু রাস্তায় পড়লাম। ল্যান্সিয়াটাকে তাড়াতাড়ি মুখ ঘোরাতে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে গলির রাস্তাটা ধরতে পারল না। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তাড়াতাড়ি বাঁকটা পার হয়ে পরের বাঁকটা ধরলাম। শুনতে পেলাম ল্যান্সিয়াটার ঢাকা সরু বাঁকে আর্তনাদ করে উঠছে। রাস্তাটা সামনে যদি এরকম সরু আর আকা বাঁকা হয় তবে ওদের চোখে ধুলো দিতে পারব; কিন্তু সামনে তাকিয়ে হতাশ হলাম। সামনের রাস্তাটা চওড়া; একদিকে সারি দেওয়া দোকান আর

একদিকে সার সার লরী থাকার ডিপো। আয়নায় দেখলাম পিছু নেওয়া গাড়ীটা আমার গাড়ীর ঠিক পিছনে। এখন আর লুকো-চুরির কোনো ব্যাপার নেই। ওরা জানে আমি বুঝতে পেরেছি যে ওরা আমাকে অনুসরণ করছে। ওদের গাড়ীটা জোরে ছুটে আসছে; দুটো গাড়ীর দূরত্ব কমে আসছে। ওদের ভারী; মজবুত গাড়ীটা আমার ঝরঝরে গাড়ীটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। লোকে ভাববে এটা একটা দুর্ঘটনা।

আমার গাড়ীটা যত জোরে যাচ্ছে তার চেয়ে শব্দ করছে বেশী। সরু কোনো রাস্তায় ঢুকে পড়ার উপায় নেই - পিছনের গাড়ীটা খুব জোরে এগিয়ে আসছে হঠাৎ দেখলাম দুটো ডিপোর মাঝে ছোট একটু ফাঁক। আমি গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে ফাঁকের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিলাম—গাড়ীর চাকা আর্তনাদ করে উঠল। গাড়ীর সামনের অংশটা একটা ডিপোর মাল ভর্ত্তি করার প্ল্যাট ফর্মের গায়ে ধাক্কা মারল বেশ খানিকটা গর্ত্ত হয়ে গেল—যাহোক এটুকু ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে তো পেরেছি। কিন্তু পিছনের গাড়ী-টার থামার শব্দ তো পেলাম না। আমি চিন্তিত হলাম। ছোট ছোট রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়তে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ইস্পাত রঙের গাড়ীটা খানিকটা দূরে আমার মুখো-মুখি এগিয়ে আসছে। ওদের আর একটা সুবিধে আছে—ওরা পশ্চিম বার্লিনের রাস্তা-ঘাট আমার চেয়ে ভাল চেনে।

আমি আর একটা বড় রাস্তায় পড়লাম। দেখলাম গাড়ীটা আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি বড় রাস্তার পাশ থেকে বেরিয়ে

যাওয়াই সরু রাস্তার দিকে গাড়ী ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাতে সময় খুব কম। ল্যান্সিয়াটা প্রচণ্ড গতিতে আমার উপর এসে পড়বে। আমি গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ভারী গাড়ীটা এসে পিছনে ধাক্কা মারল। ছোট্ট ওপেলটা লাট্টুর মত বন বন করে পাক খেতে লাগল। ধাক্কা মেরে ল্যান্সিয়াটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ব্রেক চেপে গাড়ীটা আবার পিছিয়ে এল। ইতিমধ্যে ঘুর্নি থামিয়ে আমি বড় রাস্তা পার হয়ে পাশের সরু রাস্তায় গাড়ী ঢুকিয়ে দিলাম। ল্যান্সিয়াটা ও আবার আমার পিছু নিল। গাড়ীর আরোহীদের দিকে তাকাবার সময় পেলাম না—তবু মনে হ'ল গাড়ীর মধ্যে চারজন আছে।

সরু রাস্তাটা দিয়ে বার হয়ে খোলা বাজারের মধ্যে পড়লাম। একে বেঁকে ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। সামনের একটা চৌকোনো বড় বাড়ীর সামনে এসে জোরে ব্রেক করমাম পিছনে তাকিয়ে দেখলাম ল্যান্সিয়াটা প্রচণ্ড গতিতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ধাক্কাটা লাগার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি ড্রাইভারের সীটের উল্টো দিক দিয়ে নীচে লাফ দিয়ে গড়াতে লাগলাম। তাকিয়ে দেখলাম আমার গাড়ীটা চ্যাপ্টা হয়ে একটা দোকানের লোহার দরজার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ল্যান্সিয়াটার দিকে তাকালাম- সামান্য একটু দুমরে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি।

চৌকোনো বড় বাড়ীটার ছোট্ট ইস্পাতের দরজাটা আমার চোখে পড়েছিল। তারা আমার দিকে প্রথমবার গুলী ছুড়তেই

আমি গড়াতে গড়াতে কাঁধ দিয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিলাম। দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢোকার আগে পিছন ফিরে দেখলাম, আমার অনুমানই ঠিক—হালো ওরা চারজন আছে। হুড়মুড় করে চারজন গাড়ী থেকে নেমে আমার দিকে আসছে। আমি পিস্তলটা বার করে একটা গুলী করলাম—ওতেই কাজ হ'ল। ওরা একটু থমকে গেল—চারজন চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি এই অবসরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বাড়ীটাকে মনিহারী দোকান না 'কোল্ড স্টোর' বলাই ভাল। ভিতরটা আবছা অন্ধকার। সারি সারি ভাবে ঝুড়ি, বস্তা, বাক্স জড়ো করা আছে। ইস্পাতের মই বেয়ে পাশের ঘরগুলোতে যাওয়া যায়—সেখানে আরও বস্তা, ঝুড়ি থাক্ থাক্ করা রয়েছে—সবগুলো ঝুড়ি, বস্তা, বাক্স নানা জিনিসে ভর্তি। আমি চাচ্ছিলাম এই বাড়ীটার ভিতর দিয়ে দৌড়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার মত কোনো রাস্তা নেই। আমি লোকগুলোর পায়ের শব্দ আর গলা পেলাম। একসারি ঝুড়ির পিছনে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমাকে খোঁজার জন্য চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি শুনতে পেলাম একজন অসাবধান ভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এক গুলিতেই শেষ করা যাবে ওটাকে। যখন গুলি করতে যাব ঠিক তখনই আমার পায়ের নীচে মেঝের কাঠ ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল। লোকটা ঘুরে আমার দিকে তাকাল। কোনো বিরাট চেহারার জার্মান বা রাশিয়ান নয়—বেঁটে, কালো বাঁকানো নাক, কালো চুলওয়ালা একজন গুণ্ডার

মতন লোক। লোকটা ডানহাত দিয়ে কোমর থেকে তার পিস্তলটা টেনে বার করল। আমি আর দেরী না করে ডান হাতে তার মাড়ির গোড়ায় মোক্ষম একটা ঘি চালালাম। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল কিন্তু পড়ার আগে পিস্তল থেকে গুলীটা বেরিয়ে গেল—সমস্ত বাড়ীটা গুলীর প্রতিধ্বনিতে ভর্তি হয়ে গেল।

বাকি তিনজন আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। ঝুড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে তৈরী রাস্তার মধ্যে আমি বসে পড়লাম ডিগবাজী খেয়ে আর একটা ঝুড়ির রাস্তা পার হয়ে তিন নম্বর থাকের পেছনে লুকোলাম। শুনতে পেলাম বাকি তিনজন মুখ থুবড়ে পড়া লোকটাকে দাঁড় করালো, তারপর বারান্দা দিয়ে পিছন দিকে চলে গেল—যাতে আবার তারা নতুন করে সামনে এগিয়ে আমার খোঁজ করতে পারে। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম পিছু হটে লাভ নেই—পিছনে লুকাবার নেই, দৌড়ে পালাবারও উপায় নেই। আমার সামনের ঝুড়িগুলো থাক্ থাক্ ভাবে সিঁড়ির মত করে সাজানো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে নীচের ঝুড়িটা ধরলাম, তারপর একেবারে ঝুড়িগুলোর মাথার উপরে উঠলাম। আমি সামনে উঁকি মেরে বারান্দার দিকে তাকালাম। চারজন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। চারজনের মধ্যে দুজন লম্বা-চওড়া, মজবুত চেহারার, মাথায় সোনালী চুল; বাকি দুজন বেটে-খাটো, মাথায় কালো চুল।

গোলাগুলি চালিয়ে চারজনের সঙ্গে আমি একা পারব না। ঝুড়ির উপর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই ঝুড়িটা শব্দ করে উঠল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে চারজনের দিকে তাকালাম। একজন ঠিক ঝুড়িগুলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুড়িগুলো থেকে লোকটার দূরত্ব চারফুট। একটা চেষ্টা করে দেখা যাক না। লোকগুলো হয়তো হতচকিত হয়ে পড়বে—এটাই তো আমি চাই। ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কয়েকটা সেকেণ্ড আমার দরকার।

আমি উপরের ঝুড়িটায় জোরে ধাক্কা মারলাম। ঠিক জায়গামত ঝুড়িটা পড়ল। কিন্তু পড়ার আগে যে মড়্‌মড়্‌ শব্দ হ'ল তাতে নীচের লোকটা সতর্ক হয়ে মাথা নীচু করে একধারে সরে গেল। তবুও ঝুড়িটা লোকটার কাঁধে ধাকা মেরে নীচে পড়ল—কাঁধটা ধরে লোকটা যন্ত্রনায় মুখ বেঁকিয়ে মেঝেতে পড়ল। আমি লাফ মেরে পাশের ঝুড়ির সারিতে উঠলাম। বাক্স, বস্তা, ঝুড়ির উপর দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় বেশ শব্দ হতে লাগল শব্দ যাতে না হয় তার কোনো চেষ্টাও করলাম না এখন গতিই আমার একমাত্র বাঁচার উপায়। ঝুড়ির থাক্‌ বেয়ে মেঝেতে নামলাম, তারপর দরজার দিকে ছুট্‌তে লাগলাম ওরাও আমাকে তাড়া করছে। ওরা দরজার কাছে পৌছাবার আগেই আমি রাস্তায় নেমে এলাম। কিছু লোক দোমড়ানো-মোচড়ানো ওপেলটাকে দেখছে—একটু পরেই হয়ত পুলিশ এসে হাজির হবে।

আমি রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম তিনজন আমাকে ধাওয়া করছে। আমি ভেবে নিলাম

—খোলা বাজারের মধ্যে ঢুকে লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাব। এই সময়েই মেয়েটার দিকে নজর পড়ল। মেয়েটা একহাত ভর্তি মুদিখানার মাল কিনে মার্সিডিস ২৫০ এস, এল, টাতে উঠতে যাচ্ছে। এটাইতো আমি চেয়েছি। মার্সিডিসটা যদি কোনো রকমে হাতাতে পারি তবে ল্যান্সিয়াটাকে হারিয়ে দিতে পারব। একপলকে দেখলাম মেয়েটা লম্বা বেশ সুন্দর, পরণে হাল্কা ধূসর রঙয়ের সোয়েটার আর স্ল্যাকস্। ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে মেয়েটা যখন ভিতরে ঢুকতে যাবে তখনই আমি সেখানে পৌঁছলাম। আমি মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে স্টিয়ারিং-এর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজে সেখানে বসলাম মেয়েটার বাদামী রঙয়ের চোখে ভয়ের ছিপ ফুটে উঠল।

"চুপচাপ বসে থাক," আমি ধমকে উঠলাম। "তোমার কোনো ক্ষতি করব না।" যদি বিশেষ দরকার না হয়—আমি মনে মনে বললাম, আরে আমি তো ইংরেজীতে কথা বলছি সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে কথাগুলো অনুবাদ করতে লাগলাম।

মেয়েটা বাধা দিল, "যাক আমি ইংরাজী বুঝি, কিন্তু এটা কি হচ্ছে?"

আমি ইঞ্জিনটা চালু করে দিলাম। ইঞ্জিনটার শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম এ গাড়ী পংক্ষীরাজের মত উড়ে যাবে।

আমি বললাম, "কিচ্ছু না।" মার্সিডিসটা লোক তিনটের দিকে সোজা চালিয়ে দিলাম। তারা ছিটকে গিয়ে ল্যান্সিয়াটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তারপর ল্যাসিয়াটা গর্জে উঠে পিছু

নিল।

"এক্ষুণি গাড়ী থামাও" মেয়েটা কর্কশ গলায় বলল।

মার্সিডিসটা দু'চাকার উপর কাৎ করে একটা বাঁকের দিকে চালিয়ে দিয়ে বললাম, "দুঃখিত গাড়ীটা থামানো এখন সম্ভব নয়

"তুমি জার্মান নও," মেয়েটা বলল। তুমি তো আমেরিকান তুমি পালাচ্ছ কেন? তুমি কি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছো?

"না, সে সব কিছু নয়," আর একটা বাঁক অতিক্রম করে বললাম। "কিন্তু এখন প্রশ্নোত্তরের সময় নয় সোনা। চুপ করে বসে থাক।"

মেয়েটা পিছন ফিরে পিছু নেওয়া ল্যান্সিয়াটা দেখল। সামনে খোলা রাস্তা পেয়ে আমি অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলাম—রকেটের গতিতে গাড়ী এগিয়ে চলল। আমার মুখে হাসি ফুটল।

"যাক, মুখে তা'হলে হাসি ফুটেছে" মেয়েটা অন্তরঙ্গ ভাবে বলল। "কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাকে নিয়েই বা কি করবে।

"কিছু করব না। আরাম করে বসো," আমি বললাম।

"আর তুমি মেজাজে গাড়ী চালাও," মেয়েটা বলল। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর। কথাবার্তায় একটু উদ্ধত ভাব, মুখে আত্মতৃপ্তির চিহ্ন। সোয়েটারের তলায় বুকটা ঠেলে উঠেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কোথা থেকে সে আমেরিকানদের হাবভাব শিখেছে—এই সময়ই পিছনের গাড়ী থেকে একটা গুলি

মার্সিডিসের ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল।

"নীচু হও," আমি চিৎকার করে বললাম। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মেঝেতে নীচু হয়ে বসল।

"আরাম করে বসার এই কি নমুনা?" সে বলল।

"আমি ও খুব একটা আরামে নেই," আমি উত্তর দিলাম। গাড়ীটা আর একটা বাঁক অতিক্রম করল। মেয়েটা তেমন সহজ পাত্র নয়। গাড়ীর নীচ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। আর একটা গুলি ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। পিছনে ধাওয়া করা লোক গুলো বুঝতে পেরেছে আমাদের ধরা তাদের সাধ্য নয়। তারা আমাকে এখন থামাতে চায় সামনের রাস্তাটা চওড়া বাঁক নিয়েছে তাকিয়ে দেখি অন্তত; ছটা রেল লাইন রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে– ঐ লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে দুটো ট্রেন চলে। উল্টোদিক দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের একটা ট্রেন তীব্র গতিতে চলে গেল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি বুঝতে পারছিলাম পিছু নেওয়া লোকগুলোকে গতিতে হারাতে পারব না রাস্তায় প্রচুর বাক লোকজন গাড়ী রয়েছে। চওড়া রাস্তা না হলে আমি ওদের হারাতে পারব না– কিন্তু সামনে চওড়া রাস্তা আর নেই। কিন্তু অন্য আর একটা জিনিস আমি করতে পারি। তবে প্রথম কাজটা হলো দুটো গাড়ীর মধ্যে দূরত্ব বাড়ানো। মার্সিডিসটা আরও জোরে চালালাম— আকাবাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল– খুব সামান্যর জন্য গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগছে না, এক আধ ইঞ্চি ফাক থাকছে অন্য গাড়ীর সঙ্গে আমার গাড়ীর। মেয়েটা

শক্ত হয়ে নীচে বসে আছে।

"কেন তুমি ধরা দিচ্ছ না? সে জিজ্ঞেস করল। প্রাণটা তো অন্ততঃ বাচবে। যে ভাবে গাড়ী চালাচ্ছো তাতে দুজনকেই মরতে হবে দেখছি।"

"আমি যা বলছি তা-ই কর, তাহলে আর তোমার কিছু হবে না আমি বললাম তাকে। আমার পাশের রেল লাইন দিয়ে একটা একপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে ট্রেনের গায়ে লেখা—বার্লিন হামবুর্গ স্লেলিযুগ। ট্রেনটা দ্রুত গতি সম্পন্ন। ট্রেনটাকে হারতে হলে মার্সিডিসের গতিকে ঘণ্টায় একশ' মাইলের বেশীতে তুলাত হবে। পিছনে ল্যান্সিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না; তবে আমি নিশ্চিত তারা আমার পিছু ছাড়েনি। সামনে লেভেল ক্রসিং দেখা যাচ্ছে—মাইল খানেক দূরে হবে। মার্সিডিসটাকে আর আরো জোরে চালালাম; স্পিডমিটারের কাটাটা একশ পনেরোর ঘরে উঠে এসেছে। আমারা লেভেল ক্রসিং এর কাছে চলে এসেছি; পিছনে তাকিয়ে হামবুগ এক্সপ্রেস ট্রেনটা দেখলাম। "সীটে উঠে বসো" আমি চেচিয়ে বললাম। মেয়েটা উঠে বসল। "যখন আমি বলব তখন তুমি দরজা খুলে ঝাপ দেবে, তার পর রেললাইন পার হয়ে জোরে দড়তে থাকবে। শোনো খুকুমনি, যদি কিছু তুলচুক কর তবে জীবনে আর কোন প্রশ্ন তুমি আমাকে করতে পারবে না। বুঝেছ্যে?

সে কোন উত্তর দিল না। পিছনের এক্সপ্রেস ট্রেনটা দেখল তারপর সামনের লেভেল ক্রশিং এর দিকে তাকাল। আমরা

লেভেল ক্রশিং-এ এসে গেছি ; প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চেপে ক্রশিং-এর উপরে গাড়ী থামালাম। ট্রেনটা মাত্র একশ ফুট দূরে, দৈত্যের মত এগিয়ে আসছে—থামার কোনো সম্ভাবনা নেই।

"লাফ মারো" আমি চিৎকার করে বললাম। মেয়েটা দরজা খুলে অদৃশ্য হ'ল। আমি একটা ডিগবাজি দিয়ে গড়াতে লাগলাম মেয়েটা উঠে দাঁড়ানোর আগে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে দাঁড় করালাম, তারপর একসঙ্গে ছুটতে লাগলাম রেল লাইন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক্সপ্রেস ট্রেনটা মার্সিডিসটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ; তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মার্সিডিসটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মেয়েটা কেঁদে উঠল, "আমার গাড়ী

"আমি তোমাকে নতুন একটা কিনে দেব," তার হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে নিতে নিতে বললাম। ইতিমধ্যে ল্যান্সিয়াটা ঐ জায়গায় এসে পৌঁচেছে। আরোহীরা বিশ্বাস করল আমি ট্রেনের গতি ঠিক বুঝতে না পেরে ক্রশিং পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছি। এতক্ষণে আমার দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমি প্রাণ খুলে হাসলাম—বোকা বানিয়েছি ব্যাটাদের। তারপর মেয়েটার হাত ধরে কিছু দূর এগিয়ে সরু রাস্তার মধ্যে ঢুকলাম। জ্বলন্ত গাড়ীটা সরিয়ে লেভেল ক্রশিংটা ফাঁকা করতে ওদের বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালাম। খুব

জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গাড়ী থেকে লাফ দেবার সময় যে দিকটা রাস্তায় পড়েছিল মুখের সেই দিকটা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে মেয়েটাকে ভাল করে দেখার এই প্রথম সুযোগ পেলাম। সুন্দর উঁচু বুকের রেখাদুটো আর ধুসর রঙের স্ল্যাকসের মধ্যে লম্বা নমনীয় পা দুটোর প্রশংসা করলাম। মেয়েটা কিন্তু সেই একই রকম ঠাণ্ডা গাম্ভীর্য্য ভরা বাদামী রঙের চোখ দিয়ে আমাকে জরিপ করছে।

"তুমি আর যা-ই হও না কেন, কোনো পলাতক সেনা নও,"

"তোমার মাথা খুব একটা ভোতা নয়," আমি বললাম।

"তুমি কে? সে জিজ্ঞেস করল," "গুণ্ডা নাকি?"

"আমি ভ্রূ কুচকে বললাম," তুমি তো আমেরিকানদের মত চলতি ভাষা ভালই বলতে পার।"

"আমি প্রচুর আমেরিকান সিনেমা দেখি" সে নরম স্বরে বলল।

"তুমি যদি তোমার নাম আর ঠিকানাটা দাও, তাহলে গাড়ীর দামটা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি; আমি বললাম।

"যা ঘটে গেল আমি তা বিশ্বাস করতে পারছি না, যদিও এই ঘটনার আমি একজন অংশীদার। তুমি গাড়ীর দাম দেবার কথা বলছ; কিন্তু কেন তুমি তোমার পরিচয় দিচ্ছনা আর কেনই বা এইসব করলে তুমি?

সে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, "কেন তুমি পরিচয় দিচ্ছনা তা আমি একদম বুঝতে পারছি না; আবার তোমাকে

অবিশ্বাসও করতে পারছি না।"

"আমার মুখটা খুব সরল তাই না? আমি তারদিকে তাকিয়ে হাসলাম।"

"না, তোমার মুখটা মোহময়," সে বলল। "তুমি প্রতিশোধ পরায়ন দেবদূত হতে পার আবার সাংঘাতিক একটা চোরও হতে পারো।"

"তুমি বার করার চেষ্টা কর আমি কি," আমি বললাম।

"নাও এখন তোমার নাম-ধাম বল; আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে;

"আমার নাম লিসা,—হাফম্যান," মেয়েটা বলল। "গাড়ীটা আমার মাসীমার। আমি তার কাছে বেড়াতে এসেছি। তুমি যদি আমাকে গাড়ীর দাম দাও, আমি তা মাসীমাকে দিয়ে দেব। আমার ঠিকানা কাইজারতান অট।"

'এবার গাড়ীর দামটা বল।"

"পাঁচ হাজার পাঁচশ ছেচল্লিশ ডলার," সে শান্ত ভাবে বলল "গাড়ীটা একেবারে নতুন ছিল।"

আমি হাসলাম। একরকম শান্ত, সংযত চোখে দেখার জিনিসের সঙ্গে আমাকে আবার যোগাযোগ করতে হবে। তার শেষ কথাটা আমাকে ভীষণ অবাক করল।

"আর মুদিখানা যে জিনিস কিনেছিলাম তার দাম নয় ডলার ত্রিশ সেন্ট," সে শেষ করল।

"লিসা সোনা," আমি হেসে বললাম, "যদি পারি আমি নিজে গিয়েই তোমাকে দাম দিয়ে আসব," রাস্তা দিয়ে একটা

খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটা থামালাম।

আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করলে আমি জানালা দিয়ে লিসার দিকে হাত নাড়ালাম। লিসা কিন্তু হাত নাড়াল না। উঁচু বুকের উপর হাতদুটো আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লিসা হাত নাড়ালে আমি বরং হতাশতই হতাম।

পাঁচ

পশ্চিম বার্লিনে এক্স-এর হেড্ কোয়ার্টারে এমন কায়দায় রয়েছে যে উপর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। এর আসল উদ্দেশ্য ওর সঙ্গে জড়িত মাত্র দুজন লোকের জানা। তাছাড়া বিশেষ সাবধানতার জন্য নয় মাস অন্তর জায়গা পরিবর্তন করা হয়, সমস্ত শীর্ষস্থানীয় এজেন্টদের এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করা হয়। তাছাড়া সাংকেতিক ভাষা, পরিচয় পত্র ও জানিয়ে দেওয়া হয়। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে আমি ছিমছাম অফিস বাড়ীটার উপর থেকে নীচ অবধি দেখলাম। একাধারে দেওয়াল সারিবদ্ধ ভাবে নেমপ্লেট এবং বিজ্ঞাপন রয়েছে। সব শেষের নামটায় আমার চোখ আটকে গেল—বার্লিন ব্যালে স্কুল। ছোট অক্ষের ওর তলায় লেখা রয়েছে—ডিরেক্টর-হেড্ ডক্টর প্রেলহস।

আমি হাসলাম। এটা নিশ্চয়ই হোই প্রেলার-এর নাম। হোই হল সমস্ত ইউরেপে এক্স-এর হেড্ কোয়ার্টারের রক্ষণাবেক্ষনের ভারপ্রাপ্ত। সে এ ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী। আগেও আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে আমি সিঁড়ি বেয়ে বড়, খোলামেলা চকচকে ষ্টুডিওর মধ্যে ঢুকলাম। ষ্টুডিওর মধ্যে জনাপনেরো

বারো বছর থেকে কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে ব্যাবে নাচ অনুশীলন করছে। চারজন যুবতী দুজন শিক্ষিকা একজন শিক্ষিকাকেও দেখালাম। প্রত্যেকেই যে যার কাজে মগ্ন। সবার অলক্ষে আমি ঢুকলাম; মাথা ভর্তি বাদামী চুল, এক কোনে ডেস্কে বসা, একজন মহিলা শুধু আমাকে দেখতে পেল; ইশারা করে সে ডাকল আমায়। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম।

"হের্ ডক্টরের সঙ্গে আমায় একটা বিশেষ কাজ আছে," আমি বললাম। ম্যাগাজিনে এই নাচের স্কুলের গল্পটার জন্য এসেছি।" আমি খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথা বললাম। জার্মানরা তাদের পদবী সম্পর্কে খুব সচেতন। যদি হের্ ডক্টর নাম হয় তবে হের্ ডক্টর নামে ডাকাই ভাল।

মহিলা ফোন তুলে একটা বোতাম টিপল, কার সঙ্গে যেন কথা বলল। তারপর হেসে আমার দিকে তাকাল।

"সোজা ভিতরে চলে যান," সে বলল। "অন্য ভদ্রলোকটি ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিও থেকে আগেই এসে গেছেন; দ্বিতীয় দরজা দিয়ে নীচের দিকে যান।"

তার চাউনি বরাবর আমি স্টুডিওর মধ্য দিয়ে তাকিয়ে অন্য-দিকে ছোট একটা বারান্দা দেখতে পেলাম। নৃত্যরতা মেয়েদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে বারান্দায় গিয়ে দ্বিতীয় দরজাটা দেখতে পেলাম। ঐ দরজা দিয়ে ছোট একটা অফিসে ঢুকলাম। ঘরের দরজা আর ছাদের দিকে একপলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম এই ঘরের কথাবার্ত্তা বাইরে থেকে শোনা যাবে না। হুক্ একটা

পুরু টপদীর চেয়ারে বসে আছে আর হোই প্রেলার ছোট কাঠের ডেস্কের উপর বসে আছে। দু'শব্দ বিশিষ্ট হকের প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল সে এই জগতে বেশ অভিজ্ঞ এবং যথেষ্ট বিচলিত হয়েছে।

"কি হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করল। আমি মাথা নেড়ে হোইকে অভিবাদন জানালাম; প্রত্যুত্তরে সে হাসল। তার চোখ দুটোতেও ভয়ের ভাব মাখানো।

"কারা যেন আমার পিছু নিয়েছিল, আমি হক্‌কে বললাম। "এত তাড়াতাড়ি?" সে জিজ্ঞেস করল। রিমলেস চশমার মধ্যে তার ধুসর চোখ দু'টোতে পলক পড়ছে না। তবে তার গলা শুনে বুঝা গেল সে অবাক হয়েছে।

"আমি নিজেও তাই ভেবেছি।—এত তাড়াতাড়ি কি করে তারা আমার খোঁজ পেল?"

"তাদের চোখে ধুলো দিয়েই তুমি এখানে এসেছো নিশ্চয়ই?

"না, তারা আপনার সাথে দেখা করার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি তাদের বলেছি যে আপনাকে নিয়ে আমি বাইরে আসছি।"

হক আমার ঠাট্টার জবাব দিল না। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কিভাবি তাদের চোখে ধুলো দিলে?"

"তারা ভেবেছে আমি বার্লিন হামবুর্গ এক্সপ্রেস ট্রেনটার গতি ঠিক বুঝতে না পেরে তার তলায় চাপা পড়েছি।" আমি অল্প কথায় ঘটনাটা বললাম। হক্ মনোযোগ দিয়ে শুনলো। আমি বলা শেষ করতে হক বলল, "অল্পের জন্য বেচে গেছ, নাম্বার থ্রী।"

"সত্যিই তাই," আমি একমত হলাম। আমি জানতে চাই কোথায় ওরা আমার খোঁজ পেল।"

"আমিও তাই চাই," হক বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি কেমন করে তারা টেড ডেনিসনের পিছু নিয়েছে। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না তোমার খোঁজ তারা কেমন করে পেল! এর জন্য আমি দুশ্চিন্তায় আছি, নাম্বার থ্রী।

"আমার মনেও খুব একটা শান্তি নেই, "আমি মন্তব্য করলাম। আমি দেখলাম হোই প্রেলার হাসি ছাপচে। হকের ধূসর চোখ দু'টো কিন্তু জ্বলে উঠলো না।

"বসো নিক," সে বলল। "এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু খবর পেয়েছি সেটুকু তোমায় বলি। যখনই এ সম্বন্ধে ভাবি তখনই অস্থির হয়ে উঠি—ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। হেনরিখ ড্রেইসিগ নামটা সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান?"

রোজ খবর কাগজ পড়ে যতটুকু জানা যায় ততটুকুই জানি।

"জার্মানীর নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা সে," আমি বললাম। "এই রাজনৈতিক দলটার নাম হচ্ছে 'নিউ স্তাদ হেরেনভোক পার্টি'। সংক্ষেপে এন, এস, এইচ।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। ইংরেজী করলে পার্টিটার নাম হচ্ছে 'দি নিউ স্টেট পিপলস পার্টি'।"

"এই পার্টি সম্বন্ধে আর একটু শোন" হক বলে যেতে লাগল। এই পার্টি এবং হেনরিখ ড্রেইসিগ প্রথম ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ একদিন তারা খবরের শিরোনামায় উঠল। গত

নির্বাচনে তারা বেশ ভালোই প্রচার চালালো। এমন প্রচার চালালো যে 'বুন্দেসতাতে'' চল্লিশটা আসনে তারা জয়ী হল। উপর থেকে মনে হয় তেমন একটা কিছু হয়নি; কিন্তু চারশ নিরানব্বইটা আসনের মধ্যে চল্লিশটা আসন পাওয়া মানে হল শতকরা দশভাগ। যে দলটা আগে মাত্র তিনটে আসন পেয়েছিল তাদের কাছে এটা একটা বিরাট জয়। তোমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার যা জ্ঞান আছে তা থেকে বলতো ব্যাপারটা কি হবে?

আমি বললাম, লুঠতরাজ, ডাকাতি, টাকা-পয়সা যোগাড়ের চেষ্টা।''

''ঠিক বলেছ,' হক বলল। এরপর থেকেই হেনরিখ ড্রেইসিগ তার দলের সদস্য সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলল্য দলের প্রচার আরও জোরদার করল; ড্রেইসিগ দেশীর ভাগ সময় রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়া চলল: দেশের মধ্যে তার ভাবমূর্তি উজ্জল করে তুলল। সর্তি কথা বলতে কি, কয়েকটা কারণে আমরা ড্রেইসিগ্, এবং তার এন, এস, এইচ, কে ভয় পাচ্ছি। আমরা জানি তাদের মাথায় এক নাৎসী ভাবধারা রয়েছে। আমরা জানি তারা খুব জাতীয়তাবাদী। তারা হঠাৎ এমন কিছু করে বসবে না যাতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। আর এও জানি ইওরোপ রাশিয়া এবং আমাদের মধ্যে এবং পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে তা তারা নস্ট করে দিতে পারে। কিন্তু একটা শক্তিশালী আধুনিক নাৎসী ভাবধারাসম্ব-

লিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হলে ভয়, সন্দেহ এবং ভুল বোঝা-বুঝিতে লোকের মনে দারুণ একটা প্রতিক্রিয়া হবে। আমরা তা কোন মতেই চাই না। কিন্তু আমরা জানি এন, এস, এইচ এবং ড্রেইসিগ একটা কিছু করবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। সেটা কি আমাদের জানতে হবে। সেই জন্যই আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরী তারা কোথা থেকে এত টাকা পয়সা পাচ্ছে। যদি আমরা তা বার করতে পারি তবে তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা ধারনা করতে পারব।"

"টেড বোধ হয় তা জানতে পেরেছিল এবং খবরটা আমাকে দিতে চেয়েছিল," আমি একটু জোরে বললাম।

"ঠিক বলেছ নাম্বার থ্রি," হক উত্তর দিল। তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল টেড যাতে খবরটা ফাঁস করতে না পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আর একজন এই খবরটা জানে, সেই-ই খবরটা টেডকে দিয়েছিল। কিন্তু সে আমার পূর্ব জার্মানীর এজেন্ট—সে খুব গোপনে সেখানে কাজ টাজ করছে; তাকে আমরা নাড়াচাড়া করতে চাই না। তোমাকে পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

"পূর্ব জার্মানীতে যেসব গাড়ী ঢুকছে এবং যেসব গাড়ী পূর্ব জার্মানী থেকে বেরিয়ে আসছে—সেগুলোর উপর রাশিয়ানরা খুব কড়া নজর রাখছে, আমি বললাম।

প্রথমে এই সমস্যাটারই মোকাবেলা করতে হবে," হক বলল। "ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটছে যে আমরা এই ব্যাপারে কোন

পরিকল্পনা করে লঠতে পারিনি। তুমি দু'একটা বুদ্ধি বাত-লাও। হোই তোমাকে সব রকম জাল পরিচয় পত্রও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে—সেটা কোন সমস্যা নয়। এমন একটা কারন খাড়া করতে হবে যাতে ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট-এ তোমাকে কড়া পরী-পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয় এবং পূর্ব জার্মানীতে ঢোকার পর তোমার উপর কেউ যেন নজর না রাখে হোই অবশ্য এই ব্যাপারগুলো দেখবে। তোমরা দু'জনে আগামীকাল সকালে সব ঠিক করে ফেল। আমাকে টম্পলহপ থেকে আজ রাতের প্লেনে ফিরে যেতে হবে।"

হক উঠে দাঁড়াল। "ব্যাপারটা এখন থেকে তোমাকেই সামলাতে হবে, নাম্বার থ্রী সে বলল। "তোমাকে জানতেই হবে ড্রেইসিগ টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে। তারপর আমরা বার করব তার পরিকল্পনা কি।"

"আমি বাধা দিলাম," আপনি যাবার আগে মেয়েটার গাড়ীর জন্য একটা চেক লিখে দিয়ে যান।"

"আমি আমেরিকা গিয়ে পাঠিয়ে দেব," হক রূঢ়ভাবে বলল। "আমাকে গিয়ে বিল তৈরী করতে হবে, তারপর টাকাটা জার্মা-নীর কারেন্সী বদলাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বসে পাঁচ-হাজার ডলারের চেক লেখা সম্ভব নয়।"

"আপনি ভাল ভাবেই জানেন পাঁচ হাজার ডলারের চেক এখানে বসে লেখা কোনো অসুবিধার ব্যাপার নয়," আমি মিষ্টি হেসে বললাম। শুধু শুধু বিলটিলের কথা বলবেন না; আমার

মগজে একটু তো ঘিলু আছে।"

পৃথিবীর সবজায়গায় এক্স টাকার দরকার হয়ে পড়বে ইউরোপে একটা সুইস্ ব্যাংক থেকেই তোলা যাবে। এক্স অনেক চেষ্টা করেছে যাতে আমি ব্যাপারটা না জানি। কিন্তু আমাকে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়। হক্ ও অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

'তুমি একটা ভক্সওয়াগন ভাড়া করে কোনো মেয়ে নিয়ে ঘুরলে না কেন?" হক খোঁৎ খোঁৎ করতে করতে পকেট থেকে চেক বইটা বার করল। "তোমার বড়লোকী চাল একটু কমাও নাম্বার থ্রী।"

"যখন স্বর্গে চলে যাব তখন বড়লোকী চাল বাদ দেব." আমি বললাম। আমি হককে মুদিখানার মালের নয় ডলার আর ত্রিশ সেন্ট যোগ দিতে বললাম। হক চোক তুলে অনেকক্ষণ ধরে আমায় দেখল।

"আমরা ভাগ্যবান," রামিকাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম।

"কেন?" সে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

"মেয়েটা টিফানির মত দোকান থেকে মাল কিনলে কত দাম হত জানেন, নয়শ ডলারে গিয়ে ঠেকত।"

হক্ চেক টা লিখে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। "তুমি যে বেঁচে আছ এতে খুব আনন্দিত," হক রেগে বলল। "পরের বার একটু সাবধানে চলো, নাম্বার থ্রী।"

আমি হোই প্রেলারকে বিদায় জানিয়ে ব্যালে নাচ শিক্ষার্থী-

নিদের মধ্য দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। চেকটা বুক পকেটে রাখতে গিয়ে হেলগার দেওয়া চাবিটায় আঙ্গুল লাগানো। সঙ্গে সঙ্গে হেলগার কথা মনে পড়ল। আমাকে যে করেই হোক পূর্ব বার্লিনে যেতে হবে—হেলগা হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারে। কিন্তু হেলগার কথা পরে ভাবব; এখন লিসা হাফ্‌ম্যান—মেয়েটা আমার মনে অন্য চিন্তার ঢেউ তুলেছে। লেলগা হ'ল দেহসর্বস্ব, কিন্তু লিসার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা বুদ্ধি এবং পরীর দুটোকেই আকর্ষণ করে।

রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আমি চারিদিকে চোখ বোলালাম; না কেউ অনুসরণ করছে না। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। কুফুর্স্তেনদাম ষ্ট্রিটের সুন্দর সাজানো দোকানগুলোর পাশ দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল। পশ্চিমের যে কোন রাজধানী শহরের সঙ্গে এই জায়গাটার তুলনা করা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নব্বই ভাগ ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল;—রাস্তাগুলো হয়ে গিয়ে ছিল গর্তে ভর্ত্তি। শুধু যে রাস্তা ঘাট, বাড়ী-ঘর সারানো হয়েছে তাই নয়, দু'লাখ নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। রাশিয়ার দেওয়া প্রত্যেকটা রুবলকে সংস্কারের কাজে লাগানো হয়েছে। ধ্বংস স্তূপের মধ্য থেকে শহরটা আবার নুতন কলেবরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। হেনরিখ্‌ ড্রেইসিগ্‌ আর তার আধুনিক নাৎসী বাহিনীর কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারছিনা। এখানকার জার্মানরা কি অতীতের দুঃস্বপ্নকে আবার টেনে আনতে চাইবে? তিনশ নম্বর কাইজারহ তার্ন স্ট্রীটে গাড়ী থামল। সামনেই একটা ছিমছাম ছোট্ট বাড়ী।

আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামলাম। লেটার বক্সের উপর লেখা নামগুলোর উপর চোখ বোলালাম। একটার উপরে লেখা লিসা হ্যাফম্যান এবং

ডিটিউনার। আমি কলিং বেল বাজাতেই লিসা হাফম্যান দরজা খুলল। নরম, মাখন রঙের জামার মধ্য দিয়ে তার কমনীয় চেহারাটা সুন্দর ফুটে উঠেছে। সুন্দর, উপরদিকে ঢেউ তোলা বুকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমাকে দেখে তার চোখ দুটো বড় হল।

"অবাক হলে নাকি?" আমি হেসে বললাম।

"হ্যাঁ··· = না," সে বলল। "আমি সত্যই আশা করিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি আসবে।"

"আমার হাতে বেশী সময় নেই," আমি চেকটা তার হাতে দিয়ে বললাম। "গাড়ীটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলে তার জন্য ধন্যবাদ।"

লিসা হাফ্‌ম্যাম চেকটা দেখে ভ্রু কোঁচকাল।

আমি বললাম, "চেকটা জাল নয়।"

"ধন্যবাদ" লিসা আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বলল। "তুমি আমার কাছে এখনও রহস্যময়। তোমার নামটাও আমি জানিনা। নাম বলতে এখনও বারন আছে নাকি?"

আমি হেসে বললাম, "না। আমার নাম নিক্ নিক্ কার্টার। লিসার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছিল আমার। কিন্তু মন তাহলে অন্যদিকে চলে যাবে—এখন আমাকে একটা গুরুপূর্ণ

কাজ করতে হবে। হেলগার মত মেয়েই এখন যথেষ্ট। কিন্তু এই আকর্ষণীয় সুন্দর জিনিসটাকে একবার চেখে দেখতে হবে। "তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মুদিখানার মালের দামটাও ধরা হয়েছে," আমি শান্তভাবে বললাম।

"হ্যাঁ, তা লক্ষ্য করেছি," সে বলল।

"আমি পরে তোমাকে সব খুলে বলব," আমি বললাম। তত ক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাক।"

"সেই সময়টা কখন আসবে?"

"এখুনি আমি তা বলতে পারছি না, তবে আমি তোমার সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ করব। তুমি মাসীমার কাছে আর কতদিন আছ

'আর এক সপ্তাহের মত" সে ঠাণ্ডা গলায় বলল। "তবে তোমার সব কিছু সোনার জন্য ছয় মাস থাকতে রাজী আছি।"

"তুমি অন্য ধাতের মেয়ে লিসা, আমার দেখা অন্য মেয়েদের মত তুমি নও।"

তুমিও অন্য ধরনের লোক, তোমার মত লোক আমি আগে দেখিনি।"

আমি হেসে, যাওয়ার জন্য পিছন ফিরলাম। দু'পা এগিয়ে হঠাৎ পিছিয়ে এলাম। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিলাম। আমার ঠোঁটদুটো ওর ঠোঁটের উপর চেপে ধরলাম। নরম, ভেজা ঠোঁটদুটো কোন প্রত্যুত্তর দিল না। তারপর আবেগে আমার ঠোঁটদুটো কামড়ে ধরল।

আমি ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বললাম, "আমি তোমাকে ভুলতে

পাচ্ছিলাম না।" লিসার চোখ দুটো শান্ত, কিন্তু ভিতরে উত্তেজনা রয়েছে।

"আমি জানি আমার পক্ষেও তা সম্ভব নয়; শেষে ঐটুকু না হলেও আমি তোমাকে ভুলতাম না; তুমি প্রচণ্ড জোরে আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছ।" লিসা শান্ত গলায় বলল।

আমি চলতে শুরু করলাম, চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে লিসাকে দেখলাম। এইবার লিসা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

লিসার ঋণটা শোধ করে আমি নিশ্চিত হলাম। নীরিহ কাউকে এসব ব্যাপারে জড়ানো ঠিক নয়।

হেলগার বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি রাশিয়া আর চীনের কথা ভাবতে লাগলাম। এদের যে কেউ একজন ড্রেইসিগ্‌কে মদত দিচ্ছে, এদের দুজনের মধ্যে চীনকেই বেশী সন্দেহ হয় এখানে তাদের প্রচুর এজেন্ট রয়েছে—তারা রাশিয়ান আর আমাদের জীবনটা দুর্বিষহ করে তুলছে। একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে তারা তার কায়দায় ওঠাতে চায়। তাছাড়া এমন কিছু পুরানো জার্মান শিল্পপতি আছে যারা জার্মানীকে আগেকার মত তৈরী করার জন্য ড্রেইসিগকে মদত দিচ্ছে; কারণ জার্মানীতে এখনও হিটলারের সেই নাৎসী ভাবধারা ধিকিধিকি জ্বলছে। অধিকাংশ লোক অবশ্য নাৎসী ভাবধারার বিরুদ্ধে কিন্তু ড্রেইসিগ যদি আবার ক্ষমতায় আসে তবে হিটলারের নাৎসী চিন্তাধারাও ফিরে আসতে বাধ্য।

হেলগার বাড়ী বেশী দূরে নয়—বাড়ীটার চারতলায় থাকে

হেলগা। যদিও পকেটে চাবি আছে তবু ঠিক করলাম দরজায় টোকা মারব।

দরজা খুলে আমাকে দেখে হেলগা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। আমি কিছু বলার আগে হেলগা আমাকে জড়িয়ে ধরল; স্বচ্ছ ব্লাউজ ভেদ করে তার বুকদুটো আমার বুকের সঙ্গে ঘন ভাবে লাগল। সে যখন আমাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল তখনও তার চোখ বিস্ময়ের ঘোর।

"তুমি তো আমাকে একটা চাবি দিয়েছিলে, তাই না? আমি একটু তিক্ত ভাবেই বললাম।

"হ্যাঁ। কিন্তু কখনও ভাবিনি তোমাকে দেখতে পাব," ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সে বলল।

"কেন?"

"তোমাদের আমেরিকানদের একটা প্রবাদ আছে—ভালবাসা ভুলে যাও।" আমি ভেবেছিলাম আমার ক্ষেত্রে তাই হবে।

"তুমি নিজেকে ছোট করে দেখছ," আমি বললাম। "তাছাড়া পুরানো প্রবাদ বাক্যে এতখানি বিশ্বাস করা তোমার উচিৎ হয়নি।

হেলগার নীল চোখদুটো জ্বলে উঠল। এগিয়ে এসে সে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

"তুমি ফিরে এসেছ; আমার খুব ভাল লাগছে, সত্যি আমার খুব ভাল লাগছে।"

আমি ঘরটার চারদিকে নজর দিলাম। এটা একটা সাধারণ ঘর, তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই।

তুমি কতক্ষণ আমার এখানে থাকতে পারবে ? হেলগা তার বুকটা আমার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"শুধু আজকের রাতটা।" আমি বললাম।

"তার মানে যেটুকু ফুর্তি করার আজই করতে হবে" সে বলল।

তার চোখ দুটোয় পুরানো কোন ছবি ফুটে ওঠল। তার হাত দুটো আমার কাঁধ থেকে নেমে বুকের উপর এল ; আস্তে আস্তে অর্ধবৃত্তাকারে আমার বুকটা হাত দিয়ে ঘসতে লাগল।

Boighar

"আমি সবে খেতে যাচ্ছিলাম —যা আছে তাতে দুজনার হয়ে যাবে, তারপর অন্য খিদের কথা ভাবা যাবে।" সে আমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা রান্নাঘরে ঢুকল। সেখানে ছোট্ট একটা গোল টেবিল পাতা রয়েছে। খেতে খেতে তার কাজের কথা বলল, আমি সারাদিন কি করলাম তা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম ব্যবসার ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি। খাওয়া শেষ হতে সে এক গ্লাস বীয়ার দিল আমাকে, নিজেও এক গ্লাস নিল। আমি লক্ষ্য করলাম তার ব্লাউজের উপরের বোতামটা খোলা। একটা টাইট ব্রেসিয়ার বুকের স্তম্ভ দুটোকে শাসনে রাখতে পারছে না— ব্রেসিয়ার ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। বীয়ারটুকু শেষ করে সে আমার কাছে উঠে এল।

তার বুকটা আমার মুখ থেকে এক ইঞ্চি দূরে রেখে সে বলল, "আমি সারাদিন ধরে গত রাতের কথা শুধু ভেবেছি। সে দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে আমার দিকে নিচু হয়ে তাকাল। "তুমি

অন্য ধরনের জিনিস," সে বলে চলল, "আর কেউ আমার সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিতে পারেনি।"

"এটা নতুন কিছু নয়"—আমি নিজের মনে বললাম। আমি দাঁড়িয়ে ব্রেসিয়ারটা টান মেরে খুলে ফেললাম, তারপর উঠে বাঁদিকের বুকটার তলায় হাত দিলাম, নরম মাংস পিণ্ডটা হাতে ঠেকল। হেলগা মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে আমার হাতটা উঁচুতে তুলে চাপ দিল।

আমি ভেবেছিলাম গতবারের ঘটনাটা আমাকে হয়ত ভুলে যেতে হবে।" হেলগা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। "তোমাকে আজ আবার পেয়ে গত রাতের সব ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে আবার চাই এক রাতে যতখানি পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশী।"

আমি মেয়েটার সেই জান্তব খিদে আবার টের পেলাম; দেহের খিদেটাকে বাগ মানাতে পারছে না। ভিতরের খিদেটা সর্বস্ব গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। এবারের অভিজ্ঞতাটা গতবারের চেয়ে অন্যরকম হয় কিনা আমি তা দেখতে চাই। আগের বারের মত আমি উপলক্ষ্য থাকি কিনা সেটা পরখ করতে হবে। আমি আস্তে আস্তে হেলগার বুকে মোচড় দিতে লাগলাম, হেলগার হাতদুটো আমার শরীর বেয়ে ওঠা নামা করতে লাগল—তার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। আমাকে চেপে ধরে রেখে সে পিছন দিকে সরে গেল—আমার হাতের তালুতে হেলগার বুক চেপে রয়েছে। হেলগা আমাকে একটা ছোট্ট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে

হলুদ আলো এসে বিছানায় পড়েছে। হেলগা তার ব্লাউজ খুলে ফেলল, স্কার্টটা খুলে আমার পায়ের কাছে পড়ল। তার জিভটা আমার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তার অদম্য ইচ্ছা বাহ্যিক সব কিছু ভুলে গিয়ে বুভুক্ষুর মত আমাকে ছিড়ে-খুড়ে একাকার করে দিল। সাধারণতঃ এই রকম অবস্থায় মেয়েরা নিজেকে উজার করে দেয়। কিন্তু হেলগার ক্ষেত্রে সেই উজার করা ভাবটা নেই—কেমন যেন একটা মরীয়া ভাব। ধুর্, গুলি মারো এসব চিন্তার। হেলগার হাত ততক্ষণে আমার প্যান্টের বোতাম নিয়ে টানাটানি করছে। পরে এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবা যাবে।

আমি তাকে আস্তে একটা ধাক্কা মারলাম, হেলগা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পরল। আমি তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট খুললাম। হেগলা চোখবুজে আছে, বুকটা ওঠানামা করছে। বন্দুক আর ছুরিটা জামা প্যান্টের ভাঁজে রেখে তার পাশে শুয়ে পড়লাম আমার একটা হাত যখন হেলগার নাভির নীচে চলে গেল, হেলগা মুখ দিয়ে শব্দ করে উঠল ; চোখ তখনও বন্ধ করা ; আমার হাতের আঙ্গুলগুলো সে নাভির নীচের অংশে চেপে ধরে রেখেছে—তার গোল, মাখন রঙের তলপেটটা কাঁপতে লাগল। সে উপুর হয়ে আমার উপর বসল, আমার পা-দুটো দ্বিধা বিভক্ত করল, তার সুন্দর, পরিপূর্ণ বুকদুটো পাকা আপেলের মত ঠোঁটের সামনে ঝুলতে লাগল। আমি জিভ দিয়ে আপেল দুটোর স্বাদ নিলাম—সে বুকটা মুখের উপর চেপে ধরল। কামনার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সে আমার কোমরের সমান্তরাল রেখায় নেমে এল আমি তাকে চিৎ

করে জোরে তার শরীরের ভিতর ঢুকলাম—তার শরীরের বন্য দোলানীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমি চাপ দিতে লাগলাম। কিছু পরে তার শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। তার দেহের ভিতর থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সে হাত-পা এলিয়ে একটু সরে গেল—আমি কিন্তু থামলাম না, সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে আবার জড়িয়ে ধরল।

"আবার, আবার....." হেলগা ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, "আমাকে ছেড়ো না।" আমি তাকে ছাড়লাম না ; আমি আবার যখন তাকে চরমে নিয়ে গেলাম হেলগা তখন চোখ বন্ধ করে রেখেছে। চরম সুখে হেলগা ছটফট করতে লাগল। আমার মধ্যে সেই পুরানো অনুভূতিটা ফিরে এল। আমি এখানে উপলক্ষ্য – হেলগা তার চরম তৃপ্তির জন্য আমাকে ব্যবহার করেছে, আমার ভূমিকা এখানে গৌণ। হেলগা শেষবারের মত আবার চরমে পৌঁছাল তলপেটটা কাঁপতে লাগল—মুখ দিয়ে নানারকম তৃপ্তির শব্দ বের হতে লাগল ; তারপর শরীরটা শক্ত হয়ে বেঁকে গেল। একটু পরেই শরীরটা আবার সোজা হল, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

আমিও তার পাশে শুয়ে চোখ বুজলাম। অনেক পরে ঘুম ভাঙল আমার। ঘুম ভাঙতে দেখলাম হেলগা একটা আপেল খেতে খেতে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে বিছানার পাশে এসে বসল।

"কাল দিনটা থেকে যাও" সে বলল, "আমি একবেলা কাজ করে ফিরে আসব।"

"আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।"

"তাহলে তুমি কি করবে?"

"কাল আমাকে পূর্ব বার্লিনে যেতে হবে," আমি বললাম, কিভাবে যেতে পারি বলো তো?"

তুমি পূর্ব বার্লিনে যেতে চাও?" সে জিজ্ঞেস করল। আপেলে কামড় দিতে দিতে বলল সে "কেন?"

ব্যবসার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু শুনেছি পূর্ব বার্লিনে যাতায়াতের ব্যাপারে "রাশিয়ানরা খুব কড়া নজর রেখেছে।"

'হ্যাঁ, খুব কড়া নজর রেখেছে," আপেলে আর একটা কামড় দিয়ে সে বলল। "তোমার পূর্ব বার্লিনে যাতায়াতের ব্যবস্থা আমি করতে পারি।" আমি যাবার আগ্রহটা চেপে রাখলাম। এমন ভাব দেখালাম যে বিশেষ উৎফুল্ল হইনি।

"আমার ভাই লরী করে মাল নিয়ে পূর্ব বার্লিনে যায় সে বিশেষ বর্ণনা দিয়ে বলতে লাগল।" আমি তাকে ফোনে যোগাযোগ করে বলতে পারি। সে তার খালাসীকে না নিয়ে তার বদলে তোমাকে নিয়ে যাবে। রাশিয়ানরা জানে আমার ভাইয়ের সংগে একজন করে খালাসী যায়। আমি বললেই আমার ভাই তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।"

"তাতে আমার ভীষণ উপকার হয়, হেলগা।" এইবার আর আমি আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। হেলগা উঠে ফোন করতে পাশের ঘরের দিকে গেল।

"আমি এখনই তাকে বলছি", সে বলল।

"এই সময়ে আমি অবাক হলাম। এখন সবে ভোর চারটে।"

"হুগো সকাল সকাল ওঠে। তাছাড়া তাকে তার খালাসীকে সময় থাকতে ব্যাপারটা জানাতে হবে তো।"

হুগো হচ্ছে হেলগার ভাই। বেচারাকে যদি হেলগা ভোরে জাগাতে চায় তাহলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। আমি শুয়ে শুয়ে শুনলাম হেলগা ঢায়াল করছে; একটু পরেই তার গলার স্বর শুনতে পেলাম।

"হ্যালো কে হুগো?" সে জিজ্ঞেস করল। আমি হেলগা বলছি, হেলগা রুতেন। ঠিক আছে, ধরে আছি।" হুগো বোধ হয় জামাটামা কিছু পরার জন্য সময় চাচ্ছে। জার্মানীতে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। "হ্যা বলছি।" আমি হেলগার গলা শুনতে পেলাম। আমি ভাল আছি, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে। আমার বন্ধু কাল পূর্ব বার্লিনে যেতে চায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে ..হ্যাঁ, সে এখন আমার এখানেই আছে। আমার এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমি তাকে বলেছি যে তুমি তাকে তোমার লরীর খালাসী করে নিয়ে যেতে পার।"

"হেলগা অনেকক্ষণ চুপ করে অপর প্রান্তে হুগোর কথা শুনল। "এটা কি সহজ একটা কাজ" হেলগা অধৈর্য্য হয়ে বলল। "আমি তাকে বলছি যে তুমি আর তোমার খালাসী রোজ পুর্ব বার্লিনে যাতায়াত কর। হ্যাঁ.. আমি তাকে তোমার নাম লেখা লরীটার অপেক্ষায় থাকতে বলবো...হ্যাঁ চমৎকার। ঠিক আছে, ও সেখানেই থাকবে তাহলে সব কিছু পরিষ্কার হল তো? তুমি শুধু

তাকে পূর্ব বার্লিনে পৌঁছে দাও। বাকিটুকু সে নিজেই করবে তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। ধন্যবাদ।

ফোন রেখে হেলগা আমার কাছে এল।

"তোমারে কি দিতে হবে? কাল যদি আস তবে সোজা এখানেই ফিরে আসবে" সে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল। আমি কথা দিলাম। সত্যিই আমি হেলগার কাছে কৃতজ্ঞ। ব্রাণ্ডেনবুর্গে গেটের চেক-পয়েন্টের সামনে তুমি হুগোর সঙ্গে দেখা করবে। তার লরীতে হুগো স্মিথ নাম লেখা থাকবে। তাদের সঙ্গে একটা জামা বা জ্যাকেট পরবে। কাল সকাল দশটার সময় হুগো ওখানে থাকবে। "তুমি হুগোর সঙ্গেই ফিরে আসতে পার, সে বিকেলে ফিরে আসবে।"

আমি হাত বাড়িয়ে হেলগাকে কাছে টানলাম—তার শরীরটা আমার শরীরের নীচে রাখলাম—সঙ্গে সঙ্গে হেলগা পাদুটো দ্বিধা-বিভক্ত করল। আমার সোনামণি,"আমি বললাম, তুমি জাননা কি ভীষণ উপকার তুমি আমার করলে।" আমি ফিরে এসে তোমাকে এমন আদর করব যা কোনোদিন কেউ তোমাকে করেনি।

হেলগার চোখদুটো কেমন যেন হয়ে গেল। চোখের তারা দুটো ছোট হয়ে এল, আমার নীচ থেকে সে বেরিয়ে এল।

"আমি পাশের ঘরে শুতে যাচ্ছি, তার চোখদুটো আমার শরীরের উপর ঘোরাফেরা করছে, মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

"খুব খারাপ লাগছে," সে বলল।

"কেন?"

"তুমি চলে যাচ্ছ," সে উত্তর দিল। পাশের ঘরে গিয়ে হেলগা দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি আশা করেছিলাম হেলগা আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেবে পাশের ঘরের অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। আমি উঠে পাশের ঘরে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম। হঠাৎ খেয়াল হল বাড়ীতে আর কেউ নেই। টেবিলের উপর একটা চিঠি লেখা রয়েছে, "কাজে গেলাম, হেলগা"।

আমি দাড়ি কামিয়ে হোই প্রেলারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওকে পূর্ব বার্লিনে কিভাবে যাব তা বললাম শুনে সেও খুব সন্তুষ্ট হল; ওখানে গিয়ে কি করতে হবে সেই খুঁটিনাটিটুকু সে আমাকে জানাল।

"হেলগার লোক উনআশী নম্বর ওয়্যারশ স্ট্রীটে থাকে। তার নাম ক্লস জ্যাঙম্যান। তোমার সাংকেতিক ঠিকানাটা খুবই সরল"।

আমি খুব কড়া করে সাংকেতিক ঠিকানাটা শুনে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম। আমি হক্‌কে সব বলছি," হোই বলা শেষ করল। হক্ শুনে খুশীই হবে।"

কিট্‌ব্যাগে আমার জ্যাকেটটা ঢুকিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ব্রানডেনবুর্গ গেটের একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পরনে প্যান্ট আর জামা—জামার হাতা গুটানো। এতে আমার চেহারার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, হুগোর লরিওয়ালার খালাসী হিসাবে চলে যায়। একটু পরেই 'হুগো স্মিথ' নাম লেখা কালো কাঠের লরীটা এসে থামল। জার্মানদের সময়-জ্ঞান সাংঘাতিক—এখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। আমি লরীটার কাছে এগোতে হুগো ঝুঁকে লরীর দরজা খুলে দিল। হুগোর বয়স চল্লিশের কোঠায়—মুখের চামড়া কোঁচকানো, কোনো লালিত্য নেই। মাথায় কালো টুপি, পরনে নীল রঙের সস্তা জামাপ্যান্ট। "আপনি আমার খুব

উপকার করলেন," আমি আলাপ শুরু করলাম। হুগো স্মিথ সামান্য মাথা নাড়ল। "হেলগা সব সময় কোনো না কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে আছে," সে বলল"আমি অবশ্য ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনা। আমি আমার নিজের চরকায় তেল দিই।"

আমরা কিছু দূর এগনোর পর হঠাৎ গাড়ি রাস্তার সায়ডে গিয়ে দাড়িয়ে পড়ল। আমি তো রীতি মতো ভয় পেয়ে গেলাম। হুগো বলল নামো গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম এখন উপায় হুগো টুল বক্স খুলতে খুলতে বলল কোন চিন্তা করোনা কিছু ক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু গাড়ি ঠিক হতে, পুরা চার ঘন্টা কেটে গেলো। তখন বাজে তিনটারও বেশী।

চেক্ পয়েন্টের সামনে অনেক গাড়ীর ভিড় জমে গেছে। গাড়ী গুলোর বেশীর ভাগই পণ্যবাহী পুর্ব জার্মানীর পুলিশ বাহিনী গাড়ী গুলো পরীক্ষা করে দেখছে। গেটের কাছে এগোতেই দেখলাম লেখা আছে, "মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আপনারা এখন পশ্চিম জার্মানী অতিক্রম করে পূর্ব জার্মানীতে ঢুকছেন।" লেখাটার মধ্যে কেমন যেন গা ছমছম ভাব রয়েছে ; মনে হচ্ছে অন্য কোনো এক অচেনা জগতে প্রবেশ করছি। হুগো স্মিথের লরীটা গেটের কাছে আসতে সে মাথা বার করে পুলিশগুলোর দিকে হাত নাড়ল ? পুলিশগুলোও হাত নেড়ে গেটটা খুলে দিল। আমরা এই দিকে চলে এলাম। ব্যাপারটা এত সহজ হয়ে গেল যে আমার হাসি পেয়ে গেল।

"রোজ যাওয়া আসা করি, তার জন্যেই এত সহজে সব হয়ে

গেল স্মিথ নীরস গলায় বলল। গেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে সে ব্রেক চাপল।

"ফেরার জন্য আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করব? "আমি জিজ্ঞেস করলাম। তার চোখ মুখের হাব-ভাব দেখে মনে হলো সে এই ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করেনি।

'আমি সাধারণতঃ চারটের সময় ফিরি, কিন্তু আজতো এখানেই সন্ধ্যা। "এখানেই ভোর চারটের সময় থাকবে।"

"আমি এখানেই থাকব। লরী ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে আমি হাত নেড়ে বললাম।

"অসংখ্য ধন্যবাদ।"

লরীটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে অ'াতার দ' লিণ্ডনের প্রধান সড়কের দিকে বাঁক নিল। এককালের চমৎকার রাস্তাটা এখন ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকদিন আগেকার টাল করা পাথরকুচি গুলো এখনও জড়ো করা রয়েছে। সমস্ত পূর্ব-জার্মানী কেমন যেন বিবর্ণ, নোংরা হয়ে আছে। পশ্চিম জার্মানীর প্রাণোচ্ছল, উজ্জলদিকের সঙ্গে তুলনা করলে পূর্বজার্মানীকে মনে হয় রোগাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, হতোদ্যম কোনো শহর। আমি একটা টমটম থামিয়ে তাতে উঠলাম। টমটমওয়ালাকে ওয়্যারস স্ট্রীটের দিকে যেতে বললাম। গন্তব্যস্থলে এসে টমটম থেকে নামলাম। রাস্তার পাশে সারি সারি বস্তির মত বাড়ী। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, মনে মনে ভাবলাম আর একটু অন্ধকার হলেই আমার অভিযান শুরু করবো। একটা একতলা বাড়ীর দরজায় নামের ফলকে লেখা রয়েছে 'ক্লস্ জাঙ ম্যান' নীচে ছোট করে লেখা।

"ফটোগ্রাফার"

"কলিং বেল টিপে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম কে যেন দরজা খুলতে আসছে। হক্ বলেছে জাঙম্যানের সঙ্গে বহুদিন পর পর বিশেষ কারণে যোগাযোগ করা হয়। গোপন কাজের জন্য ওই সব লোকের বিশেষ দরকার ; কারণ এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব কম লোক ওয়াকিবহাল। দরজা খুলতে দেখলাম আমার সামনে, রোগা লম্বা বিষণ্ণ একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ; বাদামী রঙের চোখদুটো তার গর্তে বসা। পরণে ফ্যাকাশে নীল রঙের ঢিলে জামা-প্যান্ট, হাতে সরু একটা তুলি। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম ঘরটা নানা আকারের বাল্ব জ্বলছে, আঁকার টেবিল ; আঁকার তুলি, রং, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ভর্তি একটা পাত্র এবং নানা ধরনের বইয়ে ঠাসা।

"আপনাকে কি কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি ?"

"মনে হচ্ছে," "আপনার নামই ক্লস জাঙম্যান, তাই না ?"

"সে মাথা নেড়ে সায় দিল ; চোখ দুটোতে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে।

"আমি একজন নামকরা লোকের ফটো ঠিকভাবে রঙ করতে চাই ; অনেকদিন আগের তোলা ফটোটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।" আমি তারপর হোই প্রেলারের বলে দেওয়া গুপ্ত সংকেত বাক্যটা বললাম। "লোকটার নাম হচ্ছে ড্রেইসিগ্। আপনি তার নাম শুনেছেন ?"

"হেনরিখ্ ড্রেইসিগ্ ?" জাঙম্যান সাবধানে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

ক্লস জাঙম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঁকার টেবিলের সামনে একটা টুলে বসল।

"আপনি কে?" সে জিজ্ঞেস করল। আমি আমার পরিচয় দিতে তার চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। "আমার কি সৌভাগ্য," সে আন্তরিকভাবে বলল। "আপনি এখানে এসেছেন দেখেই বুঝতে পারছি ডেনিসনের কোনো বিপদ হয়েছে।"

"আমি ডেনিসনের কাছে পৌঁছবার আগেই তারা তাকে খতম করে দিয়েছে" আমি বললাম, আপনি কি জানেন ডেনিসন আমাকে কি খবর দিতে চেয়েছিল?"

জাঙম্যান তখন মাথা নেড়ে সায় দিল তখনই বাইরে গাড়ী থামার শব্দ পেলাম।

গাড়ীটা প্রচণ্ড জোরে ব্রেক করে থামল, তারপর আর একটা গাড়ী থামল, তারপর আর একটা। দুম্‌দাম করে গাড়ীর দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ পেলাম; তারপর বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ পেলাম। জাঙম্যানের চোখদুটো বড় হয়ে আমার মুখের উপর আটকে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ করে দিলাম। এক কোণ থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দু'জন লোক টমিগান হাতে নিয়ে দরজার দিকে আসছে।

"কুত্তার বাচ্চাগুলো এসেছে।" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "কি ভাবে ওরা টের পেল, ব্যাটারা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ নাকি?" লোকগুলো পোশাকপরা পুলিশ নয়, এরা হ'ল ড্রেইসিগের চামচা।

"এখান থেকে বের হবার অন্য কোনো রাস্তা আছে?" আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাবার একটা রাস্তা আছে।" আমি লাথি মেরে ঘরের পিছনের দরজা খুললাম, জাঙম্যানকে সঙ্গে নিয়ে লম্বা হলঘর পার হয়ে বাড়ীটার পিছন দিকে এলাম। বাইরে পালিয়ে যাবার দরজাটা খোলার জন্য এগোতেই অন্য দু'জন লোক দরজাটা বাইরে থেকে খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল, হাতে তাদের অটোমেটিক রাইফেল। তারা গুলি শুরু করতেই আমি জাঙম্যানকে টেনে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। পিস্তলটা টেনে বার করে গুলি চালালাম। আমার পিস্তলের গুলিগুলো সামনের লোকটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। অন্যজন লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম লোকটা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে; আমরা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই গুলি চালাতে শুরু করবে। জাঙম্যানকে নিয়ে লম্বা হল ঘরটার ভিতর দিয়ে আবার সামনের দিকে যেতে লাগলাম।

পিছনে আসা জাঙম্যানকে বললাম, "ছাদে চলুন।" জাঙম্যানের ঘরের উল্টো দিকেসিঁড়িতে সবে পা দিয়েছি এমন সময় টমিগান হাতে দুজন সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। জাঙম্যানকে ধাক্কা মেরে আমার সামনে নিয়ে এক ধারে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। লাথি মেরে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, টের পেলাম অটোমেটিক তালাটা আটকে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা দরজাটা বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু এই কয়েকটা

মুহূর্ত আমার কাছে অনেক। কাঁচ ভাঙার শব্দে আমি পিছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম, অটোমেটিক রাইফেলের কালো চক-চকে নলটা একতলার জানালার ভাঙ্গা কাঁচের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে। আমি চেঁচিয়ে জাঙম্যানকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বললাম। জাঙম্যান তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে—সে একটু দেরী করে ফেলল।

আর সেই সময়ের মধ্যেই অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি বেরোতে লাগল। জাঙম্যান থরথর করে কেঁপে উঠল, শরীরটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, এক হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। গলা থেকে রক্তের বন্যা নেমে আসতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে রাইফেলের নলটা লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। বাইরে কে যেন চাপা আর্তনাদ করে উঠল, রাই-ফেলটা উঠোনের মেঝেতে পড়ল। ওরা গুলি মেরে দরজাটার তালা ভেঙ্গে ফেলল, কিন্তু আমি ওদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। ওদের দুজন ভিতরে ঢুকতেই আমার পিস্তলটা গর্জে উঠল দুজ-নেই মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল। আমি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম না আর কোনো শব্দ নেই এখনও পিছনের দরজায় আর একজন আছে—তার কথা আমি ভুলিনি। কিন্তু বুঝতে পারলাম এই গুলিগোলার শব্দ পেয়ে পূর্ব জার্মানীর পুলিশ বাহিনী এক্ষুনি ছুটে আসবে। ইতিমধ্যে হয়তো গোট-পঞ্চাশেক ফোন চলে গেছে পূর্বজার্মানীর পুলিশ বিভাগে।

আমি জাঙম্যানের কাছে গেলাম। গলাটা ছিন্ন ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও সে বেঁচে আছে—প্রাণটা শুধু বেরিয়ে যেতে

বাকি। আমি একটা চেয়ারের পিছন থেকে তোয়ালে নিয়ে গলার কাছে চেপে ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালেটা লাল হয়ে উঠতে লাগল। জাঙম্যানের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লাম।

'তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ক্লস?' "আমি জিজ্ঞেস করলাম। সে চোখ দুটো বুজিয়ে সায় দিল।

ড্রেইসিগ্‌কে কারা টাকা দিচ্ছে" আমি জিজ্ঞেস করলাম। রাশিয়ানরা?' সে খুব আস্তে আস্তে বাঁ দিকে মাথা নাড়ল—বোঝা মুশকিল কি বলতে চাচ্ছে—বোধহয় বোঝাতে চাচ্ছে 'না'।

"তাহলে চীনারা ···দিচ্ছে

আবার সে মাথা নেড়ে জানাল, না। গলায় চাপা তোয়ালেটা রক্তে পুরোপুরি লাল হয়ে গেছে। সময় এবং ক্লাস জাঙম্যানের জীবন দুটোই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

"তাহলে জার্মানীর কেউ? 'আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কোনো উগ্র ধনী জাতীয়তাবাদীর দল কিংবা পুরানো কোনো সামরিক জোট ?"

তার চোখদুটো আবার বলল 'না'। সে আস্তে আস্তে তার ডান হাতটা তুলতে লাগল, আমি পিছনে সরে গেলাম। সে আঙুল দিয়ে ঘরের একটা কোণ দেখাল—কোণে একটা মাটির কলসী ভর্তি বালি রয়েছে। আমি আবার ভাল করে তার আঙুল দেখলাম। কোণের বালি ভর্তি কলসীটাই সে দেখাচ্ছে।

ঐ বালি ভর্তি কলসীটা ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। জাঙম্যান মাথা নেড়ে সায় দিল—তারপরই তার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল—মাথাটা একপাশে হেলে পড়ল। ক্লক জাঙম্যান

আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। আমি বাইরে সাইরেনের শব্দ শুনতে পেলাম। আর এখানে থাকা উচিত হবে না। দরজার সামনে পড়ে থাকা লোক দুটোকে মাড়িয়ে আমি বাইরে এলাম। লোক দুটোকে জার্মানীদের মত দেখতে—মাথায় সোনালী চুল। শরীর চৌকোনো। 'বেজন্মার দল'—মনে মনে গালাগাল দিলাম।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ছাদে উঠতে লাগলাম। লাথি মেরে ছাদে যাওয়ার টিনের দরজাটা খুললাম। পুলিশের গাড়ীগুলো সাইরেন বাজানো বন্ধ করেছে—এইবার সব নামবে। পিছনে আরও গাড়ী আসছে—সাইরেনের শব্দ পাচ্ছি। আমি পিছন দিকে ঝুঁকে দেখলাম পিছন দরজার লোকটা রাইফেলটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে। লোকটা দারুণ বোকামী করছে—কিন্তু এখন দয়া-মায়া দেখানোর সময় নয়, লোকটাকে কিছুতেই বাইরে যেতে দেওয়া চলবে না। বেজন্মাগুলো আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে—এরকম কোণঠাসা আগে কোনোদিন হইনি। একটা গুলিতেই কাজ হ'ল। লোকটা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একটুখানি কেঁপে স্থির হয়ে গেল। আমার গুলির আওয়াজ পেয়ে পুলিশগুলো এদিকে দৌড়ে আসবে আমি আমি কাল বিলম্ব না করে একছাদ থেকে আর একছাদে লাফ দিয়ে চলতে লাগলাম—অবশ্য অন্ধকারে সুবিধেয় হচ্ছে, আমাকে সহজে কেউ দেখতে পাবে না।

পোটা বারো বাড়ির ছাদ টপকালাম। তারপর একটা বাড়ির ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে রাস্তায় পড়লাম।

নিউইয়র্কে এই কায়দায় অনেকবার রক্ষা পেয়েছি, এখন পুর্ব বার্লিনেও এই কায়দা আমার প্রাণ বাঁচল। আমি শান্তভাবে রাস্তা দিয়ে হাটতে লাগলাম। পিছনে ফিরে একবার দেখলাম—বাড়ীটার সামনে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে; পুলিশগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমি কিছু এগিয়ে একটা পার্কে ঢুকে বেঞ্চের উপর বসলাম। আমার হাতে এখন কিছু সময় দরকার—ক্লস জাঙম্যান কি বোঝাতে চেয়েছে তা বার করতে হবে।

আমি বেঞ্চের উপর শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লাম। শরীরটার একটু বিশ্রাম দরকার, মনটাকে ভারমুক্ত করতে হবে। বালি ভর্তি কলসীটা মাথার মধ্যে চক্কর দিতে লাগল। জাঙম্যান জানিয়েছে যে রাশিয়ান চীনা কিংবা জার্মানীর কোন দল—ড্রেইসিগ্‌কে মদত দিচ্ছে না। কিন্তু ড্রেইসিগ তো আর বালির ভিতর থেকে টাকা পাচ্ছে না। তাহলে এমন কোনো লোকের কাছ থেকে পাচ্ছে যার সঙ্গে বালির যোগাযোগ আছে? এর তো কোন মানে হয় না—কিন্তু বালির ব্যাপারটা তো একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জার্মানীর কোন শিল্পপতি হতে পারে। কিন্তু জাঙম্যান বলেছে জার্মানীর কেউ এ ব্যাপারে নেই। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল আমি ভুল পথে যাচ্ছি। আমি আবার নতুন করে চিন্তা শুরু করলাম।

কলসী ভর্তি বালি। আমি কি তবে উল্টো বুঝেছি? কোনটা সূত্র—কলসীটা না বালি? প্রথমে কলসীটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা করতে পারলাম না। তাহলে বালি নিয়েই ভাবতে হবে; কিন্তু বালি দিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছে?

আমি আবার পুরো ব্যাপারটা আস্তে আস্তে চিন্তা করতে লাগলাম। বেঞ্চের উপরে মাথাটা হেলিয়ে মনের ভিতর থেকে বাজে চিন্তা বার করে দিয়ে ভাবতে লাগলাম। ড্রেইসিগ্ আর বালি ড্রেইসিগ এমন কোন লোকের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছে যার সঙ্গে বালির সম্পর্ক আছে—কিংবা বালির কাছে সে থাকে কিংবা এমন কোনো জায়গা যেখানে বালি আছে। অন্ধকারের মধ্যে আলোর চিহ্ন পেলাম যেন। বালির সঙ্গে যুক্ত এমন কোন লোক নয়, এমন কোন জায়গা যেখানে বালি আছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে একটু একটু করে। বালি—তার মানে মরুভূমি—তার মানে আরব দেশ। হ্যাঁ, তাই-ই, আর অন্য কিছু নয়—আমি সোজা হয়ে বেঞ্চিতে বসলাম। তেল বেচে আরব দেশগুলো প্রচুর টাকা করেছে—জাঙম্যান আমাকে এই কথা বোঝাতে চাচ্ছিল। না, আর কোন ভুল নেই। পয়সাওয়ালা কোন আরব সর্দার কিংবা কোন বড় চক্র এর পিছনে আছে। খুব সম্ভব ড্রেইসিগ্ কোন পরিকল্পনা করেছে আর আরবদের লোভ দেখিয়ে দলে টেনেছে। আরবদেশের কেউ তাকে টাকা ঢালছে আর বিনিময়ে ড্রেইসিগ্ তাদের আখের গোছাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তার মানে ড্রেইসিগ তার পরিকল্পনামত জার্মানীকে হাতের মুঠোয় আনবে আর লাভের কড়ির কিছু আরবদের দেবে। এইটুকু পরিস্কার বুঝতে পারছি ড্রেইসিগকে যদি এখনই না থামানো যায় তবে সারা দেশে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে।

হকের কাছ থেকে মতামত নেবার আর কোন দরকার নেই। জানি হক্ কি বলবে—'ড্রেইসিগের পরিকল্পনা কি খুঁজে বার কর।'

তাহলে এখনই আমাকে পশ্চিম বার্লিনে যেতে হবে। ড্রেইসিগের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়। এমন ভান করবে যে আমি যেন তার গুণমুগ্ধ একজন ধনী আমেরিকান ; হয়ত তার বিশ্বাস অর্জন করতে পারব।

হুকের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে ; তবে বুদ্ধিটা নেহাত খারাপ নয়।

পশ্চিম বার্লিনে ফেরার জন্য হুগো স্মিথ যেখানে দাঁড়াতে বলেছিল সেখানে চললাম আমি। ড্রেইসিগ যে কাজ করতে যাচ্ছে তা মোটেই ছোট-খাট নয় ; এবং শখের কিছু নয়—এর ফল হবে সুদূর প্রসারী। তার লোকেরা যেভাবে আমার পিছনে লেগেছে তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এতদিন ধরে যে সব লোকের সঙ্গে আমাকে লড়তে হয়েছে তাদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশী চালক। একটা খবরের কাগজ কিনলাম। কাগজ পড়তে পড়তে আমি লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে হুগোর লরীটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পশ্চিম বার্লিনে ফেরার জন্য গাড়ীর ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ চারটে বেজে গেল—হুগোর লরীর কোন পাত্তা নেই। সাড়ে চারটে বেজে গেল কাগজটা ভাঁজ করে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পাঁচটা বাজতে আমি কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। বাঁকের মুখে আসা প্রত্যেকটা লরী খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। ছটাও বেজে গেল—আমার বুকটা দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল অজানা ভয়ে শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। হুগোর লড়ি আসার কোনো আশা নেই ; আর আসবেই বা কেন ?

লরীটারতো আসার কথা নয়। আমারও তো চারটের সময় এখানে আসার কথা নয়—এতক্ষণে ক্লস জাঙম্যানের সঙ্গে আমার মরে যাবার কথা।

ভাবতেই শিউরে উঠলাম—কিন্তু ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। ছোট ছোট, টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো ঠিকমত সাজালে দুর্বোধ্য অনেক কিছুর মানে এখন বোঝা যাবে। প্রথমে ডে ইসিগের চ্যালাদের কথা ধরা যাক্—তারা তো আর অন্তর্যামী নয় এবং গোপন খবর পাবার ব্যাপারে তার সর্বেসর্বা নয়। প্রথম থেকেই তারা আমার উপর নজর রেখেছে, সেটা কিভাবে সম্ভব হ'ল—ঐ হেলগা রুতেনই তার কারণ। একমাত্র হেলগাই জানে আমি আজ সকালে পূর্ব বার্লিনে ঢুকছি কোথা দিয়ে, কিভাবে কখন ঢুকছি তাও সে জানে। সেই সব পাচার করছে। তাছাড়া গতকাল আমি যখন 'এক্স' এর হেড্ কোয়ার্টারে যাচ্ছিলাম তখন হেলগাই ড্রেইসিগের চ্যালাদের খবর দিয়েছে; কারণ সে-ই শুধু জানত আমি পশ্চিম বার্লিনে এসেছি। সম্ভবতঃ সে প্রাসাদ থেকে ফোন করে খবর দিয়েছে। এর ফলেই অত সহজে তারা আমার পিছু নিয়েছিল। তারপর আজ তারা অপেক্ষা করছিল কখন আমি জাঙম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করি তখনই তারা একে এক ঢিলে দুই পাখী মারার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু এই পাখীটা এখন বেঁচে আছে, এই রকম প্রতারণার জবাব দিতে হয় সে ভালভাবে জানে।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল। গতরাতে যখন হেলগার ঘরে গিয়েছিলাম তখন সে এই জন্যই ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই ফোন করে হেলগাকে জানিয়েছিল

যে আমি বার্লিন-হামবুর্গ এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায় চাপা পড়েছি! ফোনে তার ভাল হুগোকে ডাকা মানে ড্রেইসিগের লোকের সঙ্গে কথা বলা। আমার সামনেই আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করা। সত্যি মেয়েটার হিম্মত আছে- তবে এর ফল হাতে নাতে তাকে পেতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার মনটা খচখচ করতে লাগল রাইন নদীতে বাজারটার বিস্ফোরণের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। বিস্ফোরণের পর হেলগা তো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে তো কোনো চালাকি নেই তার ফ্যাকাশে চোখ মুখ, ভয়ের ভাব সব কিছুই সত্যি। বাজরাটার বিস্ফোরণের ব্যাপারে কোথায় যেন গোলমাল রয়েছে। সব ব্যাপারটা খোলসা হবে যদি হেলগার নাগাল পাই। হেলগার মাধ্যমেই ড্রেইসিগের কাছে পৌঁছাতে পারব যদি হেলগা সত্যি সত্যি ড্রেইসিগের লোক হয়। উঁচু কংক্রিটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গেটটার দূর থেকে, দেখা যাচ্ছে বার্লিনে যেতে হলে এই পাচিলটা অতিক্রম করতে হবে। পাঁচিলটা আবার বিদ্যুৎবাহী তার আর কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। বার্লিনবাসীরা এর নাম দিয়েছে কংক্রিটের পর্দা।

'নিক্ কার্টার,' আমি নিজের মনে বললাম, তোমার সামনে এখন বিরাট সমস্যা।

আমি এসব বাজার নিয়ে চিন্তা করতে করতে হাটলাম কিছু দূর। একটা হোটেলে ঢুকে নাস্তা খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

ছয়

পূর্ব বার্লিনে রাত্রি নেমে এল। গাড়ীগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে গেটের সামনে ভিড় করতে লাগল আমি বিদ্যুৎবাহী তারে ঘেরা পাঁচিল বরাবর হাঁটতে লাগলাম। তারের মধ্যে দুটো জায়গা দেখতে পেলাম সেখান দিয়ে পাঁচিল পার হতে পারি। কিন্তু আমার আশা মুহূর্তে উবে গেল। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাঁচিলটা ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পাঁচিলের পাশ দিয়ে 'স্ত্রী' নদী বয়ে চলেছে। এই নদী পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে গিয়ে পড়েছে। নদীটা দিয়ে পশ্চিম বার্লিনে যাওয়া সম্ভব নয়। পুলিশগুলো নদীটাও পাহারা দিচ্ছে। তা ছাড়া ফ্লাড্‌লাইটে সমস্ত নদীটা আলোকিত। অন্ধকারে সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

হেলগার কাছে ফিরে যাওয়া বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে যেতে হলে গেটের চেকপয়েন্ট অতিক্রম করেই যেতে হবে। দূরত্ব খুব একটা নয়। ভাগ্য সহায় থাকলে ঐ টুকু দূরত্ব পার হতে পারি—তবে সবার আগে আমাকে একটা গাড়ী জোগাড় করতে হবে।

রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বার্লিন নির্জন হয়ে গেল। চেক

পয়েন্টের সামনে সারি দেওয়া বাড়ীগুলো ছাড়া রাস্তায় খুব একটা লোকজন বা গাড়ী নেই। অল্প দূরে একটা রেঁস্তোরার সামনে ছোট্ট একটা 'মিনি' কুপার দাঁড়িয়ে আছে; মিনি কুপারটাকে কলের মিস্ত্রীর সাহায্যকারী গাড়ীতে পরিবর্তন করা হয়েছে। গাড়ীটার উপরের তাকে যন্ত্রপাতি ভর্তি কয়েকটা ব্যাগ, অসিটিলিন টর্চ এবং ছোট ছোট পাইপের টুকরো আছে। মিস্ত্রীটাকে রেস্তোরার জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—কফি খাচ্ছে। আমি ছায়ায় লুকিয়ে রইলাম। মিস্ত্রীটা রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে এল। গাড়ীর দরজা খোলার সময়ে আমি নিঃশব্দে তার পিছনে এলাম। হাত বাড়িয়ে ঘাড়টা বেড় দিয়ে ধরার সময় মিস্ত্রীটা ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। আমি ঘাড়ে জোরে চাপ দিলাম ঐ টুকুই যথেষ্ট। এই সাঁড়াশী প্যাঁচ খুবই সাংঘাতিক, মিস্ত্রীটা মাটিতে শুয়ে পড়ল—পনেরো মিনিটের মধ্যে জ্ঞান ফিরবে না মিস্ত্রীটাকে টেনে আড়ালে নিয়ে গেলাম। তার গালে টোকা মেরে মনে মনে বললাম "দুঃখিত বন্ধু, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। একটা মহৎ কাজের জন্য তোমাকে এই কষ্টটুকু সহ্য করতে হ'ল।"

মিনি কুপারটা খুব একটা কাজে লাগবে না আমার, খুবই হাল্কা ধরনের গাড়ী রাস্তায় গাড়ীটা নিয়ে এগোতে-পিছোতে লাগলাম।

চেকপয়েন্টের সামনে গাড়ীব সারির মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই মিনি কুপারটা সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে চালিয়ে কাঠের গেটটা ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে। দুটো বাস আস্তে আস্তে চেক-

পয়েন্টের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সুযোগটা ছাড়লাম না। বাস দুটো এক লাইনে নেই। আমি মিনি কুপারটার অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিলাম; গাড়ীটা ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেটের পূর্ব দিকের কাঠের গেটের দিকে সোজা এগিয়ে চললো। কিন্তু কয়েকটা খুঁটি-নাটি ব্যাপার আমি ভাবিনি। প্রথমটা হল—আগেও গেট ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছে; সুতরাং এই ব্যাপারটার দিকে নজর রাখা হয়েছে কিন্তু এটা আমি খেয়াল করিনি। কাঠের গেটের ধারটা ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ-সংকেত তীব্র শব্দ করে বেজে উঠল সামনেই দেখলাম রাস্তার তল থেকে মোটা সুঁচোলো লোহার পেরেক লাগানো ইস্পাতে ফলা উঠে আসছে। কিন্তু এখন আর পিছোনোর কোনো উপায় নেই। ঐ ইস্পাতের ফলা গাড়ীটাকে খুব সহজে ফালা ফালা করে ফেলবে। প্রথম ফলাটা এগিয়ে আসতেই আমি গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিলাম। দু-চাকায় ভর করে গাড়ীটা ইস্পাতের ফলাটার উপর দিয়ে টপকে অন্যদিকে পড়ল কিন্তু ফলাটার ধার লেগে গাড়ীর ছিপনের খানিকটা অংশ উড়ে গেল। গাড়ীটা যাতে উল্টে না যায় তার চেষ্টা করলাম। চারজন পুলিশ হাঁটু গেড়ে আমার দিকে রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ে চলছে। আমি গাড়ীটা তাদের দিকে চালিয়ে দিলাম; তারা ছুটে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আমি এখন পাঁচিলের সমান্তরাল রেখা ধরে চলেছি পুলিশ গুলোর গুলি এসে গাড়ীর পিছনে আছড়ে পড়ছে। ওরা গাড়ীর চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। আমি গাড়ীটা আবার ঘুরিয়ে চেকপয়েন্টের সামনে থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটা

রাস্তার দিকে চালালাম কিন্তু রাস্তায় পড়ার আগে গাড়ীটাকে জোরে ব্রেক কষে থামালাম আমার সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের একটা ভারী গাড়ী। গাড়ীর পিছন থেকে ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে চারজন পুলিশ গুলি চালাতে লাগল; তাদের আশা, হয় আমি গাড়ী নিয়ে তাদের ভারী ভারী গাড়ীটার উপর ধাক্কা মারব আর না হয় বিপদ বুঝে গাড়ী থামিয়ে দেব।

কিন্তু আমি ছুটোর একটাও করলাম না। পুলিশের গাড়ী এবং সার দেওয়া গাড়ীগুলোর মধ্যে ছোট্ট একটু জায়গা রয়েছে। আমি ঐ ফাঁদের মধ্যে মিনি কুপারটা ঢুকিয়ে দিলাম। ঝুঁকি নিয়ে বাঁক ফিরলাম, তারপর আর একটা আড়াআড়ি রাস্তার মধ্যে তীব্র জোড়ে গাড়ী চালিয়ে দিলাম

এই সময়ে পুলিশের একটা জীপ ভীষণ জোরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমার পিছু নিল। বুঝতে পারলাম—যদি মিনি-কুপারটা আঁকরে থাকি তবে এদের হাত থেকে রেহাই পাব না। ছ'চাকায় ভর দিয়ে প্রথম বাঁকটা ঘুরলাম, তারপর দ্বিতীয় বাঁকটার মুখে এসে জোরে ব্রেক করলাম। গাড়ী থেকে নেমে ছুটতে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তাই হলো—পিছনে ছুটে আসা পুলিশের জীপটা বাঁকের মুখে থামা মিনি-কুপার-টার উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হ'ল—তারপর ছ'টো গাড়ী দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। যাক্ কিছুটা সময় পাওয়া গেল।

আমি সামনের বাড়ীটার মধ্য দিয়ে ছুটে চললাম; তার-

পর থেমে পিছন দিকে ফিরে এলাম—গাড়ী দুটোর সংঘর্ষের জায়গায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে; আমি তাদের মধ্যে মিশে গেলাম। সেনাবাহিনীর জীপ আর গাড়ী এসে থামছে; আমি সবার অলক্ষ্যে গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু আমার এত পরিশ্রম বৃথা গেল, আমি পূর্ব বার্লিনেই রয়ে গেছি—সামনের লম্বা, উঁচু পাঁচিলটা দুর্ভেদ্যভাবে আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

সব লোকজন চলে যেতে আমি আবার পাঁচিলের খোপে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। এখান থেকে চেক পয়েন্টের সামনে দাঁড়ানো গাড়ীর সারি দেখা যাচ্ছে। কিভাবে চেক-পয়েন্ট পার হয়ে পশ্চিম বার্লিনে ঢোকা যায় তা চিন্তা করতে লাগলাম। তবে আগের মত কোন চেষ্টা আর করব না। চেক-পয়েন্ট পাহারা আরও জোরদার করা হয়েছে—তারা এখন খুব সতর্ক। রাত বাড়তে লাগল—এখন বেশীর ভাগ ভারী লরী পার হচ্ছে। যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি তখনই নজরে পড়ল চারটে বড় ট্রাক্টর ট্রেলার চেক-পয়েন্টের সামনে এসে থামল। এই গাড়ীগুলো ট্রাক্টর টেনে নিয়ে যায়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই শেষের গাড়ীটার পিছনের অংশ থেমে আছে। আমি লক্ষ্য করলাম পুলিশগুলো ট্রেলার-গুলো তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছে; প্রথমে ড্রাইভারের কাগজ-পত্রগুলো দেখছে তারপর প্রত্যেকটা ট্রেলারের দরজা খুলে দেখছে ভিতরে অন্য কেউ আছে কিনা। পুলিশগুলো রুটিন-মাফিক পরীক্ষা করছে কিন্তু বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব দেখছে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ট্রেলারের সামনের

অংশের নীচে লাগানো ছেট্টে চাকা দুটোর উপর আমার নজর পড়ল। আড়াআড়ি করা দুটো লম্বা লোহার পাত চাকা দুটোকে ধরে রেখেছে। আমি দেখলাম পুলিশগুলো গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সারি দেওয়া ট্রেলারের ইঞ্জিন চারটে গর্জে উঠল। প্রথম ট্রেলারটি চলতে শুরু করতেই আমি অন্ধকারে কুঁজো হয়ে শেষ ট্রেলারটি ধরার জন্য ছুটলাম। নীচু হয়ে ট্রেলারের তলায় ঢুকে লোহার পাতটা ধরে ঝুলে চাকা দুটোর উপর নিজেকে টেনে তুললাম এবং একটা পা দুটো চাকার ফাঁকে আর একটা পা ট্রেলারের নীচে একটা থাকে আটকে রাখলাম। শেষের টেলারটা চলতে আরম্ভ করলে আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। দু'পাশে দাঁড়ানো পুলিশগুলোর পা দেখা যাচ্ছে; টেলারটা গতি বাড়াল - সাদা কালো ডোরা ডোরা দাগ কাটা গেট পার হয়ে আমি পশ্চিম বার্লিনে ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বালানোর জন্য গাড়ীর গতি একটু আস্তে হতেই আমি পা দুটো বার করে নীচে লাফ দিলাম - তারপর গড়াতে গড়াতে ট্রেলারের তলা থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেছে - কিন্তু এখন থামলে চলবে না, আমি পশ্চিম বার্লিনের রাতের রাস্তা দিয়ে ছুটে চললাম।

পশ্চিম বার্লিনের রাত এখন প্রাণচঞ্চল এবং উজ্জ্বল। একটা ট্যাক্সি ডেকে আমি তাতে উঠলাম। হেলগার বাড়ীর দিকে যেতে যেতে আমি পিস্তলটায় গুলি ভরে রাখলাম আর ছুরিটা কাঁধের খাপে আটকালাম। হেলগার চাবি আমার বুক পকেটে - এইবার চাবি দিয়ে হেলগার ঘর খুলতে হবে।

হেলগার ঘরের দরজার তলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে – তার মানে হেলগা এখনও জেগে আছে। নিঃশব্দে এক ধাক্কায় দরজাটা খুললাম হেলগা শোবার ঘরে আছে, দরজা খোলা. আমার পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। আমাকে কিছু বলতে হল না – তার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে পরনে কাল রঙের স্কার্ট আর হাল্কা সবুজ রঙের হাত কাটা ব্লাউজ। বিমূঢ়তা কাটিয়ে সে বিছানার পাশে আলমারীর দিকে লাফ মারল। উপরের ড্রয়ারটা খুলে হাত ঢুকিয়ে ছিল। রিভলভার নিয়ে ড্রয়ার থেকে হাতটা বার করার আগে আমি ড্রয়ারটা জোরে তার হাতের উপর বন্ধ করে দিলাম। সে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। আমি তার হাতটা ধরে মোচড় দিলাম। আঙ্গুলগুলো ফাঁক হয়ে ড্রয়ারের মধ্যে রিভলভারটা পড়ে গেল। ড্রয়ারটা লাথি মেরে বন্ধ করে হেলগাকে দু'হাতে উপরে তুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেললাম। তারপর একহাত দিয়ে তার সোনালী চুলের গোছা ধরে তাকে পাক দিতে লাগলাম। ব্যথায় সে মুখ হাঁ করল ; দু'হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে এক হাঁটু দিয়ে নিজেকে উঁচু করল।

"আমাকে মেরোনা, সে কোনো রকমে বলল। "তুমি বেঁচে আছ দেখে আমি আমি সত্যিই খুশী হয়েছি।"

"তোমার রিভলভারটা নেবার চেষ্টা থেকেই আমি তা ভালই বুঝতে পেরেছি," আমি বললাম।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আমাকে মেরেই ফেলবে," সে বলল, "তোমাকে ··তোমাকে ভীষণ রাগী দেখাচ্ছে।

"তোমার এতে অবাক হবার কিছু নেই," আমি তাকে বললাম "তুমি যদি তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের জবাব না দাও তবে তোমার ঐ হালই হবে।"

আমি মেঝেতে পড়ে থাকা তার জামা-কাপড় গোছানো ব্যাগটায় একটা লাথি মারলাম। ভিতরের গোছানো টুকি টাকি জিনিসগুলো চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। "তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে যাচ্ছিলে, তাই না?" আমি বললাম। "তুমি বোধহয়, ডেইসিগের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলে?"

"আমি দেশে ফিরে যাচ্ছিলাম," সে তখনও কোমড় জড়িয়ে ধরে আছে।

আমি ডেইসিগের দলের লোক নই। "তার চোখে কাকুতি মিনতি।

"টাকার জন্যই আমি তাদের একটু আধটু সাহায্য করি।"

বাঃ বেশ চালিয়ে যাচ্ছ; চেষ্টা করে যাও—কিন্তু ভাবি ভোলবার নয়, আমি বললাম। "আমি জানি আরব দেশের টাকায় ডেইসিগ্ তার কাজ চালাচ্ছে। তোমাকে সব খুঁটি নাটি খবর গুলো বলতে হবে কে তাকে টাকা দিচ্ছে?'

"তুমি বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই কিছুই জানি না," সে বলল।

"তোমাকে বিশ্বাস করব? তার আগে আমার মাথাটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"তুমি বুঝতে পারছনা··· সে বলতে শুরু করতেই আমি ধমক দিলাম।

"তুমি ঠিকই বলেছ," আমি বললাম, "সত্যিই অনেক কিছু আমি বুঝতে পারছিনা। তুমি সেই সব জিনিসগুলো আমাকে বুঝিয়ে দেবে আমি বুঝতে পারছিনা একটা মেয়ে কি করে একটা লোককে ভাল বাসতে পারে, তাকে বিছানায় দেহ দিতে পারে আবার তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাছাড়া রাইন নদীর উপর বজরায় তুমি কি করছিলে? আর একটু হলেই তো তুমি নিজে মরে যেতে।"

"আমি সবকিছু তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারি," সে তাড়াতাড়ি বলল। তাহলে তো বেশ ভালই হয়।"

"বাঃ, কিন্তু এসব পরে হবে। আগে বল ড্রেইসিগ্ সম্বন্ধে তুমি কি জান।"

তার হাত দুটো আমার পা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

"সত্যি বলছি আমি কিছু জানিনা," সে বলল।

"আমি তার ঘাড়টা ধরে পিছনে মোচড় দিলাম। সে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল।" আমি আবার প্রথম থেকে প্রশ্ন শুরু করছি, আমি রূঢ় গলায় বললাম। "যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। ড্রেইসিগের কাছে কি করে টাকা আসছে এবং সেই টাকা কোথায় রাখা হচ্ছে?"

সে আমার চোখ দেখে বুঝতে পারল আমি তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না; তার ছেনালীপনায় আমি আর ভুলছিনা। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম হেলগার চোখদুটো ছোট হয়ে আসছে, চোখের তারা স্থির, চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম হেলগার ডান হাতের মুঠোটা

আমার নাভীর নীচে নরম জায়গাটায় আছড়ে পড়ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কোমরটা পিছন দিকে বেঁকালাম ঘুষিটা জোরে খাইয়ের উপর পড়ল। আমি তার হাতটা পিছমোড়া করে ধরে মোচড় দিলাম; হেলগা খাট থেকে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল; দাঁতগুলো কড় কড় শব্দ করে উঠল, আমি বিছানার উপর উঠে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে বিছানায় তুললাম। মুখটা বালিশের উপর ঠেসে ধরে মেরুদণ্ডের উপরের দিকে একটা জায়গায় চাপ দিলাম। মুখটা যদিও চাপা তবুও সে এমন চীৎকার করে উঠল যে রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি তাকে চিং করলাম; সে আবার চীৎকার করে উঠল। সুন্দর মুখটা যন্ত্রণায় বীভৎস হয়ে গেছে, সারা শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল। আমি মারার জন্য একটা হাত তুললাম, সে দুহাত উপরে তুলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল।

"না, না, আমায় আর মেরো না" জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বলতে লাগল। "আমার বাঁ দিকটা ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে উঃ ভীষণ যন্ত্রণা করছে।"

আমি ভালভাবেই জানি কি রকম যন্ত্রণা তার হবে। আমি আবার তার ঘাড়টা ধরে মোচড় দিতে লাগলাম।

"ড্রোইসিগ্‌কে মদত দিচ্ছে কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বেন্‌ মুসাফ্‌।" সে কোঁ ফমে বলল। আমি আমার হাতটা আলগা করলাম। সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেন্‌ মুসাফ্‌ মানে শেখ আবদুল বেন্‌ মুসাফ্‌। আরবের একজন ধনকুবের। আরব দেশের ব্যাপারে নাসেরের নাক গলানো সে পছন্দ করে না।

তেল বেচে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। তার সঙ্গে অন্য তেল ব্যবসায়ীর গোপন যোগাযোগ আছে। মনে মনে একটা উচ্চাশা পোষণ করে সে। তাহলে সেয়ানে সেয়ানে মিলছে ভাল।

"কি করে সে টাকা পাঠাচ্ছে, আর টাকাগুলো কোথায় আছে আমি হেলগাকে জিজ্ঞেস করলাম। হেলগার সমস্ত শরীর তখন ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। হেলগা চুপ করে আছে দেখে আমি মার-বার জন্য হাত তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে ফল পেলাম।

"সোনা পাঠায়," হেলগা বলল।

সোনা! সবচেয়ে স্থিতিশীল টাকা। ড্রেইসিগ্ এই সোনা বেচে প্রয়োজন মত মার্ক, ডলার, ফ্রাঙ্ক কিনতে পারে। এই সোনা ব্যাঙ্কে রাখারও দরকার নেই— তাহলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। যে কোন জায়গায় যে কোন সময়, যে কোনো বাজারে সোনার চাহিদা আছে; ড্রেইসিগ্ ফয়দা তোলে, কিন্তু একটা অসুবিধাও তো আছে।

সোনা ভর্তি জাহাজ তো নদীর ধারে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, ব্যাঙ্কেও রাখা সম্ভব নয়।

"সোনাগুলো কোথায় রাখা হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে একটা কাধ দিয়ে বিছানায় ভর দিয়ে কোন রকমে উঠে বসল, তার হাত-পা ভয়ে এবং ব্যাথায় কাঁপছে।

আমার ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমি..... আমি সব বলছি। সবার আগে আমাকে একটা সিগারেট দাও, মাত্র একটা।" আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, একটা সিগারেট

তাকে কিছুটা শান্ত করতে পারে; তাহলে সে হয়ত আমার সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে। কোণের টেবিলটায় কাঁচের একটা ভারী অ্যাশট্রে আর এক প্যাকেট সিগারেট রয়েছে। টেবিলে রাখা টেবিল ল্যাম্পটার আলোতেই ঘরটা আলোকিত। টেবিলটার কাছে পৌঁছে প্যাকেট আর অ্যাশট্রেটা তুলতে গেল।

আমার দিকে পিছন দিয়ে নীচু হয়ে অ্যাশট্রেটা তুলে ছুঁড়ে মারার সময় হাত কাটা ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে দেখলাম তার কাঁধের মাংশপেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে সরে গেলাম হেলগাও দারুন ক্ষিপ্রতায় ভারী অ্যাশট্রেটা আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। ঠিক মাথা সরিয়ে না নিলে মাথাটা এতক্ষণে দ্বভাগ হয়ে যেত; কিন্তু তবুও অ্যাশট্রেটা মাথার খুলির এক ধারে লাগল। তাতেই চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলাম; বুঝতে পারলাম হেলগা আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে হেলগাকে ধরতে গেলাম মাথাটা তখনও ঝিম ঝিম করছে, চোখ অন্ধকার। হেলগা খুব সহজেই আমার হাতদুটো সরিয়ে আলমারীর কাছে গেল। ড্রয়ারটা খুলে হাতে রিভলভারটা নিল।

"শুয়োরের বাচ্চা!" হেলগা বিকৃত মুখে বলল। তোমার এবার বারটা বাজাব। এবার তোমাকে পস্তাতে হবে। তুমি সব জানতে চাও, তাইনা? মরার আগে সব তাহলে জেনে নাও। তুমি বলেছিলে না রাইন নদীর উপর বজরার

ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছনা। তাহলে শোন—আমিই বজরায় বোমা রেখেছিলাম—কিন্তু বোমাটা ত্রিশ সেকেণ্ড আগে ফেটে যায়। "আমি যদি রেলিং-এর উপর দিয়ে জলে ঝাপ না দিতাম তাহলে আমিও এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।"

আমি হেলগার শীতল, ধারালো চোখের দিকে তাকালাম। মুখটা কঠিন হয়ে আছে, চোয়ালদুটো শক্ত। এই মেয়েটাই কি দেহের খিদে মেটাবার জন্য দু'রাত আমার শরীরটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে? হেলগার মধ্যে দুটো সত্ত্বা আছে? একটা হল দেহসর্বস্ব বেশ্যা—আর একটি হল ধীর স্থির, অচঞ্চল, কঠিন স্বভাবের একটা কুত্তী।

"তাহলে রাইন নদীর উপর বজরায় বিস্ফোরণের উত্তরটা পেলে।" হেলগা বলে যেতে লাগল। আমি আমার চোখ দুটো হেলগার চোখের উপর রেখে মাথা নাড়লাম।

"তুমি জানতে চাও সোনাগুলো কোথায় রাখা আছে? সে বলল, আগামী কাল রাতে একটা বৈঠক বসবে? বেন মুসাফ তাতে যোগ দিতে আসছে; সঙ্গে আনছে দু বজরা ভর্তি সোনা। আমার দুঃখ হচ্ছে-তা দেখার জন্য তুমি আর বেঁচে থাকবে না।"

হেলগা চেচিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে; আমি কিন্তু তাকে নজর ছাড়া করলাম না। আমার শুধু একটু সময় দরকার। আমি

জানি হেলগার আর একটি সত্ত্বা আছে। দেহের খিদে যদি একবার হেলগাকে পেয়ে বসে তবে আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারবেনা। আমি যদি তার মধ্যে ঐ ইচ্ছাটা জাগিয়ে তুলতে পারি তাহলে আমি একটা সুযোগ হয়ত পেতে পারি। লক্ষ্য করলাম টেবিল ল্যাম্পটার তার আমার একটু দুর দিয়ে প্লাগে গিয়ে লেগেছে।

"আমার আর একটা জানার ইচ্ছা আছে", আমি সামান্য একটু ডান দিকে সরে গিয়ে বললাম, "তুমি দু'রাত আমাকে দেহ দিয়েছ, আমি বিশ্বাস করিনা, ওটা তোমার শুধু অভিনয়।"

রিভলভারটা আমার দিকে তাক করে ধরে রেখেছে হেলগা; কিন্তু তার চোখদুটো একটু নরম হল। "না, ওটা অভিনয় ছিল না," সে বলল।

"প্রাসাদে প্রথম দিনই আমি তোমার পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। আমি এক্সটেনসন লাইনে তোমার সঙ্গে তোমার বসের কথা শুনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে আমি পাগল হয়ে যাই তুমি আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলে।"

'আর গত রাতের ব্যাপারটা," আমি হেলগার অলক্ষ্যে আরও একটু সরে গিয়ে বললাম, "তুমি নিশ্চয়ই বলবে না—ঐ সব ব্যাপার তুমি ভুলে গিয়েছ।"

'না, আমি ভুলিনি," সে বলল। ব্যাপারটা চুকে গেছে ব্যাস আর কোন আলোচনার দরকার নেই।"

"কিন্তু তবুও তোমাকে স্বীকার করতে হবে তুমি তৃপ্তি পেয়ে-

ছিলে, আরাম পেয়েছিলে," আমি হেলগার দিকে হেসে বললাম। আমার পা লাইটের তার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।" আমার সঙ্গে আর একবার বিছানায় শুতে তোমার ইচ্ছে করছেনা হেলগা এই এখনই? মনে কর তো সেই সব দৃশ্যগুলো-আমি তোমার বুকের উপর মুখ দিয়ে রয়েছি, তোমাকে আদর করছি। তুমি সেই চরম অনুভূতির কথা চিন্তা কর যখন আমি তোমার শরীরের ভিতর ঢুললাম।

হেলগা জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল—বুকটা উঠছে নামছে।

'তুমি একটা বেজন্মা,' দাঁত চেপে সে বলল। সেফটিক্যাচ সরিয়ে ট্রিগারে উপর অঙ্গুল রাখল। আমি পা তুলে তারটায় লাথি মারলাম তারটা প্লাগ থেকে খুলে গেল, লাইটটা নিভে গেল। আমি একাধারে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম—মাথার উপর দিয়ে একটা গুলি চলে গেল। আমি লেলগার হাঁটু লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালালাম; হেলগা চিৎ-হয়ে পড়ে গেল—রিভলভার থেকে আর একটা গুলি বেরিয়ে ছাদে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হেলগার উপর লাফ দিয়ে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলাম। হেলগা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গড়াতে গড়াতে দরজার কাছে গেল, তারপর উঠে ছুটতে লাগল। রিভলভারটা হাতে নিয়ে আমি হেলগার পিছু নিলাম। হেলগা দুটো করে সিঁড়ি একসঙ্গে টপকে ছাদের দিকে উঠতে লাগল। ছাদে পৌঁছবার আগে আমি প্রায় তাকে ধরে ফেলেছিলাম আর কি। কিন্তু হেলগা ছাদের দরজার জোরে বন্ধ করে দিল; আমি একটু সরে এলাম, না হলে দরজার দু'পাল্লার

মাঝে পড়ে আমার মুখটা থেঁতলে যেত।

দরজা ফাঁক করে আমি ছাদে উঁকি মারলাম। হেলগা ছাদের একেবারে কিনারায় চলে গেছে; সবচেয়ে কাছের বাড়িটা আট ফুট দূরে।

"না, লাফ দিওনা; তুমি ঐ বাড়ীর ছাদে পেঁাছতে পারবে না," আমি চিৎকার করে বললাম। হেলগা আমার কথায় কান দিল না। একটু পিছিয়ে এসে দৌড়ে এক লাফ দিল। আমি চোখদুটো বন্ধ করলাম। চোখ খুলে দেখি হেলগা আট ফুট দূরের উঁচুবাড়িটির ছাদের কার্নিশ ধরে ঝুলছে; কিন্তু এক মুহূর্ত তারপরই হাত ফসকে নীচে পড়ে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে ফালা ফালা করে দিল। হেলগার দুঃখ অনুভব করতে চাইলাম—কিন্তু না, মনের মধ্যে কোনো দুঃখ বোধ হল না। হেলগার কাছ থেকে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। মধ্যরাতে হাসির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে চিন্তা করতে লাগলাম শব্দটা কত কাছ থেকে এলো, সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হাসি, পাশের রুম থেকে ভেসে এলো। তখন আমার মনে কৌতুহল জাগল। আমি বিছানা থেকে উঠে দাড়ালাম।

হোটেলটা যদিও পাকা তবু পার্টিশন হার্ডবোর্ড দিয়ে করা। চোখ বুলাতে লাগলাম। কোন ফুটো ফাটা চোখে পড়ে কি না; উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি উপরটা ফাকা, টেবিলটা একটু ওদিকে টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর উঠে দাড়ালাম। যা দেখলাম—তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। অবশ্য আমি ওদেরকে দেখতে পারছি। কিন্তু তারা আমাকে দেখতে পারছে না। ওরা

দুজন। ছেলেটার বয়স হবে বাইশ/তেইশ আর মেয়েটার বয়স আঠার/উনিশ হবে। দুজন দুজনাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। মেয়েটা ছেলেটার বুকের উপর এলিয়ে পড়ল, ছেলেটা তখন তাড়া তাড়ী উঠে যেয়ে দরজা ভাল করে বন্ধ করল এবং মেয়েটাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বিছানার উপর নিয়ে গেল।

উজজ্বল আলোর নীচে ওরা দুজন। মেয়েটার কোমর ধরে শূন্যে তুলে ফেলল ছেলেটা। 'ওহ, মাই সুইট হার্ট!'

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

'সেসব কথা পরে হবে, এখন আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।

"এস আমরা কাজে নেমে পড়ি"।

'পট পট শব্দে মেয়েটা তার গায়ের বস্ত্র খুলে ফেলল। পিঠে দু'হাত বাকিয়ে ব্রা'র হুকটা খুলে ফেলল। মেয়েটার ঐ দুটো যেন লাফিয়ে বের হয়ে পড়ল, ফর্সা ধব-ধবে বড় বড় দুটো স্তন। থর থর করে কাঁপছে ওজনের ভরে।

এতক্ষণে ও দুটো কত কষ্টে বাধা ছিল। স্তনের বোঁটা দুটো ঈষৎ নিম্ন মুখী।

নিপল্‌টা একটু সুচালো। নিপলের চারপাশে খয়েরী রং এর প্রলেপ। উজ্জ্বল আলোতে চক চক করে উঠল।

'ওহ, হার্ড বিউটিফুল আর।' মুখ গুজে দিল ছেলেটা ও দুটোর মাঝখানে। ও দুটোর মাঝে নরম যায়গায় নাক চেপে ধরল। স্তন দুটো মাখনের মত নরম। স্তনের বোটা দুটো একটু

শক্ত হয়ে গেল। টান টান হয়ে দাড়াল। ছেলেটা একটা নিপল মুখে পুরে ফেলল। তার পর পাগলের মত ক্ষুদার্থ, তৃষ্ণার্থ শৃগাল যেমন খাওয়ার জন্য ছুটা ছুটি করে আর খাওয়া পেলে যেমন করে ঠিক তেমনই ভাবে 'চুষতে' লাগলো, কামড়াতে লাগলো, চাটতে লাগলো। ছেলেটার নাক দিয়ে তখন ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইতে লাগল। আর মেয়েটা উন্মাদের মত ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলো। মাঝে মাঝে ওর মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিচ্ছে। কখনও ওর মাথায় চুমো খাচ্ছে। ওরও উষ্ণ নিশ্বাস পড়তে শুরু হয়েছে। ওর বুক যতই চুষছে ততই সির সির করে ওঠছে।

ছেলেটা যে ভাবে ওর বুক চুষছে, চাটছে, আর কামড়াচ্ছে তাতে ওকে বন্য হিংস্র পশুর মতই মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হিংস্রতা বেড়ে যাচ্ছে। একটু বেশী জোরে কামড় দিচ্ছে। সামান্য ব্যথা পেলেও মেয়েটার খুব একটা খারাপ লাগছে না। কারণ ও ওতো এখন আর স্বাভাবিক নেই, উত্তেজিতা। মেয়েটা বুঝতে পারছে ওর নিম্নাঙ্গে এতক্ষণে হড় হড়ে হয়ে গেছে। চিন চিন করছে। শক্ত কিছু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত যাওয়ার অপেক্ষায় ওটা এখন। ওটার ভিতর আসকুখো কীট যেন কুরছে। ও গুলোকে আঘাত করতেই হবে।

ছেলেটা মেয়েটাকে আচমকা তুলে খাটের উপর বসিয়ে দিল। মেয়েটার দুপা নীচের দিকে ঝুলছে। পায়ের লোম গুলোতে একবার হাত বুলালো ও। ধব ধবে মোটা মোটা নরম দুটো উরু

চেপে ধরল। খামচে দিল উরু দুটোতে রক্ত জমে গেল।

মেয়েটা বুঝল ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। মেয়েটার পেন্টি ধরে টানা টানি করছে। মেয়েটাও পেন্টি খুলতে সাহায্য করল। এক রাশ কাল পশম উঁকি দিল। ছেলেটাও বুঝলো মেয়েটাও বেশ উত্তেজিত এখন। ছেলেটা আংগুল ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা বোধ হয় সেটাই চাচ্ছিল।

দু উরুর মাঝে মাথা রাখল। মুখটা এগুয়ে নিল। মাঝ খানে একটা বাদামী আকারের ত্রিভূজ। সমস্তটাই ভিজে চপ চপ করছে। মেয়েটা ওর চুল আকড়ে ধরে মাথার পিছন ধরে ধাক্কায় দু'উরুর মাঝে পিশে ফেলতে চাইল।

মেয়েটা আর সহ্য করতে পারল না। ছেলেটার গলা ধরে খাটের উপর বসালো—এবার তোমার টা আমি দেখবো।

ছেলেটার লিঙ্গটা তখন জাঙ্গিয়ার সরিয়ে প্যান্টের চেনের ফাক দিয়ে মাথা গলিয়ে তড়াক তড়াক করে লাফাচেছ। মেয়েটা দু'-হাতে ওটাকে চাপ দিচেছ। ছেলেটার সারা দেহ কেপে কেপে উঠছে।

মেয়েটাকে চেপে ধরল। 'প্লিজ' আমি আর থাকতে পারছি না। লাফিয়ে মেঝেতে নামল। দুহাতে আকড়ে ধরল মেয়ে-টাকে। চিৎ করে শুয়ায়ে ফেলল। একটা পা উচিয়ে ধরল। পা উচাতেই মেয়েটার দু উরুর সন্ধি স্থলেয় রেখাটা স্পষ্ট হলো।

ছেলেটা আর এক মূহূর্ত অপেক্ষা করল না। নীচ থেকে পায়ের উপর ভর দিয়ে বার বার কোমর এগুয়ে দিচ্ছে। মেয়েটা ওর

ঘাড়ের কাছটাতে কামড় বসাচ্ছে। উষ্ণ নিশ্বাস ফেলছে। বার বার কোমর ওচিয়ে আনছে। গতি বাড়িয়ে দিল। বুঝতে পারল মেয়েটা তার চরম মুহূর্তে এসে পৌঁচেছে। ছেলেটা ওর চরম তৃপ্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করল। মেয়েটার দু'পা কাধে তুলে নিল। পাছাটা পর্যন্ত ঊর্ধমুখী। ছেলেটা দু'হাত ওর কোমরের নীচে ধরে আরো কাছে টেনে নিল। এবার জোরে জোরে কোমরে চাপ দিতে লাগল। মেয়েটা এবার কোকিয়ে ওঠল। 'প্লিজ' নামাও—আমার পা তোমার কাধ থেকে নামাও। একে বারে বুক পর্যন্ত উঠেছে। ছেলেটা তখন পাগল হয়ে উঠেছে। দিগবিদিগ জ্ঞান শুন্য। 'না তোমার পা নামাব না। তোমার সেক্স আমি মিটিয় ছাড়ব। না হয়' আমি পুরুষ মানুষই নয়।' আজ ছাড়ো। আমার···লাগছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এখন চরম মুহূর্ত। আর একটু পরেই তো···।

খুব আরাম লাগল। নিজেও কোমর দুলিয়ে ওকে শান্তি দিচিছল।' এক সময় ছেলেটা শান্ত হয়ে গেল। মেয়েটার বুকের উপর ধপাস করে শুয়ে পড়ল। মেয়েটা ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল দু'জনেই তৃপ্তি পাচ্ছে।

ওরা দু'জনেই চরম ভাবে তৃপ্ত।

প্রায় একই সাথে দু'জনেই নিশ্বেষ করেছে' ওরা দুজন দুজনের ঠোঁট মুখে নিয়ে হাপাচ্ছে।

আমার তখন জ্ঞান ফিরল বুঝতে পারছিলাম না এতোখন আমি কিভাবে দাড়িয়ে আছি। সপ্ন দেখার মত দেখছিলাম

নিচের দিকে হাত নামাতেই। মনে হলো কলো বাঁশের লাঠির সাথে বাড়ি লাগল।

বিছানার উপর এসে ধপাস করে শুয়ে পড়লাম। মনে পড়ে গেল মেরীর কথা, হেলগার কথা, হেলগার কথা মনে হতে কেমন যেন একটা ব্যাথা অনুভব করলাম সে যাই হোক এভাবে মরাটা ঠিক হলো না।

আসল খবরটাই আমি পেলাম না। নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হ'ল। সারাদিনে অনেক ধকল গেছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পড়লাল। কাছেই মোটামুটি একটা হোটেল পেলাম। এখন ঘুমোবার জন্য শুধু একটা বিছানা দরকার।

কাল সকালে আমাকে বার করতেই হবে কোথায় আব্দুল মুসাফ্ ড্রেইসিগের সঙ্গে দেখা করছে। এটা একটা শীর্ষ বৈঠক— যে করেই হোক সেখানে আমাকে হাজির হতেই হবে। আমার সাফল্য এটার উপরই নির্ভর করছে। ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৭

সামনের একটা দোকানে এক কাপ কফি নিয়ে বসে মাথা থেকে চিন্তার জটগুলো ছাড়াতে চেষ্টা করলাম। হেলগা যা-ই বলুক না কেন সে ড্রেইসিগের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সভ্য। হেলগার কি হয়েছে এতক্ষণে তারা টের পেয়েছে। তারা পূর্ব বার্লিনে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তিনবার আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কিন্তু উল্টে ফল হ'ল কি—তাদের ছয়জন লোক এবং হেলগা এখন পরপারে চলে গেছে। তারা ছাড় পড়েছে।

ড্রেইসিগকে ছাড় আমি এখনও চাক্ষুষ দেখিনি। কেমন দেখতে ড্রেইসিগ—লম্বা না বেঁটে, শান্ত না উগ্র স্বভাবের? কিন্তু এইটুকু জানি তার মাথায় বিরাট এক পরিকল্পনা আছে তার উচ্চাশাও বিরাট। আব্দুল বেন মুসাফের কথা আমার মাথায় চক্কর দিতে লাগল। সে আজ রাতে বজরা ভর্তি সোনা নিয়ে পশ্চিম বার্লিনে আসছে। হেলগার সেখানে যাবার কথা—তাই সে ছোট্ট ব্যাগটায় টুকি টাকি জিনিষ গোছাচ্ছিল। তার মানে হেলগা বেশীদূরে

যাচ্ছিল না—অর্থাৎ আব্দুল বেন মুসাফ কাছে পিঠে কোথাও আসছে, খুব কাছে।

হেলগা একটা সাংঘাতিক চিজ্। আমাকে লরী করে নিয়ে পূর্ব বার্লিনে আটকে দিল—তার পিসতুতো ভাই হুগো আর কেউ না—তাদের দলেরই লোক। প্রাসাদটায় হেলগার যাতায়াত আছে ঠিকই—কিন্তু 'কাকা' হচ্ছে বানানো। ড্রেইসিগই হচ্ছে সেই কাকা। ঐ প্রাসাদেই ড্রেইসিগের সঙ্গে আব্দুল বেন মুসাফের বৈঠক বসবে। এছাড়া আর নিরাপদ জায়গা কোথায় আছে? ঐ প্রাসাদ ছাড়া সোনা লুকিয়ে রাখার ভাল জায়গা আর কি হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ প্রাসাদের বন্ধ ঘরগুলোর কথা মনে পড়ল—হেলগা ঐ ঘরগুলো খুলে আমাকে দেখায়নি। রাইন নদীর ধারে ঐ প্রাসাদেই খুব সহজে বজরা থেকে নেমে যাওয়া যায়, তাছাড়া হেলগা নিজেই বলো —ওখানে জাহাজ থামানোর ব বস্থা আছে।

আমি মনে মনে হিসাব করতে লাগলাল। এখন থেকে গাড়ী করে প্রাসাদে পৌঁছতে আমার চার ঘণ্টা সময় লাগবে। দ্রুতগতি সম্পন্ন, মজবুত একটা গাড়ী আমার দরকার। কোনো গ্যারেজে গিয়ে গাড়ী ভাড়া করা আমার ঠিক হবে না—শত্রুরা সেখানে নজর রাখতে পারে, তারা জানে আমার একটা গাড়ী দরকার। আমি জানি কোথায় গেলে নতুন, মজবুত একটা গাড়ী পাওয়া যাবে। লিসা হাফ্‌ম্যানের কাছে গেলে পাওয়া যাবে—যদি অবশ্য ও এরমধ্যে নতুন গাড়ীটা কিনে ফেলে। দোকান থেকে বেরিয়ে

আসতেই লিসার মুখটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

কলিংবেল টিপতেই লিসা দরজা খুলল। পরণে টকটকে লাল রঙের আঁটো সাটো ব্লাউজ নীল ডোরাকাটা স্ল্যাকস্। ঈষৎ বাঁকানো উঁচু বুক দুটোর উপর নজর না দিয়ে উপায় নেই ; কিন্তু আমি অতি কষ্টে লিসার মুখের দিকে চোখ ফেরালাম। আমাকে দেখে লিসা একটু অবাক হয়েছে, চোখের দৃষ্টি সাবধানী, ভ্রূদুটো উপরে তুলল—সুন্দর খাঁজ কাটা ঠোঁট দুটো হাসি ফুটে উঠল।

"তুমি সব সময়ই আচমকা এসে হাজির হও," সে বলল।

"এটা আমার অভ্যাস,' আমি হাসলাম।" তোমার নতুন গাড়ীর কি খবর ? গাড়ীটা এখনো কেনোনি না কি ?"

"আমার না বলাই উচিত," সে উত্তর দিল, চোখের দৃষ্টি আরও সাবধানী হল।" কিনেছি, গতকাল রাতে কিনেছি। ঠিক আপেরটার মত—মাখন রঙের।

"তাহলে ভালই হ'ল," আমি বললাম। "গাড়ীটা আমি কাল চাই।" লিসা আমার কথা বিশ্বাস করল না। "তুমি ঠাট্টা করছ," সে বলল।

"না, ঠাট্টা করছি না। গাড়ীটা সত্যই ভীষণ দরকার." আমি জোরে হেসে উঠলাম। লিসা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, তারপর সে নিজেও জোরে হেসে উঠল। আমরা দুজনেই জোরে হাসতে লাগলাম।

"তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল," হাসির মাঝে সে বলল, "তুমি সঙ্গে চেক বই এনেছ?"

'এবার আর চেক বইয়ের দরকার হবে না, "আমি হাসি থামিয়ে বললাম। "সত্যি বিশ্বাস কর।"

"রাস্তায় কোনো ট্রেন নেই তো?" সে মৃদু গাম্ভীর্যে বলল।

"না, কোনো ট্রেন নেই," আমিও গম্ভীর ভাবে বললাম।

"কেউ আমাদের গুলি-টুলি ছুড়বে না তো?"

"না, কেউ গুলি ছুড়বে না।"

"দেখ, গতবারের গাড়ী চালানোতে তোমার বেশ খরচা হয়েছে,' সে গুরুত্ব সহকারে বলল। "এর চেয়ে একটা ভাড়া করে নিলে অনেক সস্তা হয় না?"

আমি তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে থামিয়ে দিল, আমি জানি তুমি এখন এর উত্তর দিতে পারবে না।"

'তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে," আমি হেসে বললাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এল। প্রাসাদে পৌঁছবার জন্য আমার শুধু মার্সিডিস্‌টা দরকার। প্রাসাদে পৌঁছানোর পর কি অবস্থায় আমি পড়ব তা কে জানে।

"তুমিও আমার সঙ্গে চলনা।" আমি বললাম। "আমি আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে তোমার গাড়ী দিয়ে দেব। তুমি গাড়ী নিয়ে ফিরে আসবে। তাহলে তোমার গাড়ীর ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবণা থাকবেনা।"

সে একটু চিন্তা করে বলল, "তুমি খুব একটা খারাপ বলনি,

মাসী হয়তো কাল দোকানে টোকানে যেতে চাইতে পারে—তখন গাড়ীর দরকার হবে।"

"তাহলে দেখ, তোমার নতুন গাড়ী ঠিক সময় ফিরে আসবে আর দরকার মত অন্য কাজেও লাগবে।"

লিসা ঘরের ভিতরে গিয়ে ছোট্ট একটা ম্যানিব্যাগ আর চাবি নিয়ে ফিরে এল। একটু এগিয়ে কোণের গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বের করে প্রাসাদের রাস্তা ধরলাম। সঙ্গে এরকম একটা মেয়ে থাকলে গাড়ী চালিয়ে আরাম আছে। পায়ে এঁটে বসা শ্লাকসটা তার লম্বা, সুন্দর থাই দুটো লুকিয়ে রাখতে পারছেনা, কোমরটা বেশ সরু। তার বুক খুব উঁচু নয়—কিন্তু উপরের দিকে বাঁক খাওয়া জিনিস দুটো দেখলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

"তুমি কোথা থেকে ইংরাজী শিখেছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম

"স্কুলে," চটপট জবাব দিল।

"তোমাকে তাহলে অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে," আমি মন্তব্য করলাম।"

"তা, করতে হয়েছে," সে বলল। তাছাড়া আমেরিকান সিনেমা গুলোর কথা ভুলোনা।"

রাইন নদীর এলাকায় যখন পৌঁছলাম তখন অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। বিভিন্ন চেক-পয়েন্টে বেশ কিছু দেরা হল—তাছাড়া রাস্তায় গাড়ীর ভিড়ও কম নয়। নদীর পাড় ধরে যখন এগোতে লাগলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেছে। গাড়ী চালাতে চালাতে আমি পাহাড়ের দিকে তাকাতে লাগলাম। পাহাড়ের

মাথা ছাড়িয়ে উপরে ওঠা প্রসাদের চূড়ার দিকে নজর দিতে লাগলাম। প্রাসাদটাকে পাহাড়ের ভীড়ে হারিয়ে ফেললে চলবে না। একটু পরেই প্রসাদটার চূড়োয় আমার নজর পড়ল। আমি বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তায় ঢুকলাম। গাড়ীর গতি কমিয়ে মায়াবী গলির মুখে এসে গাড়ীটা থামালাম। আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। গাড়ী থেকে যেই নামতে যাব অমনি পাশের ঝোপ থেকে তিনটে লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে তাদের সাদা জামা, ধূসরবঙের ফুলপ্যান্ট; বুক পকেটের উপর আড়া আড়ি করা ছোট্টোছুটো তরবারী লাগানো একটা ঢাল সেলাই করা এগুলো ঠিক কোন ইউনিফর্ম নয় আবার সাধারণ লোকের পোশাকও নয়। ডেইসিগের রাজনৈতিক দলের সদস্যদের পোশাক হতে পারে।

"এটা প্রাইভেট রাস্তা," একজন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল। লোক তিনটের বয়স বেশী নয়, চোখগুলো শীতল এবং গলার স্বর পরিষ্কার নয়।

boighar.com

"দুঃখিত, আমি জানতাম না," আমি ক্ষমা চাইলাম। গাড়ীটা চওড়া, রাস্তায় বার করে আনলাম। আমি লক্ষ্য করলাক গাছের ফাঁক দিয়ে আরও দুইজন লোক উঁকি মারছে। তার মানে "কাকা" ডেইসিগ এখন এখানে আছে। নিস্তব্ধ প্রাসাদটা এখন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি গাড়ীটা নিয়ে প্রহরীদের চোখের বাইরে বড় রাস্তায় উঠলাম।

গাড়ী থেকে নেমে লিসাকে বললাম, "ধন্যবাদ, সোনামণি;

আমি এইখানেই নামব। গাড়ী নিয়ে সাবধানে ফিরো, বলা যায়না গাড়ীটা আবারও দরকার হতে পারে।"

লিসা চালকের আসনে বসল। গভীর ভাবে আমার চোখের মধ্যে তাকাল, "তুমি এখানে কি করবে?" সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল।

"এখনও প্রশ্নোত্তরের সময় হয়নি," আমি হাল্কাভাবে বললাম "সাবধানে বাড়ী যাও।"

এবার আমার অবাক হবার পালা। লিসা জানলা দিয়ে মুখ বার করে আমায় চুমু খেল। নরম ঠোঁটদুটো দিয়ে মিষ্টি একটা চুম দিল।

"সাবধানে থেক," আন্তরিকভাবে বলল সে। তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে আছি। আমি এখনও জানতে চাই তুমি একা এখানে কি করবে, "এই প্রাসাদে কিছু একটা হয়েছে, তাই না?"

আমি হেসে হাতবাড়িয়ে তার গালে হাত বোলালাম, "বাড়ী যাও আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব," লিসা গাড়ীর ইঞ্জিল চালু করে দিল।

আমি রাস্তা দিয়ে আরও খানিকটা পিছিয়ে এলাম। তারপর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে ছোট গলিটার দিকে চললাম। ঝোপগুলো শীঘ্রই ঘন জঙ্গলে পরিণত হ'ল। গলিটার কাছে এসে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গলিটার সোজাসুজি পাহাড় বেয়ে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই গলি থেকে গাড়ী আর লোকজনের শব্দ ভেসে আসছে। গলিটা একেবারে সোজা গিয়ে প্রাসাদের প্রবেশ-

দ্বারে গিয়ে থেমেছে। কিন্তু ঝোপটা শেষ হয়েছে আরও একশ ফুট দূরে। ঝোপ থেকে প্রাসাদদ্বার পর্যন্ত জায়গাটা পুরোপুরি খোলা—তার উপর আবার সাদা জামা পরে প্রহরী গোটানো সেতু এবং প্রাসাদ-দ্বারে পাহারা দিচ্ছে। এই সময়ই একটা ভাল জিনিস লক্ষ্য করলাম—প্রাসাদটা ঘিরে যে পরিখা রয়েছে তা' নামেই পরিখা, আসলে চওড়া' শুকনো নালা ছাড়া কিছু নয়।

আমি গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাসাদের পিছনে পৌঁছলাম। পিছনে কোনো পাহারা নেই; আমি সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। আমি দৌড়ে শুকনো পরিখার মধ্যে নামলাম একটা গোটানো সেতু পাতা রয়েছে, সেতুটা গিয়ে ছুটো ভারী, ওক কাঠের দরজার সামনে থেমেছে। আমি সেতুটার উপরে উঠে দরজার সামনে পৌঁছলাম। আস্তে ধাক্কা দিতেই দরজার পাল্লা খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকে দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিলাম। একি! আমি দেখি মদের কুঠরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি! আমি হামাগুড়ি দিয়ে মদের বড় বড়, ভারী পিপের থাকের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম। সেই চিন্তাটা আবার মাথায় এসে ভীড় করল—কুঠরীটায় কি যেন একটু গণ্ডগোল আছে! গণ্ডগোলটা কোথায় তা বার করতে পারছি না। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। রান্নাঘর থেকে কথাবার্ত্তা এবং কর্মব্যস্ততার আওয়াজ ভেসে আসছে। ডাইনিং হ'ল থেকে টেবিল-চেয়ার পাতার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগ-

লাম। ছোট্টো, চৌকোনো কুলুঙ্গির পাশে সেই তিনটে ঘর এখনও বন্ধ করা রয়েছে। প্রত্যেকটা বাঁক ভাল করে আমি সাবধানে এগোতে লাগলাম। এবার আমি বন্ধ করা প্রথম ঘরটার সামনে এসে হাজির হলাম। আমি নিশ্চিত এই ঘরগুলোর মধ্যে সোনা আছে—সম্ভবত বস্তা ভর্ত্তি সোনার বাঁট। কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে ভুল ভাঙ্গল সোনা নেই সারা ঘরে পাখির পালক ছড়ানো আর রয়েছে জীবন্ত পাখী। সারি সারি খাঁচার মধ্যে বড় বড় ঈগল পাখী—পালকগুলো সোনালী—বাদামী রঙ মেশানো, ছোপ ছোপ কালো দাগ লাগানো। লম্বা, ভয়ঙ্কর, চোখা নখ; সুচোলো, তীক্ষ্ণ চোখ; পর্বিত উদ্ধত মাথা; সবচেয়ে হিংস্র, দ্রুতগতিসম্পন্ন ঈগল পাখি। প্রত্যেকটা খাঁচায় একটা করে পাখী; কোনটা শিকল দিয়ে বাধা, কোনটা আবার খোলা, কিন্তু প্রত্যেকটাই এক একটা খুনী।

আমি অন্যদুটো ঘরে ঢুকলালম-সেখানেও ঈগল পাখী, তাছাড় পাখীদের শেখানোর জন্য নানা রকম সরঞ্জাম। আমি আবার প্রসম ঘরটায় ঢুকে হিংস্র পাখীগুলোর দিকে তাকালাম। হেরডেইসিগ তাহলে প্রচীনকালের পক্ষী ক্রীড়ার একজন অন্ধভক্ত। কিন্তু এই পাখীগুলো আকাশেওড়া ছোট, সাধারনজাতের ঈগল নয়; এগুলো আরও শক্তিশালী, আরও হিংস্র। আমি শুনেছি-সেরকমশিক্ষা পেলে ঈগলপাখী বাজপাখীর মত শিকার করতে পারে। আবার শখের পাল্লায় পড়ে ডেইসিগের পক্ষী-ক্রীড়ার শখ আরও বেড়ে গেছে পশ্চিমবার্লিনের মত জায়াগায় এরকম

একটা অভ তপূর্ব জিনেস দেখতে পাব তা আশা করি নি।

আমি লক্ষ্য করলাম খাঁচার মধ্যে থেকে একটা ঈগল আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বাজ পাখীকে শিকার করতে দেখেছি এরকম একটা ঈগলপাখী তার ধারলো নখ এবং ঠোঁট দিয়ে একটা লোককেছিড়ে টুকরো টুক রা করে ফেলতে পারে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নীচে নামতে লাগল, আমি দরজা ব করে বারান্দায় এলাম এবার বর চিন্তা করতে লাগলাম। সোনার হদিস তো পেলাম না। কি ভাবে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করা যাবে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি-শব্দটা আমার দিকেই আসছে। বারান্দায় আসার দরজার ধারের একটা রুমের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। দুটো পাথর খণ্ডের মধ্যে ছোট্ট একটা ফাঁক আছে-আমি তার মধ্যে দিয়ে দেখলাম সামনে মাথার উপরে কুলুঙ্গী থেকে নানা রকমের অস্ত্র ঝুলছে। একটু পরেই একজন প্রহরীর সঙ্গে একজন আরব দেশীয় লোক দোতলার বারান্দায় এসে হাজির হল। আরবদেশীয় লোকটির পরনে সাদা আলখাল্লা আরব দেশের প্রিয় পোশাক। প্রহরীটা ইংরেজীতে বলল," আমি জানি, আপনার নাম বেন্‌কেমাত্‌; আপনি মহামান্য আবদুল বেন মুস্তাফের দূত। আপনি অনুগ্রহ করে এখানে একটু অপেক্ষা করুণ, হের ড্রেইসিগ্‌ এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

বেন কেমাত্‌ মাথা নীচু করে অভিবাদন করল; প্রহরীটা

মিলিটারী ভঙ্গিতে পিছন ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বেন্ কেমাত্ কে দেখতে লাগলাম। আলখাল্লা তার মাথার ঢাকনার জন্য বেন্ কেমাতের সমস্ত শরীরটা পোষাকে ঢাকা। কথাবার্ত্তা যা শুনলাম তা থেকে বুঝতে পারলাম যে ড্রেইসিগের সঙ্গে বেন্ কেমাতের আগে কখনো দেখা হয়নি। আমি সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাইলাম না। বেন কেমাতের পোষাক পরলে আমাকেও আরব দেশের লোক বলে মনে হবে অন্ততঃ এই এখানকার লোক গুলোকে তো ধোঁকা দিতে পারব। তাছাড়া বেন্ কেমাত্ যদি তার বস্ আবহুল বেন মুসাফের আসার ব্যবস্থা করতে এসে থাকে তাহলে শুধু ড্রাইসিগ কে পাবনা; তার সমস্ত পরিকল্পনাটাও জানতে পারব এর ফলে সব কাজটুকু হাসিল করা যাবে। আমি পিস্তলটা বার করে হাতে নিলাম, ছুরিটা হাতের তালুতে ধরে রাখলাম। আমি অতর্কিত কাউকে আক্রমণ করতে চাইনা। কিন্তু আমি এখন এমন লোকের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি যারা খুব সাংঘাতিক। তাছাড়া আঘাতটা খুব সাংঘাতিক। তাছাড়া আঘাতটা খুব জোরালো ভাবে করতে হবে ড্রেইসিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় বেন কেমাত যদি জেগে ওঠে তাহলেই আমার বারোটা বাজবে। আমি রুম থেকে বেরিয়ে এসে ছুরিটা বেন কেমাতের পিঠে জোরে ছুড়ে মারলাম। বেন্ কেমাত্ একপাক ঘুরে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি তার পোশাকটা খুলে নিজে পরলাম, তারপর পা ধরে টেনে নিয়ে চললাম। বেন্ কেমাতের দেহটা লুকিয়ে

রাখবার সুন্দর জায়গা ঠিক করে রেখেছিলাম। বারান্দার এক-ধারে দেওয়ালের গায়ে অস্ত্র-শস্ত্র রাখার একটা বড় খোপ ছিল—সেখানে দেহটা ঢুকিয়ে দিলাম; তারপর বিরাট একটা পল দিয়ে খোপের মুখটা বন্ধ করে দিলাম। কাজটা যখন শেষ করলাম তখন ঘামে আমার সর্ব শরীর ভিজে গেছে। এই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। ঘুরে দেখলাম—ধূসর রঙের স্যুট পরে এক-জন আমার দিকে এগিয়ে আসছে ঠাণ্ডা-নীল চোখ, স্বযত্নে আঁচ-ড়ানো ঢেউ খেলানো সোনালী চক্ষু; শরীরের বাঁধন বেশ সুঠাম, দেখতে সত্যই খুব সুন্দর। করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। করমর্দনের সময় টের পেলাম তার হাত লোহার মত শক্ত।

"স্বাগতম্, বেন্ কেমাত," হেরিখ্ ড্রেইসিগ্ চোস্ত ইংরে-জীতে বলতে লাগল। "মহামান্য আবদুল বেন মুসাফ এবং আমি যেরকমভাবে আলোচনা করে থাকি, আমরা দুজন এখন সেইরকমই আলোচনা করে থাকি, আমরা দুজন এখন সেইরকমই আলোচনা করব।" আমাকে ভ্রু কোঁচকাতে দেখে সে পরিষ্কার করে বলল, "মানে, আমরা ইংরাজীতেই কথা-বার্তা বলব। কারণ, মহামান্য মুস্তাফ্ ভাল জার্মান ভাষা বলতে পারেন না এবং আমিও খুব ভাল আরবী ভাষা বলতে পারি না।

"ও, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম। "তাহলে তো খুব ভাল হয়।" ড্রেইসিগ আমাকে নিয়ে একটা অফিস ঘরে ঢুকল। একদিকের দেওয়াল জুড়ে ইজরায়েল এবং

আরব রাজাগুলোর এক বিরাট মানচিত্র রয়েছে। ড্রেইসিগের মানচিত্রের দিকে মুখ করে বললাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

"আপনাকে দেখলে আরব দেশের লোক বলে মনে হয় না," সে বলল। "আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ," আমি সাবধানে বললাম। "আমার মা আরবীয় নাম দেন।"

'মহামান্য আব্দল বেন মুসাফের আগমন সম্পর্কে সব কিছু ঠিক করা হয়েছে," সে আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে হেসে বলল। "আমার যতটুকু ধারনা তিনি আজ মধ্য রাতে নামবেন। সোনাগুলো আমার সব ব্যবস্থাই পাকা, সকাল হবার আগেই আমার লোক সোনাগুলো নামিয়ে এসে ঠিক জায়গামতো মজুদ করে রাখবে। আপনি বুঝতেই পারছেন, আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকেরাই প্রাসাদের মধ্যে এই কাজে অংশ গ্রহণ করবে। তারপর আগামীকাল একটু আরাম-টারাম করব, একটু খেলাধুলা হবে। আমি আশা করি মহামান্য আবদুল বেন মুসাফ সঙ্গে করে তাঁর সেরা পাখী দুটো নিয়ে আসছেন।'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এই ভাবে মাথা নেড়েই কাজ চালাতে হবে। "খাওয়া দাওয়ার পর," ড্রেইসিগ বলে চলল, "আমাদের প্রাথমিক যুক্ত অভিযানের ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব।"

এসব খবরে আমার আগ্রহ নেই। আমি অন্য কথা বলতে চেষ্টা করলাম; দেখি ড্রেইসিগ ফাঁদে পা দেয় কিনা।

"এই অপারেশনে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে হবে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।" আমি বলতে শুরু করলাম। আগামী কাল রাতে আপনাদের আলোচনায় আমি নাও থাকতে পারি। মহামান্য আব্দুল বেন মুসাফ বলেছেন আপনি যদি আমাদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন তবে তিনি বাধিত হবেন। তিনি বলেছেন আপনি কোই সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।"

আমি নিজের বুদ্ধির তারিফ করলাম। অন্ধকারে ঢিলটা ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। ড্রেইসিগ বলতে আরম্ভ করল, "মহামান্য আবদুল বেন মুসাফের মহানুভবতায় আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।" ইজরায়েলের মানচিত্রের উপর লম্বা, রোগা আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলো "আমাদের শত্রু হ'ল এই ইজরায়েলীরা, আপনাদের এবং আমাদের. যদিও কারণ আলাদা। হাজার হাজার বছর ধরে এই ইজরায়েলীরা আরব দেশের শত্রু। ইহুদীরা আরব রাজ্যগুলো জয় করে আরবদের চাকর বানিয়ে রাখতে চায় এই ইহুদীরা জার্মানীতে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি; তারা জার্মানীর বাইরে থেকে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। ইজরায়েলই হচ্ছে ইহুদীদের প্রাণ; তাই এই ইজরায়েলীদের শেষ করতে পারলেই আমাদের শত্রুও শেষ হবে।"

টেবিলের উপর রাখা একটা জলের পাত্র থেকে কিছুটা জল খেল ড্রেইসিগ্। "ইহুদীরা বাইরে থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করছে। তারা আরব ইজরায়েল থেকে সম্মিলিত আরব রাজ্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে তখনই শান্তি আসবে যখন ইহুদীরা ইজরায়েল ছেড়ে চলে যাবে এবং জার্মানীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা বন্ধ করবে। মহানুভব আবদুল বেন মুসাফের অভিমত হল যে ইহুদীদের ভুলটা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। রাশিয়ানরা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কখনই আপনাদের সাহায্য করবে না—বড়জোর কয়েকটা যুদ্ধাস্ত্র দিতে পারে। রাশিয়ার সৈন্যরা রাশিয়ার বাইরে তেমন কোনো কাজে আসবে না; তাছাড়া তাদের অস্ত্র-শস্ত্র মধ্যেপ্রাচ্যের পরম এবং বালির মধ্যে খুব একটা কাজে লাগবে না। এদিকে আমেরিকানরাও ইহুদীদের পরাজয়ের ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবে না।

এই রকম অবস্থায় আরবদের দরকার শিক্ষিত জার্মান সেনাবাহিনী। আপনাদের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, আর আমাদের যুদ্ধবিশারদ সামরিক বাহিনী যদি একত্র হয়ে ইজরায়েলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে ইজরায়েলকে চিরদিনের মত ধ্বংস করা যাবে। আমার সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী ইতিমধ্যে যুদ্ধের পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছে। রোমেল যে কায়দায় আক্রমণ করেছিল আমরা সেইরকমভাবে আক্রমণ করব, তবে আমাদের পদ্ধতিটা হবে আরও কিছু উন্নত। তিনদিক দিয়ে আমরা ইজরায়েলের উপর আঘাত হানব, তারপর শুরু করব সাঁড়াশী আক্রমণ। তিনটে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এই অভিযান শুরু হবে। লোকে 'লরেন্স অফ্ আরাবিয়া'র নাম ভুলে যাবে, "তখন শুধু একটাই নাম উচ্চারিত হবে' হেনরিখ্ অফ্ আরাবিয়া।"

আর একটু হলেই আমি জোরে হেসে উঠেছিলাম আর কি। ড্রেইসিগের কথা শুনে আমার একজন রসিক ভাঁড়ের কথা মনে পড়ে গেল। হেনরিখ তখনও বলে চলেছে — গলা দিয়ে গম্ গম্ আওয়াজ বের হচ্ছে চোখ দুটো জ্বলছে। না হেনরিখ্ ড্রেইসিগের কথা শুনে এখন আর আমার হাসি পাচ্ছে না। 'হেনরিখ অফ্ আরাবিয়া' নামটা তেমন হাস্যস্পদ বলে মনে হচ্ছে না, কিছুদিন আগেই তো জার্মানীতে এরকম একজন নেতার গলা শোনা গিয়েছিল। হিটলার ডেইসিগ্কে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় হিটহার— সেইরকমই ইহুদী বিদ্বেষ সেই রকমই আত্মবিশ্বাস, সেই রকমই প্রভুত্ব করার শক্তি এ যেন পুরানো বোতলে নতুন মদ।

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন" ড্রেইসিগ্ বলে চলল, "ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া জাতিগত বিদ্বেষ নয়, রাজনৈতিক বিদ্বেষ। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। আরবলোকদের পক্ষে তাদের কূটনৈতিক চাল মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা জার্মানীকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চলেছে কিন্তু ইহুদীরা তাতে বাধা দিচ্ছে। তাই আমরা দুদিক থেকে তাদের আক্রমণ করব ঃ—রাজনৈতিক ভাবে এই জার্মানী থেকে আমারই নেতৃত্বে আর সামরিকভাবে আরব দেশ থেকে। যখন সব শেষ হবে তখন সারা পৃথিবীতে দুটো নাম ছড়িয়ে পড়বে - একটা হল হেনরিখ ড্রেইসিগ আর একটা হল আব্দুল বেন মুসাফ।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম অন্ধকার নেমে এসেছে। ড্রেসিগের কচকচানি আর আমার ভাল লাগছে না।

এখনও কয়েকটা জরুরী জিনিস আমার জানা বাকি।

আমি বাধা দিলাম "সত্যিই আপনার তুলনা হয়না, হের ডেইসিগ। আচ্ছা, সোনাভত্তি বাজরা একই পথ ধরে আসবে তাই না?"

"হ্যাঁ, বজরা করে রাইন নদীর উপর দিয়ে আসবে। তারপর আমাদের গোপন অবতরণের কাছে আসবে," সে বলল।

"ও, ঠিক আছে, ঠিক আছে," আমি হেসে বললাম। যাক মূল্যবান খবরটা পাওয়া গেল। কিন্তু আর একটা শেষ প্রশ্নের আমার দরকার। কিভাবে সেটা উত্থাপন করা যায় ভাবছি এমন সময় বাইরে গণ্ডগোলের আওয়াজ শোনা গেল। তিনজন প্রহরী একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল; মেয়েটার পরণে টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ আর নীল ডোরাকাটা স্ল্যাকস।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। হায় ভগবান, এ কাকে দেখছি— ভুল দেখছি না তো? আমি একটু পরে চোখ খুললাম না ভুল নয়। লাল ব্লাউজ আর নীল ডোরাকাটা স্ল্যাকস পরে লিসা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমরা মেয়েটাকে প্রাসাদের দরজার সামনে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলাম ভিতরে ঢোকার মতলব ছিল," একজন প্রহরী বলল। আমি নিশ্চিত লিসা আমাকে চিনতে পারেনি; আমার দিকে সে একবারও তাকাল না। সে ডেইসিগের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে।

"আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তোমার গুণ্ডাগুলো

আমাকে জোর করে ধরে এনেছে," সে ডেইসিগকে বলল। ডেইসিগ তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"মনে হচ্ছে মেয়েটা আমেরিকান এজেন্টের সঙ্গে কাজ করছে, সে প্রহরীদের বলল, "নীচে শাস্তি ঘরে একে নিয়ে যাও। এক্ষুনি এর কাছ থেকে কথা বার করছি।' ডেইসিগ এবার আমার দিকে এক্ষুণি এর কাছ থেকে কথা বার করছি।" ডেইসিগ এবার আমার দিকে ফিরল। "এই পুরানো প্রাসাদটা এখনও অনেক কাজে লাগছে", সে বলল। "নীচে একটা কুঠুরির মধ্যে যে শাস্তি ঘরটা আছে তার তুলনা আজও পাওয়া ভার," একজন প্রহরী লিসাকে টানতে লাগল। লিসা তাকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে একাই মাথা উঁচু করে গটগট করে হেঁটে চলল।

আমি মনে মনে বললাম—"লিসা হাফম্যান, যদি এরা তোমাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তোমার বোকামির জন্য এমন ওষুধ দেব যে তুমি একমাস সোজা হয়ে বসতে পারবে না।

ড্রেইসিগ আমাকে কিছু খেতে বলল ; কারণ এর পর সে বেন্ মুসাফের আসার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত থাক। কিন্তু আমার মাথায় এখন শুধু লিসার চিন্তাই ঘোরাফেরা করছে। এরকম বোকামি মানুষ করে? কিন্তু যা হবার তো হয়ে গেছে ; এখন লিসাকে বাঁচানো যায় কি করে ইচ্ছে হল কাঁধের খাপ থেকে ছুরিটা বার করে ড্রেইসিগের বুকটা ফুটো করে দিই। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যেতে পারে। আমি সঠিক জানিনা ড্রেইসিগ, নিজেকে কতখানি তার গুরু হিটলারের মত করে গড়ে

তুলেছে। ড্রেইসিগের মৃত্যুতে যদি তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা খেপে গিয়ে মার-দাঙ্গা শুরু করে দেয় তবে লিসাকে বাঁচানো কোন-মতেই সম্ভব হবে না—আর আমারও বাঁচার আশা থাকবে না।

না, হট করে কিছু করে ফেললে চলবে না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ড্রেইসিগ সাংঘাতিক লোক। আমাকে দেখতে হবে বেন মুসাফ এ ব্যাপারে কতটা এগিয়েছে। আরবরা যেন তেন প্রকারেণ ইজরায়েলকে শায়েস্তা করতে চায়। তাই তারা ড্রেইসিগকে কাজে লাগাচ্ছে। আরবরা বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। তারা দেখতে চায় এই ব্যাপারে ড্রেইসিগ এবং তার চ্যালারা কতটুকু সাহায্য করতে পারে। নাসের এবং বেন মুসাফ আরবদের ইজরায়েল-বিদ্বেষের ধোঁয়াটাকে ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি বাজী ধরে বলতে পারি বেন মুসাফ যদি দেখে বাক্য-বাগীশ ড্রেইসিগ কোন কর্মের নয় তাহলে সে তার সোনা-দানা নিয়ে আরবে ফিরে যাবেই যাবে। তাছাড়া লিসাকে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত আমার এখন অন্য কিছু করণীয় নেই।

আমি ড্রেইসিগকে বললাম যে আমি এখন কিছু খাব না। তার চেয়ে আমি মধ্যযুগীয় শাস্তি ঘরে গিয়ে বন্দীদের উপর কি ধরনের অত্যাচার করা হয় তা স্বচক্ষে দেখব। ড্রেইসিগ কোনো আপত্তি করল না। সে একজন প্রহরীকে বলল আমাকে শাস্তি-ঘরে নিয়ে যেতে। আমি প্রহরীর সঙ্গে অন্ধকার, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। মদের কুঠুরীর দরজা পার হয়ে মাটির নীচের ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম সারিসারি মধ্য যুগের

কফিন রয়েছে—আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল। কোনো বৈদ্যুতিক আলো নেই—কেরোসিনের মশাল জ্বলছে।

প্রহরীটা বলল, "হের ড্রেইসিগ বিজলী বাতী জ্বালাবার দরকার মনে করেন নি। তাছাড়া এই কেরোসিনের মশালগুলো সেই প্রাচীনকালের পরিবেশটা কি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে।"

"তা ঠিক বলেছ," আমি সম্মতি জানালাম। একধারে একটা লোককে উলঙ্গ করে দেওয়ালের লোহার আংটার সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

"এই লোকটা চুরি করতে ঢুকেছিল," প্রহরী বলল। "কাল একে চরম শাস্তি দেওয়া হবে।"

লোকটার বুকে আর হাতে লাল চাকা চাকা দাগ ফুটে উঠেছে তলপেটে পোড়ার দাগ। আমরা আসল ঘরটায় ঢুকলাম।

অত্যাচার করার নানা রকমের জিনিস দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে—চাবুক, লোহার শিকল, বড় বড় কাঠের চাকা, উপর থেকে দেহের যে কোনো অংশ ঝুলিয়ে রাখার জন্য যন্ত্রপাতি এবং জায়গা ছ্যাঁকা দেবার জন্য বড় বড় শিক এবং আরও অনেক কিছু।

প্রহরী তিনজন লিসাকে বিরাট ঘরটার মাঝখানে ধরে নিয়ে এসেছে। একজন তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রেখেছে আর বাকি দু'জনে তাকে উলঙ্গ করছে। চোখ দিয়ে জল পড়ে লিসার গাল দুটো ভিজে গেছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

আমি এক কোনে অন্ধকারে দাড়িয়ে দেখতে লাগলাম। একজন

প্রহরী লিসার খোলা বুক দুটো ধরতে গেল। লিসা ডান হাতটা মুক্ত করে প্রহরীটার মুখটা নখ দিয়ে চিরে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল। প্রহরীটার মুখের চামড়া দিয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়তে লাগল। সে ডান হাতের পিছনটা দিয়ে লিসার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারল। লিসা চড়ের ধাক্কায় চিৎ হয়ে কাঠের চাকা দুটোর মাঝখানে পাটাতনের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি দু'জন প্রহরী লিসাকে চেপে ধরে দু'হাত, দু'পাই আর তলপেটটা চাকার সঙ্গে মোটা চামড়া দিয়ে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হলে একজন চাকা ঘোরাতে লাগল। চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার বাঁধনে টান পড়তে লাগল, আর বাঁধন গুলো চামড়া কেটে বসে যেতে লাগল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ;—লিসা মৃত্যু-যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল।

যে প্রহরী আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে সে ব্যাখ্যা করে বলল "কোনো কোনো লোকের মূত্রাশয় বা অন্য কোন জায়গা ঐ টানের চোটে কেটে যায় তবুও তারা আশ্চর্য্যভাবে অনেকদিন বেঁচে থাকে।"

"এরকম শাস্তি দেখতে আমার খুব ভাল লাগছে," আমি বললাম। এইবার তিনজনে মিলে চাকা ঘোরাচ্ছে—চাকা দুটো পুরো তিন পাক ঘুরল, লিসার তলপেটের উপর চামড়া কেটে বসছে। লিসার মুখ দিয়ে অস্ফুট ব্যথার আওয়াজ বের হ'ল—ভয়ে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

একজন প্রহরী জিজ্ঞেস করল লিসাকে," কে তোকে এখানে

পাঠিয়েছে ?"

লিসা বলল, কেউ না, ওহ, থামো, থামো।

সে চাকাটা আরও একপাক ঘোরাল। লিসা যন্ত্রনায় চেঁচাতে লাগল—তার চিৎকার সমস্ত ঘরটায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। প্রহরীদের কোনো বিকার নেই—তারা আবার চাকা ঘোরাতে লাগল। এবার বোধহয় কাঁধ থেকে হাত দুটো খুলে আসবে, কুচকি থেকে পা দুটো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। লিসা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম এই বুঝি প্রহরীর নিজে থেকে অত্যাচার বন্ধ করবে। কিন্তু তারা যখন আবার চাকা ঘোরাতে শুরু করল আমার আশা শূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা তাকে লোহার একটা ভারী রড দাড় করানো রয়েছে। আমি হাত বাড়িয়ে রডটা ধরে সামনের প্রহরীটাকে জোরে মাথায় মারলাম; তারপর সঙ্গে সঙ্গেই আর একজনের মাথাটা এক বাড়িতে দু'ফাঁক করে দিলাম। বাকি দুজন অবাক হয়ে আমার দিকে ঘুরল। আমি সামনের জনের পেটের মধ্যে রডটা ঢুকিয়ে টান মারলাম নাড়ীভুঁড়ি গুলো রডের মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে এল। একজন বাকি রইল সে তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবার বার করছে। আমি তাকে বেশী সময় দিলাম না। রডটা দিয়ে চোয়ালের গোড়ায় সজোরে মারলাম—মুখ থুবড়ে সে তার বন্ধুর উপর পড়ল। খুব একটা খারাপ কাজ করিনি—বেন

মুসাফ্ এসে পড়লেই তো আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাবে। আমি লিসার বাঁধন খুলে মাটিতে শুইয়ে দিলাম যাতে লিসা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

"হাত-পায়ে জোর কর," আমি লিসার মাথার উপর দিয়ে ব্লাউজটা লাগিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে তাকাল ; পরক্ষনেই আমাকে চিনতে পারল।

"নিক্!" সে ফিস্ ফিস্ করে বলল ; তারপর তাড়াতাড়ি ব্লাউজটা দিয়ে বুকটা ঢাকল।

"এখন লজ্জা করার সময় নয়," আমি রূঢ় গলায় বললাম। "দেরী হয়ে যাচ্ছে ; তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নাও।" আমি নিজেও বেন কেমাতের আলখাল্লাটা খুলে ফেললাম। এই ঢলঢলে জামা পরে ঠিক মত হাত-পা চালানো যাচ্ছে না। লিসার হাত ধরে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মদের কুঠুরীর কাছে এসে থামলাম।

"এইখানে লুকাতে হবে," আমি বললাম। লুকিয়ে থাকার এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা। ওরা এক্ষুনি আমাদের খুজতে শুরু করবে। আমরা মদের কুঠুরীর এক কোনে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। ঘরের চারদিকে বড় বড় মদের পিপে।

"আমার তলপেটটা বোধ হয় ফেটে গেছে," লিসা গোঙাতে গোঙাতে বলতে লাগল।

"ওরা সবে শুরু করেছিল। আমি ওদের না আটকালে তুমি এতক্ষণে একটা মাংস পিণ্ডতে পরিণত হতে। তোমাকে নিয়ে

একবার বাইরে বার হই—তারপর তোমায় মজা দেখাচ্ছি। এমন লাথি মারব যে তুমি কোনোদিন কোমর সোজা করতে পারবে না। এখানে আসতে গেলে কেন, তোমার মাথায় কি ঢুকেছে ?"

'এরকম হবে আমি বুঝতে পারিনি," লিসা মৃদু গলায় বলল। "সত্যি, এখানে এসে তোমার সব ওলট-পালট করে দিলাম, তাই না ? আমার মনে হ'ল তোমার সাংঘাতিক কোনো বিপদ হবে তাই লিসা আবার ফোঁপাতে লাগলো।

আমি লিসার গায়ে হাত বোলালাম। সে আমার কাছে সরে এল। নরম সুরে বলল, "তুমি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তা ?"

"এখন তা বলতে পারছি না," আমি বললাম। "যতক্ষন না তোমাকে এখান থেকে বার করার কোনো রাস্তা বের করতে পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে এখানে বসে থাকতে হবে।"

রাগে আমি নিজের পায়ে থাপ্পড় কষালাম। কি বোকার মত আমি এখানে বসে আছি। প্রাসাদের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার রাস্তা তো রয়েছে—ঐখান দিয়েই তো প্রাসাদে ঢুকেছিলাম। লিসার হাত ধরে আমি মদের পিপেগুলো পার হয়ে ওক কাঠের দরজার কাছে এলাম। সাবধানে দরজা ফাঁক করে বাইরে উঁকি মারলাম। প্রাসাদের পিছনটা প্রহরীতে ভর্তি। তারা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। তবে যাই হোক, এই দিক দিয়ে আর পালানো যাবে না। আমরা আবার কুঠরিতে ফিরে এসে এক কোণে বসলাম। লিসা আমার কাছে ঘেঁষে

বসল ; তার নরম মিষ্টি, শরীরটা আমি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রইলাম।

আমি মদের পিপেগুলো ভাল করে দেখতে লাগলাম। লিসাকে বার করার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। এই সময়েই আমার মাথায় যেন বিদ্যুতের ছোয়া লাগলো। বুঝতে পারলাম মদের কুঠুরিটা দেখা অবধি কেন মনের মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল, "এগুলো সত্যিকারের মদের পিপে নয়", আমি শান্তভাবে বললাম।

সত্যি, "তুমি ঠিক বলছ ?" লিসা সোজা হয়ে বসে পিপেগুলোর দিকে তাকাল।

"আমি বাজী ফেলে বলতে পারি" আমি দৃঢ়গলায় বললাম। "আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলাম কোথায় যেন গণ্ডগোল আছে। এই একটু আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। পিপের ছিপিগুলো কোথায় আছে দেখ ; ঠিক প্রত্যেকটা পিপের মাথায় তাই না ?"

লিসা মাথা নেড়ে সায় দিল ?

"কিন্তু সত্যিকারের মদের পিপের ছিপি কখনো পিপের মাথায় থাকে না, থাকে পিপের পেট বরাবর, আর পিপেগুলো শোয়ানো থাকে যার ফলে ছিপি দিয়ে কোনরকম বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে।,"

আমি কাছের তাকে রাখা পিপেগুলোর কাছে গেলাম। একটা পিপের মাথায় টোকা মারতে মারতে পিপের তলা অবধি আঙ্গুল

নামালাম। ভিতরে মদের শব্দ পেলাম—পিপেটা ঢ্যাপ ঢ্যাপ আওয়াজ করছে। আঙ্গুলের টোকা মারতে মারতে বুঝতে পারলাম পিপেটার নীচের দিকে কাঠ খুব পাতলা। ভাল করে দেখতে লাগলম পিপেটা। হাটু গেড়ে বসে হাত বোলাতে লাগলাম। চুলের মত সরু ফাক দেখতে পেলাম—লম্বায়-চওড়ায় চারফুট মত হবে জায়গাটা। জায়গাটার এক ধার ধরে জোরে চাপ দিলাম। একটু পরে ফটাস্ করে ঐ জায়গাটা বসে গেল পিপের ভিতর। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলাম কৈ মদ নেই তো হাতে শক্ত, চওড়া কি যেন ঠেকল—সোনা! সোনার বাট! প্রত্যেকটা

পিপেতেই এরকম গর্ত্ত আছে—আর সেগুলো সোনার বাটে ভর্ত্তি।

চৌকোনো বসে যাওয়া কাঠটা ঠিক জায়গায় বসাতে বসাতে গলায় আওয়াজ আর পায়ের শব্দ পেলাম। বাইরে সিড়ি বেয়ে কারা যেন দৌড়াদোড়ি করছে। ওরা এতক্ষণে টের পেয়েছে লিসা পালিয়েছে, তিনজন প্রহরীর লাসও ওরা দেখতে পেয়েছে তার উপর বেন্ কেমাতের ফেলে রাখা আলখাল্লাটা দেখে ওরা সব কিছু বুঝতে পারবে। তবে আমি আশা করলাম এই কুঠুরিয়া হয়তো ওরা খুজে দেখবে না কিংবা সবার শেষে দেখবে। কিন্তু আমার ভাগ্য সহায় হ ল না—হুড়মুড় করে প্রহরীরা কুঠুরীর মধ্যে ঢুকল। জোরালো টর্চের আলো অন্ধকার দূরে সরিয়ে দিল। আমরা যে কোণে আছি সেই দিকে আলো এগিয়ে এল। সময় এসে গেছে, হয় লড়তে হবে, আর না হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু প্রথমটা চেষ্টা না করে দ্বিতীয়টা করা আমার রক্তে লেখা

নেই। আমি পিস্তলটা হাতে নিয়ে আলো লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুড়লাম। কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, টর্চটা আকাশের দিকে উঠে গেল।

"আমার কাছে এগিয়ে এস, সোনা", আমি লিসাকে বললাম। "আমাদের এখন ছুটতে হবে।"

আমরা বেরিয়ে সিড়ির কাছে আসতেই আরও দু'জন প্রহরী আমাদের দিকে দৌড়ে এল। আমার পিস্তলটা দু'বার গর্জে উঠল। ব্যাস্, তাতেই কাজ হল প্রহরী দুজন সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ল। আমরা প্রায় প্রাসাদের প্রধান অংশে এসে পড়েছি এমন সময় ছয়জন সাদা জামা-প্যান্ট পরা লোক আমাদের খোজে প্রাসাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি লিসাকে টেনে নিয়ে একটা কোণে লুকোলাম। আমার এখন একটাই উদ্যেশ্য—যে করে হোক লিসাকে বাইরে, বার করে গাড়ীতে তুলে দেওয়া; বাইরে থেকে আরও বেশ কিছু লোক আমাদের দিকে দৌড়ে এল—আমি দু'জনকে খতম করলাম; তারপর প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলাম।

প্রাসাদের ভিতরে উঠোনের চারধারের দেওয়ালে মধ্যযুগের নানা ধরনের অস্ত্র টাঙানো রয়েছে। আমি টান মেরে দেওয়াল থেকে একটা অস্ত্র নামালাম। অস্ত্রটা হল একটা মোটা লোয়ার রড রডের মাথা থেকে একটা লম্বা শিকল বেরিয়েছে। শিকল-টার মাথায় আবার ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো ছোট্ট একটা ইস্পাতের বল। লিসা দেওয়ালের একধারে গুটি মেরে শুয়ে পড়ল—লোকগুলো আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি শরীরের

সমস্ত শক্তি দিয়ে অস্ত্রটা ঘোরালাম—শিকলের মাথায় লাগানো তীক্ষ্ণফলার বল্টা হাওয়া কেটে লোকগুলোর উপর আছড়ে পড়ল ; চারজন মাটিতে পড়ে গেল— নাক-মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। শিকলটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চললাম— আরও তিনজন শুয়ে পড়ল অস্ত্রটা ভালই কাজ দিচ্ছে। কে যেন দু'হাত দিয়ে পেছন দিক থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল। দু'জন আবার পা জড়িয়ে ধরল আমি কিন্তু থামলাম না—অস্ত্রটা বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার চারধারে আরো লোক জমে গেছে ; কিন্তু অস্ত্রটার ভয়ে তারা কাছে আসতে পারছে না। আমি শিকলটা ঘুরিয়ে অস্ত্রটা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলাম, তারপর যে তিনজন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তাদের দিকে নজর দিলাম। ডান হাতের জোরালো ঘুষিতে প্রথম জনকে হাতচারেক দূরে ছিটকে ফেললাম ; যে দুজন আমায় জড়িয়ে রেখেছে একজন-কে জামার কলার ধরে ঘুষি মরতে যাব অমনি ভারী কিছু এসে সজোরে মাথার পিছন দিকে আছড়ে পড়ল। সমস্ত প্রাসাদটা আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল, তারপরই কপালের উপর প্রচণ্ড জোরে চোট লাগল—আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, হাঁটু দুটোতে কোনো জোর নেই—মেঝেতে শুয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাজরে, পিঠে লাথি, কিল ঘুষি বৃষ্টির মত পড়তে লাগল—আমার চোখে অন্ধকার নেমে এল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শুনলাম আমার চারদিকে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে মাথার উপরে জোরাল আলো জ্বলছে।

হাতদুটো খুব ভারী মনে হল—তাকিয়ে দেখলাম ইস্পাতের মোটা ভারী, হাতকড়ি লাগানো। হাতে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম মাথাটা পরিষ্কার করলাম, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসার পর তাকিয়ে দেখি লিসা আমার পাশে দাঁড়িয়ে—তার হাতেও হাত-কড়ি। শরীরে একটা সুতো নেই একে বারে উলঙ্গ, স্তন দুটো থির থির করে কাপছে। সাধা ধপ ধপে শরিরে যায়গায় যায়-গায় রক্ত জমে চাকা চাকা হয়ে রয়েছে। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি ড্রেইসিগ্ দাঁড়িয়ে, পরনে দামী পোশাক। তার পাশে আর একজন বেঁটে মতন লোক দাড়িয়ে—তারও পরনে দামী পোশাক। বেঁটে লোকটাই হল তাহলে বেন্ মুসাফ। ড্রেইসিগ গর্বের সঙ্গে বলছে কি করে সে আমাদের দুজনকে ধরেছে। আমি লক্ষ্য করলাম বেন মুসাফের পাশে দাঁড়ান একজন আরবীয়ানের হাতে দুটো খাচা—তাতে শিকল লাগানো দুটো বাজ পাখী।

"কালকের খেলাটা বেশ ভালই জমবে, কি বলেন মহামান্য মুসাফ? ডেইসিগ বেন মুসাফ কে উদ্দেশ্য করে বলল। বেন মুসাফ মাথা নেড়ে সায় দিল। তার মুখে অভিব্যাক্তি নেই, চোখ-দুটো তার বাজপাখী দুটোর মতই তীক্ষ ধারালো। বেন মুসাফের চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল সে মোটেই খুশী নয়-কারণ বাইরের লোক ডেইসিগের গোপন আস্তানায় এসে হানা দিয়েছে।

'মাত্র এই দুজনকেই পেয়েছেন?" ডেইসিগের দিকে ধারালো চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমরা প্রাসাদটা তন্ন তন্ন করে খুজেছি, "ডেইসিগ উত্তর

দিল। "এই আমেরিকানটা অনেকদিন ধরেই আমাদের পথের কাঁটা হয়েছিল। 'এক্স' নামে একটা দলের এজেন্টে হচ্ছে এই আমেরিকানটা।"

বেন মুসাফ আস্তে মাথা নাড়ল। ডেইসিগ প্রহরীদের হুকুম দিল আমাদের নিয়ে নীচে যেতে। প্রহরীরা আমাদের টেনে নিয়ে চলল চলতে চলতে শুনতে পেলাম বেন মুসাফ ডেইসিগ কে বলছে যে তার আরবদেশের লোক বজরায় থাকবে যতক্ষন না সোনাগুলো নিরাপদে নামানো হয়। শাস্তিঘরের দেওয়ালে লোহার আংটার সঙ্গে আমাকে আর লিসাকে শিকল দিয়ে বাধা হল। প্রহরীরা চলে যেতে আমি লিসার দিকে তাকালাম।

"আমি কি ভাবছি জান?" আমি লিসাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার মনে হয় তোমার মাসী আজ কেনাকাটা করতে বার হচ্ছেন না।"

লিসা দাত দিয়ে ঠোট দুটো চেপে ধরল, তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন।

"ওরা আমাদের নিয়ে কি করব?" আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমি জানিনা," আমি বললাম, "তবে যাই করুকনা কেন তোমার তা মোটেই ভাল লাগবে না, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"ঘুমাবো?" লিসা অবিশ্বাস্যভাবে বলল। "তুমি ঠাট্টা করছো। এ অবস্থায় তুমি ঘুমোতে পারবে?"

হা এতো খুব সোজা—এই দেখ," বলে আমি দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ালম। এটা

আমার অনেক দিনের অভ্যাসের ফল। আমি জানি—মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন ঘুমনো দরকার এবং লড়াই করা দরকার—দুটোরই সমান প্রয়োজন আছে।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙ্গল। পাশে লিসা তখনও ঘুমোচ্ছে। শারিরীক ক্লান্তি লিসাকে পুরোপুরি দুর্বল করে দিয়েছে, তাই দুপুরের আগে তার ঘুম ভাঙ্গল না কিন্তু সকাল হবার পর কেউ তো এলনা। অন্য বন্দীটি এখনও পুরো উলঙ্গ, শিকল দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে বাঁধা—মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প নড়ছে সে। লিসা চুপচাপ রয়েছে ; চোখে ভয়ের চিহ্ন। সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে -কিন্তু পারছেনা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল—কিন্তু তবুও আমাদের কাছে কেউ এলো না আমি ভাবলাম কোথায় বোধহয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু আমার ধারনা ভুল—সাদা জামা পরা কয়েকজন প্রহরী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা প্রথমে লিসাকে খুলল, তারপর আমাকে আর উলঙ্গ লোকটাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা প্রাসাদের বাইরে এলাম—পড়ন্তসূর্যের আলো এসে পড়ছে আমাদের উপর। আমরা পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠিতে লাগলাম, তারপর বনের পথ দিয়ে হেঁটে সামনের ঢালু সুন্দর করে কাটা ঘাসের লনে এসে হাজির হলাম। তাকিয়ে দেখলাম ডেইসিগ আর বেনমুসাফ আগে থাকতেই সেখানে দাড়িয়ে আছে—ডেইসিগের পরনে ব্রীচেস আর বেন মুসাফেয় পরনে আরবদেশের আলখাল্লা। তাদের পিছনে দাঁড়ানো তিনজন লোকের হাতে তিনটে শিকল বাঁধা সোনালী রঙের ঈগল

পাখী।

"দুঃখিত, তোমাদের বেশ কিছুটা দেরী করে দিলাম," ডেইসিগ হাসি মুখে ধীরে ধীরে বলল। "কিন্তু মহামান্য বেনমুসাফ এবং আমি আমাদের অনুষ্টান সূচীর কিছু পরিবর্তণ করছি—দুপুর বেলাতেই রাতের নির্দিষ্ট আলোচনাটা সেরে নিলাম।

"আপনারা বোধহয় সোনার বাঁটগুলো গুনতে ব্যাস্ত ছিলেন, আমি শান্তভাবে বললাম।

"না, সে কাজটা আজ রাতে কবর," সে বলল। "তাছাড়া ভোর হবার একটু আগে বজরা দুটো এসে পৌঁছেছে এবং সোনা নামাতে বেশ অনেক্ষন সময় লাগে; তাই ঠিক করেছি রাত না নামলে আমরা সোনা নামানো শুরু করবনা, তাছাড়া, জলপুলিশ যাতে আবার কোনো ঝামেলা না করে সেই দিকটাও তো দেখতে হবে।"

"তবে তোমরা কেউ তা দেখার জন্য বেচে থাকবেনা," বেনমুসাফ বলল। সে একটা হাত ঈগল পাখী ধরা একজন প্রহরীর দিকে এগিয়ে দিল। প্রহরীটা তার হাতের ঈগল পাখীটা বেনমুসাফের হাতে দিল। "এই অদ্ভুত সুন্দর পাখীগুলো নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখি শিকার করার জন্য নয়, মানুষ শিকার করার জন্য। আমি ডেইসিগ কে বাজ পাখী খেলার দিকে আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু ডেইসিগ নতুন ধরনের খেলা আবিষ্কার করেন। এই সোনালী ঈগলগুলো, জন্ম থেকেই শিকারী এবং খুনী প্রকৃতির।

খুব সহজেই এরা পলাতক কোনো বন্দীকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। এদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে কোনো কিছু নড়তে চড়তে দেখলেই এরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"আমরা অসহায় ভাবে কোনো লোককে ফেলতে চাইনা," ডেইসিগ বলল। "আমাদের খেলোয়াড় সুলভ মনো ভাব আছে। আমরা তোমাদের প্রত্যেককে বাঁচার জন্য একটা করে সুযোগ দেব। 'সে সামনে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে ঘন জঙ্গলটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।" "যদি তোমরা জীবন্ত অবস্থায় গাছগুলোর কাছে পৌঁছতে পার তাহলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে।"

আমি জানি এই বাজ পাখী এবং ঈগল পাখী গুলো কি সাংঘাতিক। এদে হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। বেন মুসাফ তার হাতটা উঁচু করল, শিকলে বাঁধা ঈগলটা হাতের উপর একটু এগিয়ে এল-পাখীটা বুঝতে পেরেছে তার কাজ এবার শুরু হবে। উলঙ্গ লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে আনা হল। লিসা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। 'যা শুয়োর, দৌড়ো," ডেইসিগ উলঙ্গ লোকটাকে জোরে ধাক্কা মারল। লোকটা পিছন ফিরে একটু দেখল, তার চোখমুখ বাঁচার উদগ্র ইচ্ছা—প্রচাণ্ড জোরে লনের উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বেন মুসাফ, ঈগলটার শিকল খুলে দিল—ঈগল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়তে শুরু করল। প্রথমে

আস্তে আস্তে সোজা বেশ কিছুটা আকাশে উঠল, তারপর চক্রাকারে আকাশে পাক দিতেলাগল শেষে ছোঁ মেরে নীচের দিকে নামতে লাগল। ছোট্টখাট্টি লোকটা তখন অর্ধেক পথ পার হয়ে গেছে। লিসা উত্তেজনায় আমার ডান হাত চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলল, লোকটা ঠিক পৌঁছে যাবে।" আমি চুপ করে রইলাম। জানি, ভয়ঙ্কার দৃশ্যটা এক্ষুনি সে দেখতে পাবে। ঈগলটা এমন বুলেটের গতিতে নীচের দিকে নামছে। ডানা দুটো দুদিকে মেলে ঈগলটা মাথার উপর নেমে এল; ধারালো নখগুলো ফাঁক হয়ে আছে ছোঁমেরে ঈগল লোকটার মাথার উপর নখগুলো বসিয়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার মত রক্ত বেরোতে লাগল। এখান থেকেই লোকটার চিৎকার শুনতে পেলাম। দুহাত দিয়ে মাথাটা চেপে লোকটা মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল। একটু পরে লোকটা উঠে আবার ছুটতে লাগল; পাখীটা তখন উপরে উঠে গেছে—আবার নীচে নেমে আসছে আঘাত করার জন্য ছোঁমেরে নীচে নেমে এসে হাতদুটোয় ধারালো নখ বসিয়ে দিল। বিরাট পাখীটা আবার উপরে উঠতে লাগল লোকটার একটা হাতে নখগুলো তখনো আটকানো উপরে ওঠার সময় লোকটাকে মাটি থেকে অর্ধেক টেনে তুলে ধপ করে ফেলে দিল। এবার ঈগলটা বেশী উপরে উঠলনা সে জাম্বুজি নেমে এল—লোকটার মুখে এবং ঘাড়ে নখ বিধিয়ে ফালা ফালা করে দিল—চামড়া উপড়ে তুলে নিল—যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করতে করতে লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়ল। ঈগলটা ডানা ঝাপটাতে

ঝাপটাতে আবার লোকটার উপর নেমে এল ; বাকানো ঠোঁট দিয়ে লোকটার তলপেটের মাংস ছিড়তে লাগল। চোখ চেয়ে এদৃশ্য দেখা যায়না। পাখীটা পাগলের মত লোকটাকে ঠোকরাতে লাগল—একটু পরে রক্তাক্ত, ছিন্ন ভিন্ন মাংসের একটা দলা পড়ে রইল। বেনমুসাফ জোরে শিসদিল। পাখীটা থামল, ঘাড় ফিরিয়ে বন মুসাফের হাতের উপর বসল—নখ আর ঠোঁট রক্তে লাল। আমি লিসার দিকে তাকালাম—সে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। একজন প্রহরী ঈগলটাকে শিকল পরিয়ে দিল, তারপর প্রাসাদের দিকে নিয়ে চলল।

"চমৎকার খেলা দেখলাম," ডেইসিগের গলা থেকে প্রশংসা ধ্বনি বেরিয়ে এল, "সত্যি, তুলনা হয় না। এইবার মেয়েটার পালা, ওর জামা-প্যান্ট খুলে নাও।" লিসা কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না। আমি জানি, লোকটার মতই লিসার অবস্থা হবে। এই সুন্দর শরীরটা একটু পরেই রক্ত মাখা, টুকরো টুকরো মাংস খণ্ডে পরিণত হবে। বাকি ঈগল দুটোকে যদি কিছু করা যায় তবেই এটা বন্ধ করা যাবে কিন্তু ঈগল দুটোকে আটকানো আমার সাধ্যের বাইরে। এই সময়েই মাথায় একটা চিন্তা এল—আমি তো ঈগলদুটোকে মারতে পারব না ; ঈগল দুটো পরস্পরকে মরতে পারে। ঈগল গুলেকে ছেড়ে দেবার আগের মুহূর্তের সুযোগেই নিজেরাই মারামারি করে শেষ হয়ে যাবে। লিসাকে উলঙ্গ করা হয়েছে—ডেইসিগ, বেন মুসাফ এবং বাকি সবাই লিসার অনিন্দ্য সুন্দর দেহটাকে দেখছে।

'এরকম একটা সুন্দর জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে—এটা খুব দুঃখের কথা—" বেন মুনাফ বলল।

"আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এই মেয়েটাকে মেরে আমরা হেলগার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো। আমাদের নীতি হল—চোখের বদলে চোখ, মৃত্যুর বদলে মৃত্যু।"

কেউ আমার দিকে নজর দিচ্ছে না; আমি পিছন দিকে সরে গেলাম এই প্রহরী দুজন ঈগল দুটো শিকল বাধা অবস্থায় ধরে রেখেছে। ট্রেইসিগ লিসার হাত ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, দৌড়ো বত্তী।" লিসাও সুন্দর পেলব দেহটা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে চলল। বেন মুসাফ হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় ঈগলটা নিতে গেল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই চকিতে ঈগল দুটোর শিকল খুলে দিলাম ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দুটো পাখীই আকাশে উড়ল। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে গেল। মাঝ আকাশে একজন আর একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ থেকে পালক খসে পড়তে লাগল আর টপ টপ করে রক্ত ঝরতে লাগল। দুটো পাখীই আবার সরে গিয়ে নতুন উদ্যমে পরস্পরকে আক্রমন করল। নখ আর ঠোট দিয়ে পরস্পরকে ছিঁড়তে লাগল এমটু পরে সরে গিয়ে আবার দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উপর থেকে স্রোতের মত রক্ত নামতে লাগল। হিংস্র উন্মত্ত পাখী দুটো মরণ পণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—এত দ্রুত ঘটনা ঘটছে যে চোখ চেয়ে ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। একটু পরে পাখী দুটো ঝপ করে নীচে পড়ল, যে হেরেছে তার কোনো

অস্তিত্ব নেই, আর জিতেছে তারও প্রায় সেই অবস্থা। ডেইসিগ আর বেন মুসাফ এতক্ষণ হতবন্ধ হয়ে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখছিল; এখন তারা আমার দিকে তাকাল—রাগে চোখ জ্বলছে। আমি জঙ্গলের দিকে তাকালাম - লিসাকে দেখা যাচ্ছে না; এতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে পৌছে গেছে।

ড্রেসিগ ছয়জন প্রহরীকে বলল, "যাও, মেয়েটাকে ধাওয়া করে ধরে নিয়ে এসো।"

"যদি মেয়েটা জঙ্গলে পৌছতে পারে তবে তাকে মুক্তি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি প্রতিবাদ করলাম। আপ-"নাদের কোনো নীতিবোধ নেই দেখছি।"

ড্রেইসিগের সুন্দর মুখটা রাগে বিকৃত হয়ে উঠল, সে আমার মুখে চড় কষাল। চড়টা আমাকে খালি হাতেই মারল সে; তাতেই আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। কুত্তার বাচ্চা গায়ে বেশশক্তি অছে। যদি সে ভেবে থাকে আমি ভয় পেয়েছি তাহালে সে ভুল করেছে। আমি তার তলপেটের নীচে একটা ঘুষি চালালাম—হু,হাত দিয়ে জায়গাটা ধরে সে হাটুগেড়ে বসে পড়ল। মাথায় আর একটা ঘুষি মারার আগে চারজন প্রহরী আমাকে চেপে ধরল।

বেন মুসাফ হাত বাড়িয়ে ডেইসিগকে তুলতে তুলতে প্রহরীদের বলল, "বদমাশটাকে নিয়ে যাও।" প্রহরীরা আমাকে আবার বন্দীশালায় নিয়ে গিয়ে হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বেঁধে রাখল। একঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার নেমে এল, আমি একা বন্দীশালায় পড়ে

রইলাম। সময় যতই এগিয়ে চলল ততই আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম। ওরা নিশ্চই লিসাকে খুঁজে পায়নি। বোধহয় সে পালিয়ে গেছে। কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। যা হোক লিসাকে নিয়ে আর খুব বেশী চিন্তা করতে হবে না। এখন আমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে ডেইসিগের পরিকল্পনার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। ব্যাস তাহলেই আমার কাজ শেষ।

৯

ডেইসিগের লোকেরা বজরা থেকে সোনা নামিয়ে মদের কুঠুরীতে ঢোকাবে সেই শব্দ শোনার জন্য আমি কান পেতে রইলাম। ওরা প্রাসাদের পিছন দরজা দিয়ে যাতায়াত করবে। কিন্তু এই শাস্তিঘর বা বন্দীশালা থেকে মদের কুঠুরী খুব একটা দূরে নয়—আমি শব্দ ঠিক শুনতে পাব। তবে মনে হয় তারা এখনো কাজ শুরু করেনি—আমার কানে কোনো শব্দ এখনো পর্যন্ত আসেনি। সমস্ত প্রাসাদটা নিঃঝুম হয়ে আছে। এবার কিসের যেন শব্দ হচ্ছে! আমি কান খাড়া করলাম কে যেন চুপি চুপি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মশালের অনুজ্জ্বল আলোয় লাল ব্লাউজটা চোখে পড়ল।

"আবার তুমি এসেছ!" আমি রুদ্ধ গলায় বললাম।

"কি করতে আবার তুমি ফিরে এলে—মাথায় কি একটুও বুদ্ধি নেই?"

"আমি একা বেরিয়ে যেতে পারলাম না," লিসা বলল। "ওরা জঙ্গলের বাইরে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছে। তাই আমি তোমার

কাছে সাহায্যের জন্য ফিরে এলাম। তুমিই আমাকে এই গণ্ড-গোলের মধ্যে এনেছো এখন তুমিই আমাকে বার করার ব্যবস্থ কর।"

"না, আমি মোটেই তোমাকে এই গণ্ডগোলের মধ্যে নিয়ে আসিনি," আমি প্রতিবাদ করলাম। "তুমিই তো আমার খোঁজে এখানে এসে আটকেগে পছো।"

লিসা হাসল। "ব্যাপারটা প্রায় একই হ'ল," সে বলল। এগিয়ে এসে সে আমার হাতকড়ি খুলে দিল। তার চোখে মুখে আর ভয়ের চিহ্ন নেই। সেই পুরানো দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তোমার জামা-প্যান্ট কোথায় পেলে?"

"লনে, যেখানে ওরা রেখে দিয়েছিল," সে উত্তর দিল। "যখন বুঝলাম জঙ্গলের বাইরের প্রহরীদের নজর এড়িয়ে আমি পালাতে পারবনা তখন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম—ভয়ে তো আমার প্রাণ যায় যায় তারপর খানিক পরে লনে ফিরে এসে জামা-প্যান্ট পেলাম। শুধু ব্লাউজ আর স্ল্যাকস পরে চলে এসেছি।"

আমি লিসার দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলাম। লিসার বুকের সৌন্দর্য্য দুটো আঁটো ব্লাউজটা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। আমরা যে এতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছি তার অন্যতম প্রধান কারণ হল লিসার অনিন্দ্যসুন্দর দেহ। ড্রেইসিগ, বেন মুসাফ আর প্রহরীরা যদি লিসার দেহের সৌন্দর্য্যসুধা পান করার জন্য

ব্যস্ত না থাকতো তবে আমি ঈগল দুটোকে শিকল-মুক্ত করার সুযোগ পেতাম না।

'আমি জাহাজ অবতরণ করার জায়গার পাশ দিয়ে এলাম,'' লিসা বলল, "লোকগুলো এখনও সোনা বজরা থেকে নামায়নি বেন মুসাফের লোক বজরা পাহারা দিচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "না কি তুমি এই সামান্য জিনিস টা লক্ষ্য করনি?"

"অত বোকা নই, "লিসা বলল, "প্রত্যেক বজরায় তিনজন করে লোক আছে।"

"লক্ষী মেয়ে," আমি বললাম। "তোমাকে আমরা গুপ্তচরের কাজে লাগাতে পারব।"

লিসা আমার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল," তুমি কি জান ব্যাপারটা কি আমি তা এখনো বিন্দুবিসর্গ জানিনা। আমি নিজে একটা ধারনা করেছি কিন্তু তুমি নিজে থেকে এখনো বলো নি।

"আমরা যখন এখান থেকে বের হ'ব তখন তোমাকে সব খুলে বলব," আমি বললাম। "আমি প্রতিজ্ঞা করছি।" আর, এখান থেকে যদি না বেরোতে পারি তবে সব জেনে তোমার কিছু লাভ নেই।

ঈগলপাখীর ব্যাপারটা আমার বুদ্ধি খুলে দিল। ড্রেইসিগের জিনিস দিয়েই ড্রেইসিগকে ধ্বংস করতে হবে। বজরা ভর্ত্তি সোনা এখনও নদীর উপর রয়েছে। নিশ্চয়ই সোনাগুলো বজরার অন্য পণ্যের সঙ্গে লুকিয়ে রাখা হয়েছে—যাতে সহজে সেগুলো চেনা না

যায়। মাথায় দ্রুত বুদ্ধি খেলতে লাগল—এরকম করতে পারলে বেজন্মাগুলো শুধু যে হেরে যাবে তাই নয়, কোনোদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। উঠোনে পা দিয়ে আমি থামলাম। দেওয়াল থেকে একটা মধ্যযুগীয় অস্ত্র টেনে নিলাম—একটা ধারালো কুড়ুল এতেই কাজ হবে। আমরা এইবার সামনের দরজার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম জানি পিছনের দরজায় সোনা নামানোর জন্য প্রহরী প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিঃশব্দে লোকটার পিছনে গিয়ে কুড়ুলটার পিছন দিয়ে তালুতে আস্তে মারলাম। প্রহরীটাকে টেনে নিয়ে শুকনো পরিখার মধ্যে ফেলে দিলাম—তার আগে অবশ্য তার কোমর থেকে ছুরিটা বার করে নিলাম।

এবার আমরা বজরার দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। ড্রেইসিগের লোকজন এখন অনেক কমে গেছে—আমি নিজেই তা বেশ কিছু খতম করেছি। যে কজন অবশিষ্ট আছে তাদের বেশীর ভাগকে ড্রেইসিগ জংগলের কাছে মোতায়েন করেছে—যাতে লিসা পালিয়ে যেতে না পারে। আমাকে এবার সাবধানে এগোতে হবে—সাফল্য আর বেশী দূর নয়; এখন চালে সামান্য ভুল করলে ভীষণ পস্তাতে হবে।

বজরার কাছে গিয়ে দেখলাম বজরাদুটো দড়ি দিয়ে নদীর পাড়ে কাঠের পাটাতনের সংগে বাঁধা। প্রত্যেকটা বজরার দু'কোনে দড়ি বাঁধা। দুজন করে প্রহরী বজরা দুটোর পাহারা দিচ্ছে—বাকি দুজন খুব সম্ভব বজরার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

"তলপেটে ভর দিয়ে এগিয়ে চল," আমি লিসাকে বললাম।

"কাজ শুরু করার আগে আমাদের যতখানি সম্ভব বজরার কাছে যাওয়া দরকার।" গাঢ় অন্ধকার রাত—কাজে বেশ সুবিধা হচ্ছে আমার। লিসাকে পাশেনিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। পাটাতনের কয়েকফুট দূরে এসে লিসাকে কুড়ুলটা দিলাম।

'কুড়ুলটা নিয়ে পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা বজরার কাছিগুলো কাটতে আরম্ভ কর। আমি কি করছি তার দিকে নজর দিতে হবে না। কাছিগুলো কেটে বজরা দুটোকে আলগা করে দাও।"

আমার কাছের বজরার উপর প্রহরীটা এগিয়ে এসে আবার বজরার পিছন দিকে চলে গেল। মাটি থেকে এক লাফ দিয়ে বজরার উপরে উঠলাম। নিঃশব্দ পায়ে প্রহরীটার দিকে এগিয়ে চললাম হাতে পরিখার মধ্যে নিহত প্রহরীটার ছুরি-সজোরে ছুরিটা পিঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় প্রহারীটা ততক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়েছে-কোমর থেকে পিস্তলটা টেনে বার করার আগে আমি ছুরিটা ছুঁড়ে মারলাম—হাওয়া কেটে ছুরিটা বুকে বিঁধল। চোখদুটো বড় হয়ে গেল—দু'হাত দিয়ে ছুরীটা টেনে বার করার চেষ্টা করলাম। বজরার উপর উল্টে পড়ার আগে আমি দুহাত দিয়ে তাকে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম—তারপর ছুরিটা টেনে বার করে নিলাম। তৃতীয়জন বোধ হয় বজরার মধ্যে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

লিসা সামনে কুড়ুল দিয়ে বজরার কাছির উপর আঘাত করছে—শব্দটা পরিষ্কার শুনিতে পাচ্ছি। একটা কাছি কাটার

সঙ্গে সংগে বজরাটা নড়তে আরম্ভ করল। দ্বিতীয় বজরার প্রহরী তিনজনও দড়ি কাটার শব্দ শুনতে পেয়ে ছিল। তারা আমাদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। আমি ছুরিটা ছুঁড়ে মারলাম; আগে কোনদিন এত বেশী দুরত্বে ছুরি চালাইনি—সমস্ত শক্তি উজাড় করে, লক্ষ্যে স্থির থেকে ছুরিটা মারলাম—যা চেয়েছিলাম তাই হল। ছুরিটা নির্ভুল নিশানায় প্রহরীটার বুকে বিঁধল—প্রহরী মুখ থুবড়ে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে বাকি দুজন উর্দ্ধশ্বাসে বজরা থেকে লাফ দিয়ে প্রাসাদের দিকে দৌড় মারল; আমি তাদের আটকাতে চেষ্টা করলাম না। দ্বিতীয় কাছিটা দুভাগ হ'বার সংগে সংগে বজরা স্রোতের টানে উল্টোদিকে ভেসে চলল। লিসা এবার দ্বিতীয় বজরাটার কাছি কাটতে শুরু করল তিন চারটে কোপ মারার পরই প্রথম কাছিটা দুভাগ হল। আমি এবার লিসার কাছ থেকে কুড়ুলটা নিয়ে এক কোপে দ্বিতীয় কাছিটা দুভাগ করে ফেললাম। দ্বিতীয় বজরাটাও এবার প্রথম-টার পিছু পিছু স্রোতের টানে এগিয়ে চলল।

লিসা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "বজরাদুটোর কি হবে এবার?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, দুটো এবার ভেসে চলবে যতক্ষণ না কোনো পাহাড়, ডক, কিংবা অন্য কোনো জাহাজে ধাক্কা লাগে। কিংবা এর আগেই কেউ হয়ত জল-পুলিশ কে খবর দিয়ে দেবে। জল-পুলিশ বজরা দুটো তল্লাশি করে পাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা। ড্রেইসিগ কিংবা বেন্ মুসাফ কেউ-ই এই সোনার দাবী করতে

পারবে না—কারণ এত সোনা তারা কোথা থেকে পেয়েছে তার কোনো সত্তর দিতে পারবে না ; তাছাড়া চোরাই কারবারের অপরাধে তাদের জেল হতে পারে।"

লিসা বলল, "এক ঢুই ঢিলে পাখী।

'চলো, এবার প্রাসাদের দিকে যাই ; এখনো কিছু কাজ বাকি আছে।"

প্রাসাদে ইতিমধ্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। বজরার প্রহরী ঢু'জন পালিয়ে এসে বেন্ মুসাফ কে সব বলছে। বেন্ মুসাফ ভীষণ-রেগে ডেইসিগকে গালাগালি করতে শুরু করেছে,। "তুমি একটা গাধা," চেঁচাতে লাগল। "অপদার্থ কোথাকার। আমি তোমার জন্য এক কোটি টাকার সোনা নিয়ে এলাম আর তুমি কিনা সে গুলোকে এমন ভাবে নষ্ট করলে ? তুমি এগুলো কি ভাবে ঘটতে দিলে ? মাত্র ঢুজন মিলে এতবড় একটা সর্বনাশ করল—ঢুজনের মধ্যে একজন আবার মেয়েছেলে !"

"লোকটা খুবই সংঘাতিক," ডেইসিগ আত্মপক্ষ সমর্থন করল। "তবুও তো সে মোটে একজন," বেন মুসাফ রাগে কাঁপতে লাগল। "তুমিও এইভাবে ইজরায়েলীদেয় সংগে লড়বে ? তুমি সমস্ত আরবজাতিকে সংহত করতে যাচ্ছো ? ইতিহাসে তুমি একজন সুদক্ষ রাজনীতিবীদ এবং ঢুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে অমর হয়ে থাকবে, তাই না ? যা ঘটল তারপর তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তুমি যখন এই সামান্য কাজটুকু ঠিকমত করতে পারলেনা তখন ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদের কি করে

জেভাবে ? তোমার দ্বারা এত বড় কাজ কখনই সম্ভব নয়। একটা অকর্মণ্য,, মাথা মোটা কোথাকার ?

"আপনি মুখ সামলে কথা বলুন," ডেইসিগ চেঁচিয়ে বলল।

"আমি তোমার সংগে আর নেই,' বেন মুসাফ বলল। "তোমার উপর আমার আর এতটুকু বিশ্বাস নেই।"

"না, আপনি এখন চলে যেতে পারবেন না,'। ড্রেইসিগ বেন মুসাফের পথ আটকাল। "আপনার আরও অনেক আসে নাছে।"

"সেগুলো মোটেই আমি আর তোমাকে দিচ্ছি না, তোমার চেয়ে বেশী যোগ্য কোনো লোককে তা দেব," বেন মুসাফ বলল।

ড্রেইসিগ বেনমুসাফকে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দিয়ে প্রহরীদের বলল, "একে বন্দী কর। প্রাসাদের চূড়োয় নিয়ে একে বেঁধে রাখ, যতক্ষণ না অন্য আদেশ দিই ততক্ষণ সেখানে একে বন্দী করে রাখ।

"তুমি একটা উন্মাদ," প্রহরীরা বেন্‌মুসাফকে বন্দী করতে গেলে সে চেঁচিয়ে বলল।

"আপনি আমার অতিথি, ড্রেইসিগ বলল। যতক্ষণ না আমি আমার প্রয়োজন মত সোনা আপনার কাছ থেকে পাচ্ছি ততক্ষণ বন্দী অবস্থায় আপনি আমার অতিথি হয়ে থাকবেন। দেশে আপনার ছেলে আছে ; তারা সোনা দেবে। আপনার আত্মীয়-স্বজন আছে, তারাও সোনা পাঠাবে। নিয়ে যাও অতিথি মহোদয়কে।"

লিসা আর আমি প্রাসাদের কাছে গিয়ে অন্ধকার শুকনো

পরিখার মধ্যে দিয়ে কুঠুরীতে যাওয়ার একটা রাস্তা আছে। প্রাসাদের সব প্রহরী দুর্ঘটনাটা জানতে পেরেছে। তারা উত্তেজিত ভাবে জোরে জোরে বলাবলি করছে। আমরা একটা থামের পিছনে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগলাম। একটু পরে থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে বারান্দার দিকে চললাম; আমি এখনই ড্রেইসিগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাই—কিন্তু তার আগে লিসাকে কোনো ঘরে লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু একটা ইঁদুর বাদ সাধল। একটা মোটাসোটা ধেড়ে ইঁদুর হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। মেয়েদের যা স্বভাব লিসা তাই করল—ভয়ে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই—লিসার সুরেলা চিৎকার সমস্ত প্রাসাদে প্রতিধ্বনিতে হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কারা যেন আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এভাবে আবার দুজনে ধরা পড়লে চলবে না। আমি সামনের জানলা দিয়ে লাফ মারলাম জানলা দিয়ে গলে জানলার বাইরের দিকের সরু তাকটা আঙুলের ডগা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলাম, আমি শুনতে পেলাম প্রহরীরা লিসাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। আমার আঙুল গুলো ব্যথায় টনটন করছে; যতক্ষণ পারলাম ঐভাবে ঝুলে রইলাম, তারপর জানলা দিয়ে গলে আবার বারান্দায় এলাম।

এখন ড্রেইসিগের সঙ্গেই আমার দেখা হাওয়া দরকার। ড্রেইসিগ দুজন আরবকে খুন করে সে মুসাফকে বন্দী করেছে;

ড্রেইসিগকে কব্জা করতে পারলেই আমার কাজ শেষ ; পরে না হয় লিসাকে উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু একই সঙ্গে আমি ড্রেইসিগ আর লিসার দেখা পেলাম। ড্রেইসিগের অফিসঘরের কাছে যেতেই ভিতর থেকে লিসার চিৎকার আমার কানে এল। আমি কিছুটা পেরিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম—দরজাটা খুলে গেল। দেখলাম ড্রেইসিগ লিসাকে একটা সোফার মধ্যে চেপে ধরে আছে—লিসার ব্লাউজ আর স্ল্যাকস্ পাঞ্জীটা ছিঁড়ে দিয়েছে—মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো দিয়ে লিসাকে সোফার উপর ঠেসে তার উপর চেপে বসে আছে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ড্রেইসিগ ঘুরে হ্যাঁচকা টানে লিসাকে নিজের সামনে নিয়ে এসে নিজেকে লিসার পিছনে আড়াল করে রাখল। লিসাকে ঢালের মত ব্যবহার করে সে আস্তে আস্তে ঘুরে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে পাতলা একটা ছুরি বার করে ঘরের মাঝখানটায় এল। আমি জানি ড্রেইসিগ এখন কি করবে, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। সে হঠাৎ লিসাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল মনে করল আমিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিসাকে ধরতে গিয়ে টাল সামলাতে পারব না। কিন্তু আমি তা না করে একপাশে সরে গিয়ে লিসাকে একহাত দিয়ে ধরে উল্টে ধাক্কা মারলাম। লিসা হুড়মুড় করে সোফার উপর এসে পড়ল। ড্রেইসিগ্ তখন ছুরিটা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বুকটা সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে। আমি একমুহূর্ত দেরী না করে নীচু হয়ে লাফ দিলাম—ছোরা ধরা হাতটা ধরে

জোরে মোচড় দিলাম। ড্রেইসিগ ব্যাথায় চেঁচিয়ে উঠে দেওয়ালে ধাক্কা খেল—হাত থেকে ছুরিটা মেঝেতে পড়ে গেল। দেওয়ালে ধাক্কা খাওয়ার সংগে সংগে আমি ডানহাতে চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুষি চালালাম—ড্রেইসিগ ঘুষির ধাক্কায় দরজা দিয়ে বাইরে পড়ল। আমিও সংগে সংগে বাইরে এলাম—ড্রেইসিগ ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সামনের দেওয়ালে অনেকগুলো বর্শা আটকানো রয়েছে—ড্রেইসিগ সেই দিকে ছুটল। বুঝতে পারলাম ড্রেইসিগ কি করতে যাচ্ছে—আমি লাফ দিয়ে ড্রেইসিগের হাঁটু-দুটো জড়িয়ে ধরলাম। সে দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আমার পিছনে আঘাত করল—আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল—আমি মুখ থুপড়ে পাথরের মেঝেতে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম ড্রেইসিগ দেওয়াল থেকে একটা বর্শা টেনে নিল। বর্শাটা সে আমার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল আমি গড়িয়ে একপাশে সরে গেলাম। বর্শাটার ফলা বন শব্দ করে পাথরের মেঝে বিঁধল। আমি উঠে দাঁড়ানোর সংগে সংগে ড্রেইসিগ আবার বর্শা চালাল। আমি নীচু হয়ে এবারের আঘাতটাও এড়ালাম। একহাতে বর্শাটা ধরে সে ফলাটা আমার শরীরে ঢুকিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। আমি পিজনে সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম—ড্রেইসিগ মনে করল এইবার সে আমাকে বাগে পেয়েছে। সে বর্শা উচিয়ে তেড়ে এল—আমি একপাক ঘুরে দাড়ালাম ; বর্শার ফলাটা আমার জামা ফুটো করে কাঁদের নীচু দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে

দেওয়ালে ধাক্কা খেল। সংগে সংগে আমি বর্শাটা ধরে মোচড় দিলাম ; ডেইসিগের মুঠো ধরে বর্শাটা ছিনিয়ে নিলাম। বর্শাটা এত লম্বা যে ঘুরিয়ে মারা যায় না আমি বর্শাটা মেঝেতে ফেলে ডেইসিগের পিছু নিলাম।

ডেইসিগ ঘুরে দাড়িয়ে আমার মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি চালাল। ঘুষিটা আটকিয়ে আমি বাঁ হাতে হুক করলাম--ডেইসিগও আমার হুকটা আটকাল--বুঝতে পারলাম ডেইসিগ মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শী। কিন্তু এখন দীর্ঘস্থায়ী মুষ্টিযুদ্ধে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। এখনও যে ডেইসিগের লোকজন ছুটে আসেনি তাতে আমি অবাক হলাম। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেইসিগের পাজর লক্ষ্য করে ঘুষি মারলাম। মুখটা ব্যথায় বেঁকিয়ে বাদিকে হেলে পড়ল, সংগে সংগে ডানহাতে আমার দিকে প্রচণ্ড ঘুষি চালাল। আমি হাতটা চেপে ধরলাম তার পর একদম সামনে গিয়ে বৃষ্টির মত ঘুষি মারতে লাগলাম। ডেইসিগ চিৎহয়ে শুয়ে পড়ল-একটুও নড়ছে না। আমি চুলধরে মাথাটা এদিক ওদিক করলাম। না, কোনো সাড়া নেই--অজ্ঞান হয়ে গেছে। এইসময় লিসা অফিস ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল--আমি তার দিকে তাকালাম। দেখলাম লিসার চোখদুটো বড় হয়ে উঠেছে--কি যেন বলতে চাচ্ছে আমাকে, ঘুরে দেখার কোনো সুযোগ নেই আমার—তাই হাঁটু গেড়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম—মাথার উপর দিয়ে ডেইসিগের প্রচণ্ড জোরের ঘুষিটা বেরিয়ে গেল। ঘুষিটা ফস্কে যেতে ডেইসিগ বেটাল হয়ে আমার উপর পড়ল। ডেইসিগ তাহলে অজ্ঞান হয়নি—আমার সঙ্গে চালাকি করছে। আমি সরে গিয়ে

ড্রেইসিগের দিকে লাথি চালালাম—পাটা তার পাঁজরের উপর আছড়ে পড়ল; সে চিৎ হয়ে পড়ল। এবার আর চালাকি নয়—আমি ডান হাতে আপারকাট মারলাম. সে একপাক বোঁ করে ঘুরল; সংগে সংগে বাঁহাতে লোয়ার কাট ঝাড়লাম; সে হাতবাড়িয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইল; কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে চোয়ালের হাড় ভাঙ্গার শব্দ কানে এল। ধপাস করে সে মেঝেতে উল্টে পড়ল। যন্ত্রনায় ঠোঁটদুটো বেঁকে গেছে; মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। আমি নীচু হয়ে তার জামা ধরে তাকে টেনে তুললাম; লম্বা বর্শাটাও তার শরীরের সঙ্গে উঠে এল বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি ঘটেছে। বর্শাটার ধারাল ফলাটার উপর ড্রেইসিগ পড়েছে ফলাটা কাঁধের নীচ বরাবর অর্ধেকটা ঢুকে গেছে নেনরিখ ড্রেইসিগ এখন পরলোক-তার সঙ্গে তার সাংসী চিন্তাধারারও মৃত্যু ঘটল।

আমি এখনও ভেবে পেলামনা কেন ডেইসিগের দেহরক্ষীরা তাকে সাহায্য করতে ছুটে এল না। এই সময়েই আগুনের বিশ্রী পোড়া গন্ধ নাকে এল। আমি লিসার দিকে তাকালাম—তার চোখদুটো বড় হয়ে গেছে। বারান্দার নীচু থেকে কালোকালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এগিয়ে আসছে। আমি দৌড়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম; দেখলাম একতলা থেকে আগুনের শিখা-ক্রমশঃ বাড়ছে। পুরানো টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য আসবাব পত্র জড়ো করে আগুন লাগানো হয়েছে। দেওয়াল থেকে ঝোলানো মধ্যযুগের পতাকা, পর্দা প্রভৃতিতে আগুন ধরতে শুরু করেছে। পুরনো প্রাসাদটা খুব শীঘ্রই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে

যাবে। ধোঁয়া এবং আগুনের তাপ প্রাসাদের আনাচে কানাচে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এখন বুঝতে পারলাম কেন ডেইসিগের লোকজন ডেইসিগকে বাঁচাতে আসেনি - ডেইসিগ তাদের সবাই-কে প্রাসাদে আগুন লাগাতে বলেছে।

কিন্তু একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না। ড্রেইসিগ তো বেন মুসাফকে বন্দী করে রেখেছে আরও সোনা আদায় করার জন্য। তাহলে সব কিছুতে আগুন লাগানোর মানে কি? আমি লিসার কাছে ফিরে গেলাম।

www.boighar.com

"ড্রেইসিগ যখন তোমাকে এখানে ধরে নিয়ে এল তখন কি সে তোমায় কিছু বলেছিল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "এমন কিছু যা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

"সে বলেছিল যে সে এখান থেকে পালিয়ে যাবার আগে আমাকে ধর্ষণ করবে," সে বলল।

"এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে?" আমি বললাম। "তার মানে তো এই দাঁড়াচ্ছে না যে সে নিজে আগুনে পুড়ে মরবে। না, ঠিক বুঝতে পারছি না। অন্য কিছু বলেছিল?"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ, সে যখন ...সে যখন আমার

"সতীত্ব রাখ তো এমন, কি হয়েছিল বল," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

সে যখন আমার উপর চেপে বসেছিল, "লিসা মুখ লাল করে বলল," সে বলেছিল আমাকে সংগে করে সে নিয়ে যেতে চায়,

কিন্তু আমি তার পথের কাটা হয়ে উঠতে পারি। আরব এবং তার বিশ্বস্ত লোকজনকে নিয়ে সে ইতিমধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে

পড়েছে।"

ব্যাপারটা একটু একটু করে বোধগোম্য হচ্ছে আমার। ড্রেই-সিগ বুঝতে পেরেছিল যে এখানকার গোপন কাজকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়েছে। প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি, প্রচুর বোকামি হয়েছে, বেন সুসাফের চ্যালারা তাকে অত সহজে ছেড়ে দেবেনা। সে তাই সবকিছুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকের চোখে ধূলো দিতে চেয়েছিল যে সে-ও আগুনে পুরে মারা গেছে। কিন্তু আসলে বেন্ মুসাফকে বন্দী করে নিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে আবার কাজকর্ম শুরু করতে চেয়েছিল। আমি শুনতে পেলাম লিসা কাশছে; আমার ফুসফুসের ভিতরও কেমন কেমন করছে, আমি আর লিসা সেখানে দাঁড়ান যুক্তি যুক্ত মনে করলাম না, যে দিকে রাস্তা পেলাম এগোতে লাগলাম, সামনেই একটা ঘর দেখতে পেলাম। দরজা খুলে দেখতে পেলাম বেন মুসাফ বন্দী অবস্থায় সেই ঘরে—পড়ে আছে—সে এসব খবর কিছুই জানেনা। আমি বেন মুসাফকে সমস্ত খবর জানালাম। এবং তাড়াতাড়ি মুক্ত করে দিলাম তারপর তাড়াতা ড়ি বেরিয়ে আসার জন্য বললাম। বেন মুসাফ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; কিন্তু সেও বের হবার রাস্তা জানে না। এখন তিনজনে কি করে বাহির হবে সেটাই চিন্তা। এখান থেকে একমাত্র কোন গোপন পথ ছাড়া বাহির হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া কিভাবে বুঝাব কোথায় আগে খোঁজা শুরু করা দরকার।"

"তুমি ঠিকই বলেছ; গোপনে পথটা যে কোন জায়গায় থাকতে

পারে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না, "আমি কাশতে কাশতে বললাম। "তুমি বলেছ ডেইসিগ বেন মুসাফ এবং তার বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে পালাবে বলেছিল। তারমানে সে পথের মাঝখান থেকে তাদের নিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। এসো একমাত্র একটা সুযোগ আছে—সেটা চেষ্টা করে দেখতে কোনো ক্ষতি নেই।"

হামাগুড়ি দিয়ে সবার আগে আগে আমি চললাম। এভাবে এগিয়ে চলাতে খুব একটা সুবিধা হচ্ছিল না ; ধোয়ার রাশি আমাদের সরাসরি আক্রমণ করতে পারছেনা পাথরের মেঝে, দেওয়াল তেতে উঠছে ; আর দু'-তিন মিনিটের মধ্যে রাস্তা খুঁজে না পেলে আমরা আর কোনো দিন এখান থেকে বের হতে পারবনা যে ঘরে বেশীর ভাগ ঈগলপাখী রাখা ছিল সেই ঘরের কাছে গেলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। খুব বেশী ধোঁয়া এ ঘরে ঢুকতে পারেনি। একধারের দেওয়ালে খাঁচা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ঢাকা। কিন্তু উল্টো দিকের দেওয়ালটা পরিষ্কার। মসৃণ দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা কাঠ আটকানো রয়েছে। আমি সেইদিকে তাকিয়ে বললাম, দেওয়ালের সব জায়গায় জোরে চাপ দাও।"

বেন মুসাফ এবং লিসা আমার কথা মত দেওয়ালে চাপ দিতে লাগল। লিসা দেওয়ালের এককোনে একটা কাঠের উপর চাপ দিতেই দেওয়ালটা সরে গিয়ে একধার ফাঁক হয়ে গেল। আমি লিসা আর বেন মুসাফ ঐ ফাঁক দিয়ে নীচের পথ বেয়ে নামতে

লাগলাম। আঁকাবাঁকা ঢালু সুড়ঙ্গের দেওয়ালটাও ভীষণ গরম হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের শেষ মুখে গিয়ে একটা দরজা দেখতে পেলাম। দরজার উপর হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করলাম। বলা যায়না দরজা খুললে হয়তো জ্বলন্ত কোনো ঘরে গিয়ে পড়ব। ডেইসিগের তো অনেক আগেই পালিয়ে যাবার কথা। সবাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু হাতদিয়ে বুঝলাম দরজাটা মোটামুটি ঠাণ্ডা। দরজাটা ধাক্কাদিয়ে খুললাম—কাঠের ছাউনি দেওয়া একটা ঘরে ঢুকলাম। সামনেই আর একটা দরজা, এই দরজাটাও খুললাম—রাতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম—লক্ষ্য করলাম সুড়ঙ্গ দিয়ে মাটির তলায় ঢুকছি: এই রাস্তা আবার মাটির উপরে প্রসাদ থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটা কাঠের ছাউনিতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আমরা যখন প্রসাদটার দিকে তাকালাম লিসা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। প্রসাদটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রাসাদের দিকে তিনজন মন্ত্রমুগ্ধর মত তাকিয়ে রইলাম।

একটু পরে আমি লিসাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার গাড়ী কোথায় রেখেছ? নিজেরই হাসি পেল। এমন ভাবে জিজ্ঞস করলাম যে আমরা যেন কোনো সিনেমা দেখে ফিরছি।

"রাস্তার ধারে, "লিসা বলল। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বেন মুসাফের দিকে ফিরলাম। বেন মুসাফের ধারালো চোখদুটো কিছুটা অনিশ্চিত।

"আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, "আমি চিরদিন আপ-

নার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি নিশ্চয়ই এখন আপনার বন্দী, তাই না ?"

আমি জানি এরকম একটা প্রস্তাব আসবে—আমি তাই আগে থাকতে চিন্তা করে রেখেছিলাম। বেন মুসাফ কে দোষী সাব্যস্ত করার সত্যিকারের কোনো প্রমাণ আমার হাতে নেই। তবুও ষড়যন্ত্র হত্যায় সাহায্য করা প্রভৃতি অভিযোগ বেন মুসাফকে গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তার বিশেষ কোনো দরকার নেই। আমি তাকে ছেড়ে দেব বলে ঠিক করলাম। এতে আমাদের মহত্ত এবং ক্ষমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাছাড়া, সে এরকম একটা শিক্ষা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারবেনা।

"আপনি মুক্ত, আপনি এখন চলে যেতে পারেন," আমি তাঁকে বললাম। বেন মুসাফের চোখ দুটো অবাক—বিস্ফারিত হল। "আমার একটা অনুরোধ, এবার থেকে আপনি ভেবেচিন্তে বন্ধু যোগাড় করবেন এবং মহৎ কোনো উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করবেন। আপনি কতগুলো বদ লোকের পাল্লায় পড়ে ছিলেন। আপনার দেশের পাশেই ইহুদীরা আছে—তারা খুব ভাল লোক। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন সু-প্রতিবেশী হিসাবে পাশাপাশি বাস করুন।"

বেন্ মুসাফ কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে অভিবাদন করল ; তারপর চলে গেল। লিসার হাত ধরে আমি গাড়ীর দিকে চললাম। ড্রেইসিগের চ্যালারা এখন যে যেদিকে পারে পালিয়েছে কিছুদিন পরে হয়ত অন্য কোনো প্রভুর সেবা শুরু করবে।

লিসার বাড়ী যখন পেঁছলাম তখন দেখলাম তার মাসী টেবিলের উপর একটা চিরকুট চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছেন।

"প্রিয় লিসা,

ফ্র সুজেনের আমন্ত্রণে আমি তাঁর বাড়ীতে কয়েকটা দিনের জন্য বেড়াতে গেলাম। তুমি তো গত রাত্রে এলেনা—কি ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। আমি শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে ফিরব।

"তোমার মাসী অ্যান্"।

"তুমি কোথায় থাকবে?" লিসা লাজুক ভাবে চোখের কোন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কেন, এটাই তো আমার থাকার জায়গা," আমি বললাম।

সে মাথা তুলে অদ্ভুতভাবে আমাকে দেখল, "আমি এখানে নিজেকে নিরাপদ মনে করছি না," সে বলল।

"ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই," আমি তার দিকে হেসে বললাম, "তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে।"

সে একটু চিন্তা করে আমার কথা মেনে নিল।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম, লিসাও পাল্টা জবাব দিতে লাগল। তারপর লিসা নিজেকে মুক্ত করে

বলল, আমাদের এখন স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার। আমি বল্লাম, লিসা আজতো আমাদের জয়ের পালা। আজ আমাদের ফূর্তি করার দিন কি বলো। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে উঠল, "কেন, কি ভাবে?" "আমার তোমার দেহ একাকার করে।" লিসা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো মাই গড, না বাবা আমি ও সবকে বড় ভয় পাই। ও কাজে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। "তাহলে আনকুরা জিনিসটাই পেয়েছি।"

এখন আমার কাজ ওকে উত্তেজিত করা, তানা হলে ওকে কাজে লাগানো যাবে না। হাসি মুখে ওকে আমার বুকের সাথে ঝাপটে ধরে আদর করতে লাগলাম। মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগলাম আমার বুকের সাথে। আস্তে আস্তে ওর পিঠের উপর হাত নাড়া চাড়া করতে করতে পাছার উপর হাত এনে আমার নিম্নাঙ্গের সাথে চেপে ধরলাম। বুঝতে পারলাম লিসার শরীর যেন আমার শরীরের উপর এলিয়ে দিল। আমি আবারো ওর ভারী পাছাটা খামছে ধরে চাপ দিতে লাগলাম, ওর মুখে কোন কথা নেই। একের পর এক আমার বুকের সাথে মুখ ঘসছে। এক সময় আমার হাতটা ওর স্তনের উপর চলে গেল। খাড়া খাড়া হয়ে রয়েছে স্তন দুটো। হাত লাগাতেই লিসার সারা শরীর কেপে উঠল। আমার হাতটা ওর বুকের ওপর দ্রুত খেলতে লাগলো। একটা হাত আস্তে আস্তে ওর নাভির নিচে দুই উরুর মাঝে যেয়ে স্থির হলো। হাত দিয়ে বুঝলাম লিসার অবস্থা বেসি সুবিধাজনক নয়। সন্ধি স্থলে ভিজে চপ চপ করছে। আমার

আঙ্গুলগুলো খেলা করতে লাগলো।

লিসা চট করে একটু সরে গিয়ে বললো, "আমি আর দাড়িয়ে থাকতে পারছিনে।" ও আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমি ওর চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম, আমার সব কথায় এখন লিসা রাজী হবে। আমিও সুযোগটা কাজে লাগালাম। আমার শরীরের সমস্ত পোশাক খুলে ফেললাম। ওকে বললাম—আর দেরী করে যন্ত্রনা বড়ানোর কি দরকার? "তোমার শরীরের "বসন" খুলে ফেল।" ও দুরু দুরু বুকে পোষাক খুলতে শুরু করল। অন্তর্বাস খোলার সময় ওর হাত কাপছিল থর থর করে। ও সত্যিই ভিষণ ভয় পাচ্ছিল। এগিয়ে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিংগন করে বলে উঠল 'আঃ নিক, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো - আমিতো মরে যাব।" ওর ঠোটে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে চুমু দিতে দিতে বা-হাতটা ওর পিঠের দিকে ব্রার উপর গেল। ব্রার ক্লিপটা নাড়া-চাড়া করতেই খুলে গেল। ও নিজেই ব্রাটা মেঝেতে ফেলে দিল। ওর স্তন দেখে আমি হা হয়ে গেলাম। জীবনে অনেক মেয়ের সাথে মেলামেশা করেছি, অনেক মেয়ের স্তন দেখেছি কিন্তু এমনটি আর কোন দিন আমার চোখে পড়েনি। নীচের দিকে একটুও টলিনি বরং উপরের দিকে মুখ করে খাড়া হয়ে রয়েছে। স্তনের বোটা সুচালো হয়ে আছে। এমন অবস্থা কোন বৃদ্ধ লোকেও যদি দেখে তবে সেও লাফ দিয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় আমার অবস্থাও তাই। ওকে কোলে তুলে খাটের উপর শুয়ায়ে দিয়ে ওর বুকের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার হাত ওর বুকের উপর নাড়া চাড়া করতে লাগল। মুখটা নিচে করে

ওর পাতলা ঠোঁট দুটো মুখে পুরে নিয়ে চুষতে শুরু করলাম। চুষতে চুষতে আমার মুখটা ওর খাড়া স্তন দুটোর দিকে চলে গেল। আমি লিসার স্তনের বোটাটা আমার মুখে পুরে জিভ দিয়ে নাড়াতে লাগলাম। লিসা আমার মাথার উপর হাত রেখে বুকের সাথে চেপে ধরে বলে উঠল—"নিক আমি আর পারছি না—আমাকে··· । আমি বোধ হয় মরে যাব।"

ওর আহবানে আমি আর দেরী করলাম না। ওর পা দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পাছা উচু করে কোমরের নিচে একটা বালিশ দিলাম। আমি ওর দু উরুর মাঝে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে একটা চাপ দিলাম কিন্তু কোন কাজ হলো না। তাতে আমি বুঝতে পারলাম ও সত্যিই জীবনে কারও সাথে এই কাজে লিপ্ত হয়নি। তারপর আবারও লিসার পা দুটো দুদিকে আরো সরায়ে জোরে চাপ দিলাম এবার ঠিকমত কাজ হলো কিন্তু লিসার অবস্থা আর দেখার মত রইল না। ওর মুখে রক্ত জমে গেছে-তবুও দাঁতে দাঁত চেপে ধরে পড়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না—"কুকিয়ে উঠল," তখন ওকে দেখে আমার ভীষণ মায়া হলো। আমি আর বাড়াবাড়ি করলাম না।

'আমি স্নান করে পরিষ্কার হয়ে আসছি," সে বলল। "ভীষণ অস্বস্তি লাগছে।"

"তোমার পরেই আমি যাব" ; তুমি স্নান সেরে নাও, আমি ইতিমধ্যে আমেরিকায় বসের সঙ্গে ফোনে একটু কথা-বার্ত্তা বলেনি।

আমি দেখলাম লিসা শোবার ঘরে গেল, চলার তালে তালে

তার বুকদুটো দুলছে। আমি হকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। লাইন পেতে দেরী হবে। আমি ইতিমধ্যে স্নান করে নিলাম। শোবার ঘরে ঢুকে দেখি লিসা আমার জন্য বিছানা পেতেছে আর নিজের জন্য সোফাটা ঠিক করেছে। কে কোথায় শোবে তা নিয়ে যখন তর্ক করতে লাগলাম তখনই ফোনটা বেজে উঠল। অপারেটার লাইন দিয়েছে।

"আরবরা ডেইসিগকে টাকা দিয়ে মদত দিচ্ছিল ; আমি হক্‌কে বললাম।" বিশেষ করে একজন আরব, তার নাম আবদুল বেন্‌ মুসাফ।

"দিচ্ছিল ?" হক্‌ জিজ্ঞেস করল। এই একটা কথায় হক্‌ বুঝিয়ে দিল সে সব জানতে চায়।

"হ্যাঁ" আমি বললাম। "ডেইসিগ খতম হয়ে গেছে ; বেন্‌ মুসাফ ও পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা," পশ্চিম জার্মানী রাইন নদীর উপর দুটো বজরা থেকে প্রায় দশ লাখ টাকার সোনা পেয়ে বড়লোক হতে চলেছে।

'ভালই কাজ কড়েছ এজেন্ট থ্রী," হক্‌ বলল। তুমি এবারের কাজে নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছ। তোমার এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কাল দিনটা বিশ্রাম কর ; পরশুদিন চলে এস।"

"কাল পুরো দিনটা বিশ্রাম ? আমি অবাক হবার ভান করলাম। "তিন চার ঘন্টা বিশ্রামই যথেষ্ট।"

"হক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল "। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা সে ধরেছে। "ঠিক আছে," "সে বলল।" তুমি কবে আসতে চাও ? মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা কবে তোমার শেষ হবে ?"

"শুধু এই সপ্তাহের শেষটা, ব্যাস আর নয়।" আমি বললাম, ঠিক আছে ; তবে শনিবার তুমি এখানে অবশ্যই আসছ আর একান্তই এখানে না পারলে তোমার বাসায় অন্ততঃ এসো। কিছু জরুরী কাজ তোমার জন্য থাকতে পারে।"

হক্ ফোন ছেড়ে দিল। আমি লিসার দিকে ফিরে বললাম, "শুক্রবার অবধি সময় হাতে আছে। শনিবার আমেরিকা চলে যেতে হবে।"

"মাসী আসার আগে তুমি শুক্রবার রাতেই এখান থেকে চলে যাবে কিন্তু।'

লিসা হাল্কা নীল রঙের নাইটি পরেছে ; তলায় আর কিছু নেই। লিসার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিন্তু বড় সুন্দর। ঘটনা-চক্রে আমরা পস্পোরের কাছে এসেছি—কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কোনো মালিন্য নেই। আমি এই সম্পর্কটা স্পষ্ট করতে চাই না।

"তুমি বিছানায় শোও, আমি সোফার উপর শুচ্ছি ; ব্যাস্ এ নিয়ে আর কোন তর্ক নয়," আমি বললাম। লিসা শোবার ঘরের দিকে গেল—সুন্দর, লম্বা পাদুটো নাচিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। লনের উপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া লিসার নগ্ন পায়ের সৌন্দর্য্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। "শুভরাত্রি, নিক্," সে বলল।

"ঘুমটা তোমার ভাল হোক, সোনা," আমি বললাম। লিসা ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিল—অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা। রাস্তার লাইট পোষ্টের আলোয় ঘরের আসবারপত্রগুলো আবছা দেখাচ্ছে আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম। একটু পরে লিসার

ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। চোখ খুলে দেখলাম লিসা আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। অন্ধকারের মধ্যেই বুঝতে পারলাম লিসার মুখে হাসি নেই, কেমন যেন গম্ভীর।

"তুমি কে, নিক্?" সে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল। "তুমি তোমার পরিচয় এখনও দাওনি।"

আমি হাত বাড়িয়ে লিসাকে কাছে টানলাম। "আমি হলাম এমন একজন লোক যে তোমাকে চুমু খেতে চায়, আমি বললাম। "কিন্তু তুমি কে?"

"আমি একজন মেয়ে যে চায় তোমার মত লোক আমাকে চুমু খাক," সে বলল। হাতদুটো দিয়ে সে আমার ঘাড় জড়িয়ে ধরল। জামাটা বুকের কাছে ফাঁক হয়ে গেল। নরম, উষ্ণ, উন্নত; বুক দুটো আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। আমার হাতের স্পর্শ পেয়ে শীর্ষ দুটো শক্ত হয়ে উটল; ঠোঁটদুটো ব্যাকুলভাবে আমার ঠোঁট দুটোর উপর নেমে এল। জামাটা পুরো কাঁধ থেকে খুলে নীচে পড়ে গেল—আমার শরীরের উপর বুকটা চেপে রাখল; এখনও সে হাঁটু গেড়ে সোফার পাশে বসে রয়েছে। আমি তাকে তুলে আমার উপর শোয়ালাম। আমার শরীরের প্রতিটি খাঁজের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিলাম। লিসা প্রথমে একটু দ্বিধা করল, তারপর আমি যখন তার শরীরের মধ্যে ঢুকলাম তখন সে তার সুন্দর লম্বা পা-দুটো দ্বিধা বিভক্তি করল—আরও জোরে সে আমার শরীরের মধ্যে মিশে গেল—আমার স্পর্শ পাওয়ার জন্যে বুক দুটো উঁচু হয়ে উঠল।

"ওহ নিক, নিক," ...."ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল

সে", "থেমোনা থেমোনা···আজ রাতে না, কালও না, যাবার আগে পর্য্যন্ত না।"

আমি তাকে আদর করতে লাগলাম, সেও সমান প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। দুদিন দুরাত কেটে গেল—মাঝখানে আমরা খেতে উঠেছিলাম—কিন্তু সেটুকু আরকত সময়? বেশীরভাগ সময় আমরা পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম—আমাদের আলাদা অস্তিত্ব ছিল না।

শুক্রবার বিকেলটা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে এল। আমি জামা-প্যাণ্ট পরে নিলাম—অ্যান মাসী আসার আগে আমাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু লিসাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

দরজার সামনে এগিয়ে এসে লিসা জিজ্ঞেস করল, "কাল কোন প্লেনে যাচ্ছ?" এই দুদিনের মাঝে সামান্য বিরতির সময় আমি আমার আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছিলাম। "টেম্পলহফ থেকে বেলা দশটায় প্লেন ছাড়বে," আমি বললাম।

'আমি সেখানে তোমাকে বিদায় জানাতে যাব," সে বলল।

"তার কোন দরকার নেই,' আমি বললাম।

"না, আমি যাবই।" সে বলল।

আমি লিসার বাড়ী থেকে চলে এলাম। রাতটুকু কাটাবার জন্য একটা হোটেল খুঁজে নিলাম। মন চাইছিল লিসার সঙ্গে আর একবার দেখা হোক। সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গল। অনেকটা সময় হাতে থাকতেই আমি এয়ার পোর্টে এলাম। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়ছে—প্লেন ছাড়বার আর বেশী বাকি নেই। মাইকে শেষবারের মত, ছাড়ার সময় ঘোষণা করল। এই সময়ে লিসার

দেখা পেলাম। ভীড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়ে আমার দিকে আসছে। "কি ব্যাপার" আমার গলার স্বরটা খুব মিষ্টি শোনাল না, "এখন আমার প্লেনে ওঠার সময়।"

"কি করব বল, কিছুতেই তাড়াতাড়ি আসতে পারলাম না", আমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল। প্লেনে ওঠার আগে আমি আবার টিকেটটা চেক করতে দিলাম। লিসাও একটা টিকিট চেক করতে দিল।

আমি ভ্রূকুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করছ তুমি";

"বাড়ী যাচ্ছো", "সে আমার হাত ধরে প্লেনের দিকে যেতে বলল"।

"বাড়ী যাচ্ছি" কোথায় তোমার বাড়ী? আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে।

"মিলঅকি তে", সে নিস্পৃহ ভাবে বলল। "দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, চল—পথ আটকে রেখেছে।"

আমি তার পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্লেনের মধ্যে ঢুকলাম। সে তার সীটে বসে পাশের সীটটা ঝাড়তে লাগল।

"দাঁড়াও মিলঅকি মানে? তুমি আমাকে বলেছ যে তুমি "জার্মান মেয়ে।"

"আমি এরকম কথা কখনো বলিনি," সে বলল। চোখমুখ দেখে বুঝলাম সে আমার কথায় ব্যথা পেয়েছে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম। না, এরকম কথা তো লিসা কখনো বলেনি।

"আমার বাবা মা জার্মান ; সে বলল।" "আমি এখানে মাসীর কাছে বেড়াতে এসেছি। তুমি ধরে নিয়েছ যে আমি হামবুর্গ, ডাসেলডর্ফ বা অন্য কোনো শহর থেকে এসেছি।"

"আমি তোমাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম কোথা থেকে তুমি আমেরিকানদের মত ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা শিখেছ, "আমি বললাম। "আমিও বলেছিলাম যে আমি প্রচুর আমেরিকান সিনেমা দেখি।"

"মিলঅকিতে?

হ্যা, মিলঅকিতে।"

"তুমি বলেছিলে তুমি স্কুল থেকে ইংরেজী শিখেছ।"

"একেবারে খাঁটি সত্যিকথা বলেছি। সে তৃপ্তির হাসি হেসে বলল।

আমি সীটে বসলাম। "প্লেনে যদি এত লোক না থাকত তাহলে আমি তোমাকে পত দুরাতের মত একটু আদর করতাম "আমি তাকে বললাম।"

"নিউইয়র্কে পৌঁছে তুমি স্বাচ্ছন্দে তা করতে পার", "সে চোখ নাচাতে নাচাতে বলল।" "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ঐ ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। তুমি যে রকম খুশী আমায় আদর করতে পার।"

আমি এবার আর না হেসে পারলাম না। আমার প্রত্যাবর্তনটা বেশ সুখেরই হবে মনে হয়। সপ্তাহের শেষটা যে এত ভাল যাবে আশাই করিনি।

শেষ

www.boighar.com